CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 March, 2021 ■ আগরতলা, ২৩ মার্চ ২০২১ ইং ■ ৯ চৈত্র ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

গাঁজা চাষের আইনি বৈধতা নিয়ে সওয়াল বিধানসভায়

বিকল্প রোজগারের দিশা দেখালেন মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২২ মার্চ (হি.স.)।। গাঁজা চাষের বদলে ড্রাগন ফল ফলনের প্রতি মানুষের ঝোঁক বাড়াতে হবে। কারণ ত্রিপুরায় গাঁজা চাষকে বৈধ করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। তাই বিকল্প রোজগারে ত্রিপুরা সরকার পদক্ষেপ নিয়েছে। আজ সোমবার ত্রিপুরা বিধানসভায় বাজেট অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্বে বিধায়ক দিবাচন্দ্র রাঙ্খলের গাঁজা চাষকে আইনিভাবে বৈধ করার বিষয়ে প্রশ্নের জবাবে এ-কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তবে, বিষয়টি বিশেষজ্ঞদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখার জন্য বলবেন, সেই আশ্বাসও তিনি দিয়েছেন।

দিবাচন্দ্র রাঙ্খল বলেন, ত্রিপুরায় রাজস্ব আদায়ের পরিধি খুবই সীমিত। ফলে, আমাদের কেন্দ্র-নির্ভর থাকতে হয়। তাঁর কথায়, গাঁজা চাষে ত্রিপুরার জমি খুবই উর্বর। কিন্তু আইনি বৈধতা নেই, তাই প্রচুর মানুষ আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। তাঁর দাবি, দেশি কিংবা বিদেশি মদ বিক্রিতে আইনি বৈধতা রয়েছে। কিন্তু গাঁজার ওষুধি গুণাবলী থাকা সত্ত্বেও অবৈধ হওয়ার কারণে তার উপকার মিলছে না। অথচ, প্রতিনিয়ত বেআইনি ভাবে গাঁজা চাষ এবং বিক্রি হচ্ছে। তাঁর মতে, গাঁজা চাষ আইনি বৈধতা পেলে রাজস্ব আদায় হবে, সাথে ওই চাষের সাথে জড়িত প্রচুর মানুষ আর্থিকভাবে উপকৃত হবেন।এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, ত্রিপুরার বনভূমিতে গাঁজা চাষ হচ্ছে। ফলে, পুলিশের অভিযানে একজন মালিককেও খুঁজে পাওয়া যায় না। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকার গাঁজা চাষের বিনিময়ে বিকল্প চাষাবাদের সুযোগ খুঁজে বের করেছে। ড্রাগন ফল ত্রিপুরায় ফলনে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমতি পাওয়া গেছে। এছাড়া, মাসকলাই এবং আনারস রোজগারের নতুন দ্বার খুলে দেবে। তিনি বলেন, ড্রাগন ফলের গাছ ২০-২৫ বছর পর্যন্ত ফলন দিয়ে থাকে। ওই ফলের ভীষণ চাহিদাও রয়েছে। তাই ত্রিপুরা সরকার রেগা-র মাধ্যমে ড্রাগন ফল ফলনে সহায়তা করবে।

তাঁর কথায়, ওই ফলের চাষ খুবই ব্যয় সাপেক্ষ। কারণ, প্রতি হেক্টর ড্রাগন ফল চাষে ২০ লক্ষ টাকা খরচ হবে। তাই রেগা প্রকল্পে বরাদ্দ বৃদ্ধির আবেদন জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, বনভূমিতে রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রাগন ফলের চাষ হবে। ত্রিপুরা সরকার এই ফল রাজ্যের বাইরে বিক্রিতে সহায়তা করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, মাসকলাই এবং আনারস চাষের মাধ্যমে রোজগার সম্ভব হবে এবং ত্রিপুরা সরকার তাতে সহায়তা করবে।

এদিন তিনি জানান, মদ অনেক আগেই আইনি বৈধতা পেয়েছে। ফলে মদ বিক্রিতে ১০০ কোটি টাকার অধিক ত্রিপুরা সরকারের আয় হচ্ছে। কিন্তু অবৈধভাবে হলেও গাঁজা বিক্রির সরাসরি ফায়দা গরিব মানুষরা পাচ্ছেন না। তাঁর কথায়, যারা গাঁজা চাষ করছেন তাদের কাছে খুবই সামান্য অর্থ যাচ্ছে। কারণ, মধ্যস্বত্বভোগীরা আসল মুনাফা কামাচ্ছেন। গরিবের কপালে তার সিঁকিভাগ জুটছে। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, আগর চাষে এবং বিক্রিতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। খুব শীঘ্রই অনুমোদন মিলবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেছেন।

২৮ দিন নয়, কোভিশিল্ডের দ্বিতীয় ডোজ দিতে হবে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর

ঊর্ধমুখী কোভিড গ্রাফ দেশে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ৪৭ হাজার ছুঁইছুঁই

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি. স.) : সপ্তাহের প্রথম দিনেই দেশের করোনা গ্রাফ ঊর্ধমুখী। স্বাস্থ্যমন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় দেশে নতুন করে করোনায় আক্রান্ত হলেন ৪৬ হাজার ৯৫১ জন। মৃত্যু হয়েছে ২১২ জনের। তুলনায় সুস্থতার হার অনেকটাই কম। একদিনে করোনার কবল থেকে সুস্থ হয়ে ফিরেছেন ২১ হাজার ১৮০ জন। এই মুহূর্তে দেশে অ্যাকটিভ করোনা রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৪৬। শুধুমাত্র মহারাষ্ট্রেই একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৩০ হাজারের বেশি। আর প্রাণ হারিয়েছেন ৯৯ জন।

সোমবার সকালে স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন, ৪৬ হাজার ৯৫১ জন। আগের দিন সংক্রমিত হয়েছিলেন ৪৩ হাজার ৮৪৬ জন। এনিয়ে দেশে এখনও পর্যন্ত মারণ ভাইরাসে সংক্রমিতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল এক কোটি ১৬ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮১ জনে। নতুন করে মৃত্যুর মুখে ঢলে পড়েছেন ২১২ জন। এদিন সকাল আটটা পর্যন্ত করোনার বলি হলেন এক লক্ষ ৫৯ হাজার ৯৬৭ জন।'

রাজ্যে করোনায় মৃত্যু আরও এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। করোনা আক্রান্ত হয়ে রাজ্যে আরও একজনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের বয়স আশি বছর। জিবি হাসপাতালে তিনি মারা গিয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে করোনায় মৃত্যু হয়েছে ৩৮৯ জনের। এদিন ২৬৬ জনের আরএটি পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে ২৬৬ জনেরই রিপোর্ট পজেটিভ এসেছে। এদিন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন একজন। প্রসঙ্গত, রাজ্যে করোনায় সর্বশেষ মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল গত ১৫ জানুয়ারী।

দৈনিক সংক্রমণ যেমন লাফিয়ে বাড়ছে তেমনই দৈনিক সুস্থতার হার যথেষ্টই নিরাশাজনক। স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পরিসংখ্যান অনুয়ায়ী, 'গত ২৪ ঘন্টায় দেশজুড়ে মারণ ভাইরাসকে হারিয়ে নতুন করে সুস্থ হয়েছেন ২১ হাজার ১৮০ জন। এ নিয়ে এখনও দেশে করোনাকে জয় করলেন এক কোটি ১১ লক্ষ ৫১ হাজার ৪৬৮ জন। একদিনে দেশে সক্রিয় করোনা রুগীর সংখ্যা বেড়েছে ২৫ হাজার ৫৫৯ জন। সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৩ লক্ষ ৩৪ লক্ষ ৩৪৬ জনে।' দেশে করোনার ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যে জোরকদমে চলছে টিকাকরণের কাজ।

এদিকে, কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে এখন থেকে আর ২৮ দিন নয়, একটি ডোজ নেওয়ার ৬ থেকে ৮ সপ্তাহ পর দ্বিতীয় ডোজটি নিতে হবে। সোমবার কোভিশিল্ড ভ্যাকসিন নেওয়ার ক্ষেত্রে এই নতুন নির্দেশ জারি করল কেন্দ্র। এদিন স্বাস্থ্যমন্ত্রকের সচিব রাজেশ ভূষণ আজ সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে লিখিতভাবে এই নির্দেশিকা পাঠিয়েছেন। অর্থাৎ এবার থেকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বড়দোয়ালীতে যুবতীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন বড়দোয়ালির একটি ভাড়া বাড়িতে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছে এক যুবতী।

বড়দোয়ালির একটি ঘর থেকে এক যুবতীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করেছে আগরতলা মহিলা থানার পুলিশ। মৃত যুবতীটির নাম নমিতা দাস। বাড়ি শিলাছড়ি। জানা যায় ভাড়া বাড়িতে থেকে একটি শপিং মলে কাজ করত ওই যুবতী। একি করে অপর এক যুবতীও থাকতো। সে নিমন্ত্রণ খেতে অন্যত্র চলে গিয়েছিল।ফিরে এসে তাঁকে ডাকাডাকি করে কোনো উত্তর না পেলে বিষয়টি বাড়ির মালিককে জানায় ওই যুবতী।

খবর দেওয়া হয় পুলিশকে।খবর পেয়ে আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং সেখান থেকে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতাল মর্গে পাঠায়।তার সঙ্গে একই রুমে যে যুবতীটি থাকত সে জানিয়েছে কেন সে আত্মহত্যা করেছে সে সম্পর্কে কোন কিছুই জানেনা। তার কাছে কোনদিন কোন কিছু খুলে বলেছ বলেও জানায়।

পুলিশ তার বাড়িতে খবর পাঠিয়েছে। খবর পেয়ে পরিবারের লোক সংখ্যা আগরতলায় ছুটে আসেন। আত্ম হত্যার আসল রহস্য উদঘাটনের জন্য পুলিশ তৎপরতা শুরু করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনমনে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

আবারও বিজেপি পরিচালিত পঞ্চায়েতে অনাস্থা প্রস্তাব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আরও এক বিজেপি পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের বিরুদ্ধে স্বদলীয় পঞ্চায়েত সদস্যরা অনাস্থা প্রস্তাব আনল। ঘটনা কৈলাসহরের লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে।

কৈলাসহর মহকুমার গৌরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে এগারো আসন বিশিষ্ট লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপি দলের পঞ্চায়েত সদস্য আটজন। সি.পি.আই.এম দলের পঞ্চায়েত সদস্য দুইজন এবং কংগ্রেস দলের সদস্য একজন। পঞ্চায়েতের প্রধান মনি রানী মালাকার এবং উপ প্রধান সহিদ খাঁন। বিজেপি দলের আটজন পঞ্চায়েত সদস্যের মধ্যে ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য পঞ্চায়েতের প্রধান মনি রানী মালাকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব লিখিত জমা দেয়।

তবে, ঊনকোটি জেলার ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত অফিসার জেলায় না থাকায় পঞ্চায়েত দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিধানসভায় ৩টি বিল গৃহীত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। আজ রাজ্য বিধানসভায় তিনটি বিল গৃহীত হয়েছে। গৃহীত ৩টি বিলের মধ্যে রয়েছে 'দি ত্রিপুরা মিউনিসিপল (সেভেনথ এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা বিল নং ১ অফ ২০২১) এবং 'দি ত্রিপুরা রিকোভারি অব ড্যামেজ টু পাব্লিক এণ্ড প্রাইভেট প্রোপার্টি বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা বিল নং ২ অব ২০২১)বিল। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ এই দুটি বিল সভায় পেশ করেন। পরে বিল দুটি ধনি ভোটে গৃহীত হয়। তাছাড়া 'দি ত্রিপুরা এক্সাইজ (ফোর্থ এ্যামেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা বিল নং ৩ অব ২০২১)বিলটিও আজ বিধানসভায় গৃহীত হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা উত্থাপিত এই বিলটি সভায় ধনি ভোটে গৃহীত হয়।

এদিন বিধানসভায় 'দি ত্রিপুরা রিকোভারি অব ড্যামেজ টু পাব্লিক এণ্ড প্রাইভেট প্রোপার্টি বিল, ২০২১ (দি ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মডেল স্টেট হিসেবে গড়তে হলে আত্মনির্ভর হতে হবে ঃ শিক্ষামন্ত্রী

আগরতলা, ২২ মার্চ (হি. স.) ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং তাঁর টিম ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসেবে তৈরি করতে রাজ্যকে আত্মনির্ভর এবং স্বাবলম্বী করতে চাইছেন। রাজ্যপাল রমেশ বৈসও গত ১৯ মার্চ বিধানসভা অধিবেশনের প্রারম্ভিক ভাষণে বলেছেন, মডেল স্টেট হতে হলে ত্রিপুরাকে আগে আত্মনির্ভর হতে হবে।

আজ বিধানসভা অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে রাজ্যপালের ভাষণের উপর আনা ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর আলোচনা শুরু করে শিক্ষা ও পরিষদীয় মন্ত্রী রতনলাল নাথ এ-কথা বলেন। এদিন ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের ওপর ট্রেজারি বেঞ্চের নয়জন বিধায়ক এবং বিরোধী দলের চার বিধায়ক আলোচনা করেন। আলোচনার পর ধন্যবাদসূচক প্রস্তাবের উপর বিরোধীদের আনা সংশোধনী প্রস্তাবগুলি বাতিল হয়ে যায় এবং ধন্যবাদসূচক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, গত তিন বছরে রাজ্য সরকার কী কী কাজ করেছে, রাজ্য সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি কী, দিশা কী, তা রাজ্যপালের ভাষণে প্রতিফলিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর সব-কা সাথ, সব-কা বিকাশ, এই নীতি রাজ্য সরকারও কার্যকর করছে। রাজ্য সরকার ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্যে পরিণত করার কাজ করছে। মন্ত্রী বলেন, নয়া শিক্ষানীতি অনুযায়ী ইতিমধ্যেই রাজ্যের প্রায় ৩০ হাজার শিক্ষক শিক্ষিকাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পদ্ধতি এনসিইআরটি কর্তৃপক্ষও প্রশংসা করেছে। রাজ্যের শিক্ষক শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণের পদ্ধতি মডেল হিসেবে গ্রহণ করে সারা দেশেই প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বিধানসভায় তথ্য তুলে ধরে জানান, গত তিন বছরে রাজ্যে নিজস্ব সম্পদের পরিমাণ তিন শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হচ্ছে। পূর্বতন সরকার চায়নি ত্রিপুরা স্বাবলম্বী হোক। তারা সব সময়ই পরনির্ভরতার রাজনীতি করেছেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, রাজ্যে গুণগত শিক্ষার প্রসারে রাজ্য সরকার বদ্ধপরিকর। গুণগত শিক্ষার সম্প্রসারণে বর্তমান সরকার শিক্ষাক্ষেত্রে ৪৫টি সংস্কার এনেছে। তিনি আরও ১৮টা একলব্য আবাসিক বিদ্যালয় তৈরি করা, শিলং-এ ছাত্রাবাস তৈরি করার কথাও তুলে ধরেন।

স্বামী বিবেকানন্দের বিভিন্ন বাণী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবশেষ ৭২ ঘন্টা পর নিহত চোরকে স্বদেশে ফিরিয়ে নিল বাংলাদেশ প্রশাসন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুরাইবাড়ি, ২২ মার্চ।। বিএসএফ ও কদমতলা পুলিশের চাপে পড়ে অবশেষে ৭২ ঘন্টা পর বাংলাদেশ প্রশাসন ভারত সীমান্তে গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত গরু চোর বাপ্পা মিয়াকে সমঝে নেয়। গত ২০ মার্চ শনিবার মাঝরাতে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের কাঁটাতার কেটে ভারতে গরু চুরি করতে এসে সীমান্ত বাহিনীর গুলিতে মৃত্যু ঘটেছিল কুখ্যাত চোর বাপ্পা মিয়ার।

বিএসএফ ও কদমতলা থানার সকল আইনি প্রক্রিয়ার পর আজ কদমতলা থানাধীন ইন্দো-বাংলা সীমান্তের ১৬৬ নং ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ ক্যাম্পের আওতাধীন ইয়াকুব নগর সীমান্ত দিয়ে মৃতদেহটি বাংলাদেশ প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয় উপস্থিত ছিলেন ১৬৬ নং বিএসএফ এর শীর্ষ আধিকারিক, কদমতলা থানার পুলিশ, বাংলাদেশের জুরি থানার পুলিশ ও বিজিবি।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ,গত ২০ মার্চ শনিবার মাঝরাতে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের বিষ্ণুপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪ নং ওয়ার্ডের ১৬৬ নং ইয়াকুব নগর বিএসএফ ক্যাম্পের ১৮২২/২৪ এস নং পিলারের মাঝখানে বাংলাদেশের একটি চোরের দল সীমান্তের কাঁটাতার কেটে ভারতে প্রবেশ করে। ভারতে প্রবেশ করে গরু চুরি করতে আসলে এলাকাবাসী টের পেয়ে হই হুল্লোর শুরু করে।তৎক্ষণাৎ সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা পি এ গান দিয়ে এক পাচারকারীকে গুলি করেন। ততক্ষণে দলের অন্যান্য পাচারকারীরা পালিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করলেও গুলিবিদ্ধ এক পাচারকারী ভারত সীমান্তের মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর শীর্ষ আধিকারিক ও কদমতলা থানার পুলিশ। মৃত পাচারকারীর কাছ থেকে একটি তার কাটার কাঁটার, তরোয়াল, দা সহ অন্যান্য অস্ত্র উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া জানা যায় মৃত পাচারকারী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দেশে সারে চার লাখ গ্রামীণ মহিলারা জল সংরক্ষণের প্রশিক্ষণ পেয়েছেন ঃ প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি. স.) : দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এই প্রথমবার কোন সরকার জলের গুণগত মান পরীক্ষার জন্য নিষ্ঠার সাথে কাজ করছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, জল সংরক্ষণের পাশাপাশি তার গুণগত মানের জন্য ইতিমধ্যে কাজ শুরু করা হয়েছে।

সোমবার জলশক্তি অভিযান এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন মহামারী করোনা করোনা আবহাওয়া সাড়ে চার লক্ষেরও বেশি গ্রামীণ মহিলাদের পানীয় জল পরীক্ষার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এদিন বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে জনসাধারণের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, কৃষি সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিটি চাষ জমিতে জল সরবরাহ নামামি গঙ্গে, মিশন জল জীবন মিশন, বা অটল গ্রাউন্ড ওয়াটার স্কিম দ্রুতগতিতে কাজ শুরু হয়েছে। বিশ্ব জল দিবস উপলক্ষে এদিন জলশক্তি অভিযান এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী জল সংরক্ষণের গুরুত্বকে চিহ্নিত করেন। তিনি আরো বলেন, আমাদের পূর্বপুরুষরা জলের সংস্থান করে দিয়েছেন।

এবার আগামী প্রজন্মের জন্য জল সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের। তাই আমাদের জলের অপব্যবহার বন্ধ করে তা সংরক্ষণের সংকল্প নেয়া উচিত। প্রধানমন্ত্রী এদিন আরো বলেন, ভারত আগামী দিনে বর্ষার জল যত বেশি সংরক্ষন করতে পারবে, আগামী দিনে ততবেশি ভূগর্ভস্থ জলের ওপর নির্ভরতা কমবে। এ কারণে "ক্যাচ দ্য রেইন" এর মতো অভিযানকে চালিয়ে যেতে হবে এবং এর সাফল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজে সবাইকে একসাথে জল সংরক্ষণের চেষ্টা করতে হবে। এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি জল শপথ নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, সরকারের এই জল সংরক্ষণ অভিযানকে সফল করতে প্রত্যেক নাগরিকের সহায়তা অত্যন্ত প্রয়োজন।

তিনি আরো বলেন, আগামী দিনে প্রতিটি বাড়িতে জল পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা রয়েছে। পানীয় ও কৃষি কাজের জন্য জলের অভাব নেই। সরকার জনজীবন মিশন প্রকল্পের আওতায় মাত্র দেড় বছরে চার কোটি নতুন গ্রামীন পরিবারকে জল সংযোগ করে সরকারের নীতি স্পষ্ট করেছে। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর বক্তব্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের নীতি এবং সাধারণ মানুষের সুবিধা গুলির কথা উল্লেখ করে বলেন, দেড় বছর আগে দেশের ১৯ কোটি গ্রামীণ পরিবারের মধ্যে মাত্র সাড়ে তিন কোটি বাড়িতে জল আসত। তবে জনজীবন মিশন প্রকল্পের পর প্রায় সাড়ে চার কোটি নতুন গ্রামীন পরিবারের জনসংযোগ করা হয়েছে। এদিন অনুষ্ঠানের স্বাগত ভাষণে কেন্দ্রীয় জলশক্তি মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত প্রধানমন্ত্রীর নরেন্দ্র মোদী এবং উত্তর প্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, এদিন অর্থাৎ ২২ মার্চ আবার জনশক্তি অভিযান শুরু হচ্ছে, যা দেশের ৭০০ জেলায় চলবে।

গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২২ মার্চ।। স্বামী সিরাজুল ইসলাম, শ্বশুর মফিজুল ইসলাম, দেবর তাজুল ইসলাম এবং শাশুরির অত্যাচারে সোনালি বেগম নামে এক গৃহবধূ গায়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। গতকাল রাএ ৮ টায় মারা যায় জি বি হাসপাতালে। মৃতার শ্বশুরবাড়ি বক্সনগর আশাবাড়ি এলাকার দুপুরিয়াবান্দ এলাকায়। সোনালির বিয়ে হয় ৫ বছর পূর্বে সিরাজুলের সাথে। তার দুটি ছেলে সন্তান আছে একটি ৪ বছর ও অন্যটি ২ বছর। মেয়ের বাবা দুলাল মিয়ার দাবি স্বামী সহ ছেলের বাড়ির সবার উপযুক্ত শাস্তি। সোনালীর দাদু জানান আমার নাতনিকে তার শশুর শাশুড়ী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রণয়ের সূত্রে পালিয়ে যাওয়া কিশোরীকে মধ্যপ্রদেশ থেকে ধরে আনল তেলিয়ামুড়ার পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মার্চ।। ইন্টারনেটের মাধ্যমে পরিচয় হওয়া বহিঃ রাজ্যের এক নাবালক নাগরের হাত ধরে পালিয়ে যাওয়া নাবালিকাকে উদ্ধার করলো তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ। প্রায় তিন মাস পর নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করতে সক্ষম হল তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ। সোমবার এই সংবাদ জানিয়েছেন তেলিয়ামুড়া থানার এস.আই জয়ন্ত হালদার।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, গত ২৯শে জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানাধীন মোহড়ছড়া এলাকা থেকে এক নাবালিকা নিখোঁজ হয়ে যায়। নাবালিকার পরিবারের পক্ষ থেকে পরের দিন অর্থাৎ ৩০ জানুয়ারি তেলিয়ামুড়া থানায় একটি নিখোঁজ ডায়েরি করা হয়। নাবালিকার নিখোঁজের অভিযোগ পেয়ে তেলিয়ামুড়া থানা নড়েচড়ে বসে। থানায় একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়। পুলিশ তদন্ত শুরু করতে গিয়ে একটি মোবাইল নাম্বার উদ্ধার করে। উদ্ধার করা মোবাইল নাম্বারটি মধ্যপ্রদেশের ভোজপুর এলাকার। এই সূত্র ধরে এক যুবকের নাম বেরিয়ে আসে। উক্ত যুবক ও নাবালক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ১৬১ ▫ ২৩ মার্চ ২০২১ ইং ▫ ৯ চৈত্র ▫ মঙ্গলবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

ন্যায় বিচার

ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার ওপর আইন আদালতের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস পরোপুরি নির্ভরশীল। আদালত ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করবে সেটাই জনগণের প্রত্যাশা।গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আইন আদালতের প্রতি মানুষের যথেষ্ট শ্রদ্ধা রয়েছে।আইন-আদালত সে ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়া জনগণের আশা আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিতে চেষ্টা চালাইয়া যাইতেছে। আইন-আদালত অবিচার ব্যবস্থা মানুষের আস্থা অর্জন করিতে যথেষ্ট সহায়ক হইয়াছে। ইহাকে আরো সুসংহত করিবার মধ্য দিয়া আদালত বলিষ্ঠ হইতেছে। সাম্প্রতিককলে
দিল্লির পাটিয়ালা হাউস আদালতের বিচারকের রায় পুরাতন সত্যটি আবার এবং বার বার শুনাইবার গুরুতর প্রয়োজন পড়িয়াছে আজিকে। এই দেশের সংবিধান যে প্রতিবাদ কিংবা বিরোধিতার অধিকার তাহার নাগরিককে দিয়াছে, বাইশ বৎসর বয়সি দিশা রবির মামলার রায়ে এই কথা সেই দিন আর এক বার উচ্চারিত হইল। চুয়াত্তর বৎসর বয়সি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে যাহা প্রতিষ্ঠিত নীতি হইবার কথা ছিল, ঘটনাচক্রে কিংবা বলা ভাল, রাজনীতিচক্রে তাহা এখন ক্ষণে ক্ষণে দেশদ্রোহ মামলার বিষয় হইয়া দাঁড়ায়, সুতরাং এই উচ্চারণ স্বস্তিদায়ক। টুলকিট হ্যান্ডলে তরুণী দিশা এমন কিছু বলে নাই কিংবা করে নাই, যাহাতে তাহাকে দেশের শত্রু হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে। নীতিটি পরিষ্কার: সরকার এবং দেশ/রাষ্ট্র এক নহে। সরকার অপেক্ষা দেশ কিংবা রাষ্ট্র গুণগত ও পরিমাণগত ভাবে আলাদা: দ্বিতীয়টিতে বিরোধিতার পরিসর প্রভূত। নির্বাচিত সরকারকে তাই বিরোধী পরিসরটির প্রতি কেবল সহিষ্ণু হইতে হয় না, দেশ বা রাষ্ট্রের অপর কণ্ঠ হিসাবে তাহাকে মান্যতা ও মর্যাদা দিতে হয়। বর্তমান সরকার নিরবচ্ছিন্ন ভাবে বিষয়টি গুলাইয়া দিতেছে, এবং নিজের বিরুদ্ধে সব রকম প্রতিবাদকে দেশের বিরুদ্ধতা বা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দ্রোহ হিসাবে প্রতিপন্ন করিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া লাগিয়াছে। বাস্তবিক, গত কয়েক বৎসরে ভারতের সমাজ ও রাজনীতি জীবনে ইহাই সর্বাপেক্ষা গুরুতর ক্ষতি।
মাননীয় বিচারক আরও একটি জরুরি কথা মনে করাইয়াছেন। প্রতিবাদ নাগরিকের অধিকার, এবং আন্তর্জাতিক শ্রোতৃমণ্ডলের প্রতি লক্ষ করিয়া কথা বলাও সেই অধিকারের অন্তর্গত। দেশের সরকার যদি কাহারও মতে কোনও 'খারাপ' কাজ করে, তবে কেহ বাড়িতে বসিয়া বন্ধুকে যেমন তাহা বলিতে পারেন, তেমনই সমাজমাধ্যমে তাহা আলোচনা করিতে পারেন দুইটিই তাঁহার বাক্স্বাধীনতার মধ্যে পড়ে। দিল্লির কৃষক আন্দোলনকে ঘিরিয়া যে হিংসাত্মক পরিবেশ তৈরি হইয়াছে, দিশার বার্তা বিনিময়ের সহিত তাহার সামান্যতম সংযোগও পাওয়া যায় নাই: তবে কিসের ভিত্তিতে মেয়েটিকে গ্রেফতার করা হইয়াছিল?
লক্ষণীয় বিষয় হইল, অশিক্ষা, অসচেতনতা এবং রাজনৈতিক অসংবেদনশীলতার কারণে দেশের এক বিরাট সংখ্যক মানুষ মনে করিতেছেন, সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলাই অপরাধ, তাই ভারাভারা রাও হইতে দিশা রবি, জামিন পাইলেও, ইঁহারা সব সাক্ষাৎ অপরাধী। ইহা যদি প্রথম দুর্ভাগ্যের বিষয় হয়, দ্বিতীয় দুর্ভাগ্যটি চরিত্রে আরও মারাত্মক। দিশার জামিনের সংবাদে খুশি কিন্তু উদ্বিগ্ন এক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিবাদী তরুণ বলিয়াছেন, ইহার পর একটু 'বুঝিয়া-শুনিয়া' চলিতে হইবে। এইখানেই সমস্যা। কোনও 'অপরাধ' না করিয়াও অ্যান্টি-ন্যাশনাল বা দেশদ্রোহী হিসাবে, অর্থাৎ 'অপরাধী' হিসাবে, সমাজে পরিচিত হইবার এই সুকঠিন বাস্তব, কিংবা গ্রেফতার হইবার সম্ভাবনা, ইহা কি স্বাভাবিক ভাবেই বাক্স্বাধীনতা বিষয়টিকে পাল্টাইয়া দিতেছে না? আরও এক বার বিরোধিতা করিবার আগে দিশার মতো তরুণতরুণীরা কি ভাবিয়া দেখিবেন না যে কী ঘটিতে পারে ইহার ফলে? স্বাভাবিক আত্মনিয়ন্ত্রণের চেষ্টা কি তাঁহারা করিবেন না? এই আত্মনিয়ন্ত্রণের প্রবণতা অন্যায় নহে, বরং অত্যন্ত স্বাভাবিক। কিন্তু এইখানেই আসলে লুকাইয়া আছে গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতার চূড়ান্ত পরাজয়। নরেন্দ্র মোদীর কর্তৃত্ববাদী অসহিষ্ণু সরকার ভারতকে পাল্টাইয়া দিবে, এমন ভাবিবার দিন আর নাই। ভারত আসলে পাল্টাইয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে গণদেবতা দের ভোটে নির্বাচিত সরকারকে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ থাকাটাই বাঞ্ছনীয়। কেননা জনগণের কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়া সরকার প্রতিষ্ঠিত করিয়া থাকে রাজনৈতিক দল। জনগণের প্রতি দায়িত্ব পালন করাই সরকারের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। অন্যথায় ভারতীয় গণতন্ত্র এবং সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস কমিয়া যাইবে।

প্রার্থী বদলের দাবিতে হেস্টিংসে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : প্রার্থী নিয়ে বিক্ষোভ অব্যাহত বিজেপির একাংশের। সোমবার ফের প্রার্থী বদলের দাবিতে হেস্টিংসে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ। এবার কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী বদলের দাবি তুললেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। সোমবার সকাল থেকে হাতে দলীয় পতাকা নিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। কোনওভাবেই এই প্রার্থীকে তাঁরা মানবেন না বলে স্লোগান তোলেন। উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, বহু কেন্দ্রে এই ছবি দেখা যায়। কলকাতাতেও বিক্ষোভের আঁচ পৌঁছয়। দফায় দফায় বিক্ষোভ হয় সেখানে। সোমবারও সে ছবি দেখা গেল। কলকাতা পোর্ট বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী করেছে আওয়াদ কিশোর গুপ্তকে। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের আবার হেভিওয়েট প্রার্থী, ফিরহাদ হাকিম। সুতরাং এ কেন্দ্রে লড়াই যে বেশ জোরাল তা বলাই যায়। বিজেপি কর্মীদের দাবি, বন্দর এলাকার এই প্রার্থী কোনওদিনই বিজেপির কোনও মিছিল, মিটিং কিংবা কর্মসূচিতে আসেননি। সাংগঠনিক কোনও কাজেই তিনি থাকেন না। এমন আনকোরা কাউকে কেন প্রার্থী করা হল, প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। অবিলম্বে এই প্রার্থী বদল না করা হলে বিরোধিতা আরও জোরাল হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তাঁরা।

মোদীর সভায় দিব্যেন্দুর বিজেপিতে যোগ দেওয়া নিয়ে জল্পনা

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : বুধবার ফের কাঁথিতে আসবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সূত্রের খবর, তাঁর সভায় থাকবেন তমলুকের তৃণমূল সাংসদ দিব্যেন্দু অধিকারী। তবে ২৪ তারিখের ওই সভা থেকে তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে জল্পনা রয়েছে। সূত্রের খবর, গেরুয়া শিবিরের তরফে সাংসদকে প্রধানমন্ত্রীর সভার আমন্ত্রণপত্র পাঠানো হয়েছে। উল্লেখ্য, রবিবারের শাহের এগরার সভা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন আর এক সাংসদ তথা দিব্যেন্দু-শুভেন্দুর বাবা শিশির অধিকারী। এবার কি সেই পথেই হাঁটছেন তাঁর আরেক ছেলেও? উঠছে প্রশ্ন। অমিত শাহের সভা থেকে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বলেছিলেন, রামনবমীর আগেই তাঁর বাড়িতে আরও পদ্ম ফুটবে। সেই থেকেই শুরু হয়েছিল কানাঘুষো। রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছিল, শুভেন্দু ও সৌমেন্দুর পথে হেঁটে বিজেপিতে যেতে পারেন শিশির ও দিব্যেন্দুও। ইতিমধ্যে 'ফুল' বদল করে ফেলেছেন শিশির অধিকারী। এবার কি তবে তমলুকের সাংসদের পালা? জোর জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলের অন্দরে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কয়লাকাণ্ডে লালা ঘনিষ্ঠ অমিতকে তলব সিবিআইয়ের

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি স) : কয়লা পাচার কাণ্ডে লাগাতার তদন্ত চালাচ্ছে ইডি ও সিবিআই। এবার কয়লাকাণ্ডে জড়িত লালা ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী অমিত আগরওয়ালকে তলব করল সিবিআই। সোমবার নিজাম প্যালেসে কয়লা পাচার কাণ্ডে তলব করা হয়েছে স্টিল প্লান্টের মালিক অমিতকে। জানা গিয়েছে, লালার অবৈধ কয়লা এই ব্যবসায়ী কিনতেন। গত সপ্তাহে ওই ব্যবসায়ীর বাড়ি ও অফিসে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকে উদ্ধার হয় কম্পিউটার, হার্ডডিস্ক, ল্যাপটপ। তারপরই তদন্ত শুরু করেন আধিকারিকরা। এছাড়া এদিন নিজাম প্যালেসে তলব করা হয়েছে অন্ডাল থানার প্রাক্তন আইসি পার্থ ঘোষকেও। প্রসঙ্গত, লাগাতার চলছে কয়লাকাণ্ড বিয়ে তদন্ত। উঠে এসেছে পাচারের সঙ্গে জড়িত অনেকের নাম। এবার তদন্তে তলব করা হল ব্যবসায়ী অমিত আগরওয়ালকে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

তাইহোকু থেকে নৈমিষারণ্য—বহুপথ পরে প্রত্যাগত যোদ্ধা-সন্ন্যাসী ?

শান্তনু রায়

সেই মানুষটির শতপঞ্চবিংশতিতম জন্মদিন, যাঁর শেষ পরিণতি আজও, হ্যাঁ স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছ পরেও রয়ে গেল হরস্যের আঁধারে দেশবাসীর কাছে অনেকের মতে, রহস্যাবৃত করে রাখা হয়েছে সুপরিকল্পিতভাবে। তিনি পৃথিবীর সকল মুক্তিকামী মানুষের অভীস্পার মুর্তী প্রতীক নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু।
তাঁর জীবন রহস্যের একটি বিশেষ অধ্যায়ের অনেকটা সময়ের সঙ্গে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে উত্তরপ্রদেশের নৈমিষারণ্যও ফইজাবাদ অঞ্চল -রামভবন। এ রহস্যের কিঞ্চিৎ আঁচ পেতে হলে ফিরে যেতে হবে আজ থেকে প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর আগে। সেটা ১৯৮৫ সালের মাঝামাঝি। উত্তরপ্রদেশের ফইজাবাদের গুমনামী বাবা (ভগবানজি) নামে এক সাধুর মৃত্যুর/ অন্তর্ধানের পরে এক গুঞ্জন ওঠে যে তিনি ছিলেন ছদ্মবেশে নেতাজি। কারণ ওই সাধুর রামভবনের ডেরা থেকে পুলিশের উদ্ধার কয়েক ট্রাঙ্ক ভর্তি অনেক বইপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। খবর পেয়ে ছুটে আসেন নেতাজির ভ্রাতুষ্পুত্রী ললিতা বসু। তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের আদেশে সেখানে প্রাপ্ত প্রায় ৩০০০ সামগ্রীর তালিকা প্রস্তুত হয় এবং এখনও ফইজাবাদ কোষাগারে রক্ষিত। উল্লেখ্য, ললিতা বসুর শনাক্ত মতে ওই সামগ্রীগুলির মধ্যে বসুপরিবারের পুরনো ফটো এবং অনেকগুলি নেতাজির ব্যক্তিগত সামগ্রী আছে। এ নিয়ে শোরগোল ওঠে সাময়িকভাবে, যদিও তেমন জনমত গড়ে ওঠেনি।
এরপর ১৯৯০ সালে অধুনা প্রয়াত সুনীল গুপ্ত (শহিদ দীনেশ গুপ্তের ছোট ভাই ও নেতাজির বিশ্বস্ত অনুগামী) নেতাজির অন্তর্ধান রসহ্য ও মৃত্যু নিয়ে কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ে একটি জনস্বার্থ মামলা করেন। তবে ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজিকে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' দেওয়ার প্রস্তাব করায় তাঁর অন্তর্ধান রহস্য ও মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন ও বিবিধ বিতর্ক আবার উত্থাপিত হতে থাকে। এরই মাঝে নরসীমা রাও প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন টোকিওর রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত চিতাভস্ম নেতাজির চিতাভস্ম দাবি করে তা দেশে ফিরিয়ে আনার অপচেষ্টা হয়, এমনকি এ ব্যাপারে এমিলি শেঙ্কেলের সম্মতি ব্যতিরেকেই। যদিও তা সফল হয়নি পরবর্তী নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যাওয়ার। অন্যদিকে সুনীলকৃষ্ণ গুপ্তের দাখিলি ওই মামালায় উচ্চ ন্যায়ালয়ের ডিভিশন বেঞ্চেনতর এক রায়ের ভিত্তিতে এবং ১৯৯৮ ডিসেম্বর পশ্চিমবঙ্গ বিধাসভায় এই মর্মে গৃহীত প্রস্তাবের বলে ১৯৯৯ সালের ১৪ মে অটলবিহারী বাজপেয়ীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মনোজকুমার মুখার্জির নেতৃত্বে এক সদস্যের তদন্ত কমিশন গঠিত হলে সবার মনে আবার এক আশা জাগে, এবার সত্য নিশ্চয়ই প্রকাশ পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, এনডিএ সরকারের আমলে গঠিত এই কমিশনের তদন্ত সমাপ্তির পূর্বেই কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরে আসায় কমিশনকে সরকারের সর্বাত্মক অসহযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়। তবু ২০০৫ সালে দাখিলি রিপোর্টে তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি এবং জাপানে রেনকোজি মন্দিরে রাখা চিতাভস্ম নেতাজির নয়, কমিশনের এই সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দ্বর্থহীন ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। কিন্তু তৎকালীন প্রথম ইউপিএ সরকার রিপোর্টিটি সংসদে পেশ করেই, পর্যাপ্ত আলোচনার সুযোগ না দিয়ে তাড়াহুড়ো করে এবং কোনও কারণ না দেখিয়েই খারিজ করে দেন। তবে উল্লেখ্য, ওই স্বল্পকালীন বিতর্কের মাঝেও অংগ্রহণ করে অধুনা প্রয়াত প্রবণ মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন (When the commissin was established, the Govemment itsself had rejected the two earlier commissions namely Shah Nawaz commission and khosla commission and that is thai commission was established.)তাহলে অতঃ কিম?
প্রসঙ্গত ইতিমধ্যে কিছু নেতাজি গবেষকের গবেষণায় প্রকাশ পেয়েছে যে নেতাজি রাশিয়ায় প্রবেশের পর সেখানে বন্দি হলেও ১৯৫৩ সালের মার্চে স্তালিনের মৃত্যুর পর কোনওভাবে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে গোপনে চলে আসতে সমর্থ হন ভারতে--- উত্তরপ্রদেশের নৈমিষারণ্যেয এরপর বিভিন্ন জায়গার পর ফৈজবাদের রামভবনে গুমনামি বাবা ছদ্মনামে বাস করতে থাকেন এবং ১৯৮৫ সালে সেখানেই মারা যান। ভিন্ন মতে আবার অন্তর্ধান।
উল্লেখ্য, তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কল্পগল্পে আস্থাহীন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের অন্যতম দেশনেত্রী বিপ্লবী লীলা রায়ের মতো ব্যক্তিত্বের ও দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, ভগবানজি ওরফে গুমনামিবাবাই নেতাজি। নেতাজির আরেক বিশ্বস্ত সহযোগী পবিত্রমোহন রায়ের কাছ থেকে ১৯৬৩ সালে গুমনামি বাবার কথা জানার পর তিনি ও সমর গুহ এবং আরও কয়েকজন তাঁর সাথে যান নৈমিষারণ্যে গুমনামি বাবাকে দর্শন করতে। এরপরেও তাঁর অনেকবার যোগাযোগ হয়েছে সাক্ষাতে এবং পত্রে, যা পরবর্তীকালে জানা গেছে। ১৯৬৩ -র জানুয়ারি থেকে ১৯৬৮-র জানুয়ারির মধ্যবর্তী সময়ে জয়শ্রী পত্রিকায় তাঁর সম্পাদকীয় প্রতিবেদনগুলিতেও যেন অস্ফুট ইঙ্গিত ছিল কোনও আগমনের পদধ্বনি।
প্রসঙ্গত, রামভবন থেকে নেতাজির ব্যবহার্য বলে দাবি করা অনেক ব্যক্তিগত সামগ্রীর সাথে দেশনেত্রীর এবং আরও কয়েকজন নেতাজির ঘনিষ্ঠ সহযোগীর লেখা পত্রও পাওয়া গেছে। তিনি সমর গুহ ও আজাদহিন্দ ফৌজের সিক্রেট সার্ভিসের পরিত্রমোহন এবং অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং প্রচুর নথিপত্রাদি ও সামগ্রী দাখিল হয়েছিল এবং অনেক প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য দিয়েছিলেন এবং প্রচুর নথিপত্রাদি ও সামগ্রী দাখিল হয়েছিল, ফৈজাবাদ কোষাগারে রক্ষিত রামভবন থেকে উদ্ধারীকৃত সামগ্রীও। গুমনামি বাবার ঘষ্ঠি সান্নিধ্যে যাঁরা এসেছিলেন বা যাঁরা সেই সময়কার সমসাময়িক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী, তাঁদের অনেক মুখার্জি কমিশনে সাক্ষ্য দিয়ে তাঁদের চাক্ষুষ বর্ণনা ও বিশ্বাস ব্যক্ত করেছিলেন।
সেসব বক্তব্যে সংশয়ীদের মনেও কিছু প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, রামভবন থেকে উদ্ধারকৃত সামগ্রীর তালিকা পাঠ করে। একজন নিছক সাধুর কাছে লিওনার্ড মোর্সলের লাস্ট ডেজ অফ ব্রিটিশ রাজ, রমেশচন্দ্র মজুমদারের ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, নন্দ মুখার্জির নেতাজির থ্রু জার্মান লেন্স, আবুল কালাম আজাদের 'ইন্ডিয়া ইউন্স ফ্রিডম', ব্রিগোডিয়ার জন্য দালভির 'হিমালয়ান ব্লান্ডার', দ্য স্পিচেস অভ চার্লস ডিকেন্স, জায়গায় জায়গায় আন্ডরলাইন করা ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল ফর দ্য ফার ইস্ট ডিসেনশিয়েন্ট জাজমেন্ট অব জাস্টিট রাধাবিনোদ পাল, উইল ডুরান্ট ও অ্যারিয়েল ডুরান্টে দ্য লেসনস অব হিস্ট্রি জাতীয় বই বা বাংলা ও ইংরেজি সাহিত্যের অনেক বই থাকা কি স্বাভাবিক। বিদেশি বাইনাকুলার বা ধুমপানের জন্য একাধিক বিদেশি সিগার বা পাইস সাধুরকী কাজে লাগে? এর প্রসঙ্গে বিশেষ একটি বই ইন্টারন্যাশনাল মিলিটারি ট্রাইব্যুনাল আলাদাভাবে উল্লেখ করতেই হয়।
এটি এক সাধুর কাছে থাকা কি বিশেষ কিছুর ইঙ্গিত দেয় না, একদা পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ক্লিমেন্স এটলিকে পত্রে এক সময়ের রাজনৈতিক সহযোগী নেতাজিকে বলে উল্লেখ করেছিলেন এমন বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে? নেতাজির নাম আন্তর্জাতিক যুদ্ধবন্দিদের তালিকায় আছে কিনা, সে প্রশেনেও সঠিক তথ্য অমিল।
মুখার্জি কমিশনের রিপোর্ট এও উল্লেখ আছে যে নেতাজি ও গুমনামি বাবার হাতের লেখা পরীক্ষা করে নয়াদিল্লির জাতীয় পরীক্ষাগারে বিশেষজ্ঞ শ্রী বিল লাল দু'টি লেখা এক ব্যক্তিরই বলে অভিমত দিলেওষ সিমলার এক পরীক্ষাগারের দু'জন হস্তলিপি বিশারদ এবং কলকাতার ফরেন্সিক প্যাবরেটরির একজন বিশেষজ্ঞ ভিন্ন মত জানিয়েছিলেন। হয়তো এজন্য বা অন্য কোনও কারণে গুমনামি বাবাই নেতাজি কিনা, এ প্রশ্নে কমিশন কোনও সিদ্ধান্তে আসেনি, যদিও অনেকে এ ব্যাপারে কমিশনের এক দোদুল্যমানতা বা সিদ্ধান্তহীনতা লক্ষ্য করেছেন। তবে চূড়ান্ত প্রমাণের 'অভাবে' গুমনামি বাবাই নেতাজি ছিলেন, এ তত্ত্ব প্রমাণিত বলে সিদ্ধান্তে দ্বিধাগ্রস্ত কমিশন অবশ্য এমন সম্ভাবনা খারিকও করে দেননি। অন্যদিকে গুমনামি বাবার পরিচয় উদঘাটনের জন্য প্রধান ললিতা বসুর আবেদনক্রমে এলাহাবাদ উচ্চন্যায়ালয়ের ২০১৩ -এর নির্দেশে ২০১৬ সালের জুলাই মাসে এ ব্যাপারে বিচারপিত বিষ্ণু সহায়ের নেতৃত্বে গঠিত এক সদস্যের কমিশন ২০১৭- র সেপ্টেম্বরে যে রিপোর্ট দাখিল করেন, তাতেও কৌশলে দায় এড়িয়ে গেছেন। ২০১৯-এর ১৯ ডিসেম্বর লখনউয়ে রাজ্য বিদানসভার শেষদিনে কমিশনের রিপোর্টটি পেশকরেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ সরকার। উল্লেখ্য, যদিও সে কমিশনও অধিকাংশ সাক্ষীই বলেছেন যে গুমনামিবাবাই নেতাজি কিন্তু কমিশন গুমনামিবাবা ও নেতাজির মধ্যে বেশ কিছু সাদৃশ্যের উল্লেখ করলেও শেষ পর্যন্ত এক অদ্ভুত সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গুমনামি বাবা নেতাজির একজন বিশ্বস্ত বাঙালি অনুরাগী মাত্র— উভয়েই বাংলা, হিন্দি ইংরেজি কথোপকথনে সাবলীল। এবং এই অদ্ভুত সিদ্ধান্তের ভিত্তি জনৈকা ওরফে বুলবুল ভট্টাচার্যের নিতান্ত কৈশোরের একটি চিঠি। শোনা যায়, শ্রীমতিচ ভট্টাচার্য নিজেও কমিশনের এ সিদ্ধান্তে যারপরনাই বিস্মিত কারণ নেতাজি একজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী ও গুমনামি বাবার কাছেও নিয়মিত যাতায়াতকারী তাঁর বাবা স্বর্গীয় সন্তোষকুমার ভট্টাতার্যও বিশ্বাস করতেন যে গুমনামি বাবাই নেতাজি। কিন্তু রাজধানী ক্ষমতার অলিন্দের কার্তাব্যক্তিদের এ ব্যাপারে মাইন্ডসেট কেমন তা সহজেই অনুধাবন করা যায়

২০১৯ -এর ১৮ আগস্ট আজাদহিন্দ ফৌজের সুপ্রিম কম্যান্ডের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যুবার্ষিকীতে প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরোর ট্যুইটটি থেকে। এ নিয়ে দেশজুড়ে বিতর্কের ঝড়ে ও বিভিন্ন মহেলর তীব্র সমালোচনায় মুখে অবশ্য ট্যুইটটি অবশেষে প্রত্যাহৃত হয়েছিল।
এদিকে বিভিন্ন প্রতিকূলতার মাঝেও নেতাজির অন্তর্ধান রহস্য বিষয়ে দীর্ঘদিন যাবৎ পরিশ্রমসাধ্য অনুসন্ধঅনও গবেষণায় নিমগ্ন বিশিষ্ট সাংবাদিক গবেষক চন্দ্রচূড় ঘোষ ও অনুজ ধর তাঁদেণ দীর্ঘ ১৫ বছরের অন্তর্তদন্ত ও গবেষণার ফসল তাঁদের সাপ্রতিকতম গ্রন্থ কনাড্রাম সুভাষ বোসে'স লাইফ আফটার ডেথ-এ তাঁদের নবলব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে তাইহোকুতে বিশেষ দিনে বিমান দুর্ঘটনা ও সে কারণে নেতাজির মৃত্যুর তত্ত পুনরায় খারিজ করে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, যে গুমনামি বাবাই নেতাজি। ওই গ্রন্থে তাঁরা অন্যান্য সাক্ষ্য প্রমাণদিত সাথে নেতাজির হাতের লেখার সঙ্গে গুমনামি বাবার হাতের লখো (১৯৬২ থেকে ১৯৮৫ এর মধ্যে পবিত্রমোহন রায়কে ১৩০ টি চিঠি এবং অন্যান্যদের লেখা কিছু চিঠি) পরীক্ষা করে দু'টি হাতের লেখা একই ব্যক্তিব --- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিশিষ্ট মার্কিন হস্তলিপি বিশারদ কার্ল বাগেটের এমত রিপোর্টটির উফর প্রধানত জোর দিয়েছেন। অনুজ ধর এ বিষয়ে তাঁর পূর্বপ্রকাশিত গ্রন্থেও বারংবার এই বার্তাই দিয়ে এসেছেন যে কথিত বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজির মৃত্যু হয়নি এবং এটি একটি পরিকল্পিত গল্প। প্রসঙ্গত ওই তথ্যভিত্তিতে জাতীয় পুরস্কারবিজয়ী এক পরিচালকের নির্মিত ছবি 'গুমনামি'র মুক্তিতে মিথ্যা অজুহাতে যথাযাধ্য বাধা দিয়েছিলেন, কিছু স্বার্থন্বেষী যারা বিমান দুর্ঘটনা গল্পটি খাইয়ে দিতে সদা তৎপর। এদের মধ্যে কেউ কেউ কেন্দ্রে পূর্বতন সরকার দ্বারা অনুগৃহীত ও হয়তো বা উপকৃত।
উল্লেখ, মুখার্জি কমিশন গুমনামি বাবার প্রশ্নে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পারার অন্যতম কারণ হিসেবে দু'টি হাতের লেখা যে একই ব্যক্তির এই মর্মে নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণাদি না পাওয়ার কথা বলেছিলেন, যদিও এমন পর্যপেক্ষণ তর্কাতীত নয়। কার্ল বাগেট কিন্তু তাঁর অভিমত উল্লেখ করেছেন, উল্লেখ কার্লষ বাগেট, শ্রীধরের বক্তব্য অনুযায়ী কিন্তু পরীক্ষার সময় জানতেন না অন্য হাতের লেখাটা কার এবং গুমনামি বাবার কথা না বলেই তাঁকে হাতের লেখার স্যাম্পেল পাঠানো বা পূর্ব ধারণা কিংবা পরিস্থিতি দ্বারা তাঁর প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা চিল না বলে ধরে নেওয়া যেতেই পারে।
যদিও আন্তর্ধান /ম,ত্যুরহস্য অনুদয়াটিত রেখেই রেনকোজি মন্দিরের চিতভ,ম ফিরিয়ে আনার প্রস্তাব মাঝে মাঝে কৌশলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। বিভ্রান্ত ছড়িয়ে রহস্য সমাধানের দাবি চিরতরে নস্যাৎ করার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার। যদিও নেতাজির কনিষ্ঠ ভ্রাতা শৈলেশচন্দ্র বসুর জীবদ্দশায় নেতাজি পরিবারের একজন ব্যতীত অন্য সকল সদস্যরা এক যৌথ লিখিত বিবৃতি দিয়ে বলেছিলেন যে, রেনকোজি মন্দিরে রক্ষিত ছাই নেতাজির চিতাভস্ম নয় এবং তাঁরা ওই ছাই ভারতে আনার বিরোধী। তাঁদের মতে, ওই ছাই ভারতে এনে দেশবাসীর কাছে তো নেতাজির চিতাভস্ম হিসেবে উপস্থাপনের অসাধু চেষ্টা এবং তঞ্চকতা। তবু সমস্যা হল বসু পরিবারের বর্তমান সদস্যরা এ ব্যাপারে ঐক্যমত নন। একটি অংশ তো নেহরু সরকারের প্রচারিত বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প প্রতিষ্ঠা করতে সদাসচেষ্ট। স্বাভাবিকভাবেই সরকারের দাক্ষিণ্য বর্ষেছে এদের প্রতি ফলস প্রচারের আলোও সুকৌশলে নিজেদের দিকে টেনে নিয়েছেন এঁরা। যদিও বসু পরিবারের যাঁরা বিমান দুর্ঘটনাণ গল্প বিশ্বাসকরেন না, তাঁদের অনেকেরও নেতাজিই যে গুমনামিবাবা এমত বিশ্বাসে আপত্তি। এর জন্য মুখার্জি কমিশনের সিদ্ধান্তহীনতা পরোক্ষ দায়ী কিনা, এ প্রশ্ন উড়িয়ে দ্যেয়া যায় না। তবে এই সুযোগে যারা বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর গল্প প্রতিষ্ঠিত করতে সদাতৎপর, তারাও মাঝে মধ্যে জেগে ওঠেন। এঁদের অনেকেই ১৯৪৫ সালের আগে নেতাজিকে না দেখলেও এমনকি তখন জন্মগ্রহণ না করলেও পরিবারের সদস্য হওয়ার দাবিতে এখন উচ্চকিত স্বরে বলে উঠছেন, নেতাজি যে এমন এক সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারেন এমন ভাবনাই নাকি তাঁর প্রতি ঘোর অসম্মান, তাই তাঁকে তাইহোকুতে মেরে ফেলতে এঁরা বদ্ধপরিকর। গুমনামি চলচ্চিত্রটিও বন্ধ করে দিতেও তৎপর। এঁরা বিমান দুর্ঘটনার যে গল্প খাইয়ে আসছেন এযাবৎ তার ভিন্ন চিন্তাভাবনা প্রকাশ করতে দিতেও রাজি নন। নেতাজির এই ১২৫ তম জন্মবার্ষিকী উদযাপনের উপলক্ষকেও এঁরা এই সুযোগে কাজে লাগানোর অপচেষ্টা বৈকি। এ সুযোগে একদলের প্রচেষ্টা চলবে কৌশলে কেবলমাত্র, কংগ্রেস সভাপতি হয়েও সব ছেড়ে দেশ থেকে চলে গিয়ে বর্হিসাহায্যে দেশকে স্বাধীন করতে চাওয়া মিসগাইডেড প্যাট্রিয়ট'কে উপস্থাপনের এঁরা গান্ধি চুপি পরিহিত সুভাষচন্দ্রকে কেবলমাত্র চিনতে ইচ্ছুক। আরেক দল ঈর্ষাপরায়ন অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর অবদানকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হলেও সচেষ্ট থাকবেন তাঁদের বামপন্থার ফ্রেমে তিনি কথখানি আঁটেন সেই তুল্যমূল্য বিচারে। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে চলবে তাঁকে আত্মসাৎ করার দলীয় লক্ষ্যে শ্রদ্ধা প্রদর্শনের প্রতিযোগিতা কথার ফুলঝুরি ভনিতাও যদিও তাঁর মাতদর্শ অনুশীলন ও বাস্তবায়ন কিংবা তাঁর শেষ পরিণতির রহসভেদ---কোনও ব্যাপারেই তাদের নেই আন্তরিকতা বা দায়বদ্ধতা। তবে ভারতের জনমানসে এক অব্যক্ত সুগভীর ব্যাথার সঙ্গে আজও আকুল অপার কৌতূহল যে প্রিয় বুমির স্বাধীনতার দেশমতৃকার শৃঙ্খল মোচনের জন্য তিনি দুগর্মতম পথে নির্দ্ধিধায় পরিক্রমণ করেছেন আজীবন নিজের জীবন সুখ-স্বাচ্ছন্ন তুচ্ছ করে, আর কি প্রত্যাগমনের সুযোগ ঘটেছিল, সে প্রিয়জন্মভূমিতে, সেই পরমারাধ্যা দেশমাত্রা স্নেহক্রোড়ে স্থান কি মিলেছিল চিরঘুমের দেশে যাওয়ার পথে, নাকি তনি এখনও অন্তরালে? আর কতদিন সেই

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বরা। ছবি- নিজস্ব।

বহিরাগত গুণ্ডাদের পাঠাচ্ছে বাংলায়, ভাড়া করে বাংলা শিখে এসেছে ওরা, ইন্দাসে তোপ মমতার

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : "বহিরাগত গুণ্ডাদের পাঠাচ্ছে বাংলায়। ভাড়া করে বাংলা শিখে এসেছে ওরা। বিজেপি বিষধর সাপ যেখানে যাবে ছোবল মারবে"। সোমবার তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় ইন্দাসের সভায় এ কথা বলেন। তিনি বলেন, "গত আট নয় বছরে অনেক রাস্তা ঘাট তৈরি হয়েছে। ইন্দাসে জলের প্রকল্পও চলেছ। বাঁকুড়ায় প্রায় ২০০০ কোটি টাকার জলের প্রকল্প তৈরি হয়েছে। মাটিসৃষ্টি প্রকল্পও হবে। যে জমিতে ভাল চাষ হয় না সেই জমিগুলিকে সেচের মাধ্যমে ঠিক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে এই কাজ হচ্ছে। প্রচুর ছেলে মেয়ে কাজ পাবেন। অনেকের চাকরি হবে।" তৃণমূলনেত্রী বলেন, "দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা ১০ হাজার টাকা করে পাবেন স্মার্টফোনের জন্য। ১০ লক্ষ টাকার ক্রেডিট কার্ড ছাত্রছাত্রীদের নামে থাকবে। ৪ শতাংশ সুদের হারে দেশে বিদেশে পড়াশোনা করতে পারবে।" মমতা বলেন, "৩০ লক্ষ বাড়ি আমি তৈরি করে দেব। রেশন পান তো? যদি না পান নাম লিখিয়ে নেবেন। রেশন পাবেন। কৃষকরা একর প্রতি ১০ হাজার টাকা করে পাবেন। জলস্বপ্ন প্রকল্পের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইনে জল পৌঁছে যাবে। জলের সমস্যা মিটবে। এরই মধ্যে ৭০ হাজার মানুষের বাড়িতে জল পৌঁছেও গিয়েছে : মমতা মমতা বলেন, "মেয়েরাই আমার লক্ষ্মী। মেয়েরাই আমার সরস্বতী।" এই সঙ্গে বলেন, "বিজেপি ভাবছে, "মমতার পা ভেঙে দিলাম। ও কিছু করতে পারবে না।

বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণে শিশু মৃত্যু নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ বিজেপি

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.) : বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার বিকেলে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা তথা ডোমজুড় কেন্দ্রে দলের প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে রবিবার তাঁর প্রচারে তৃণমূলি হামলার অভিযোগ করেন রাজীববাবু। সোমবার দুপুরে বর্ধমানের রসিকপুরে বোমা বিস্ফোরণে মৃত্যু হয় এক শিশুর। বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলার সময় সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলে কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। এদিন কমিশনের আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে রাজীববাবু বলেন, সবাই দেখছে, খেলা হবে স্লোগান দিয়ে কোন রক্তের হোলি খেলা শুরু করেছে তৃণমূল। রাজীববাবুর দাবি, প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ওই সব এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমকাচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির ভোটাদের ভোট দিতে গেলে ফল ভাল হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে। সেই সঙ্গে রবিবার তাঁর প্রচারে তৃণমূলি হামলার অভিযোগ করেন রাজীববাবু। বলেন, আমি যেখানে যাচ্ছি তৃণমূল সেখানে হামলা করছে। গতকাল সব সীমা ছাড়িয়েছে।

ঝাড়গ্রামে তৃণমুল কর্মীর দেহ নিয়ে গ্রামে মৌন মিছিল তৃণমূলের

ঝাড়গ্রাম, ২২ মার্চ (হি: স): ঝাড়গ্রামে তৃণমুল কর্মী দূর্গা সোরেনের মৃতদহে নিয়ে গ্রামে মৌন মিছিল করল তৃণমূলের নেতৃত্ব। সোমবার মিছিলের সামনে ছিল শববাহী গাড়িতে ফুল মালায় সজ্জিত দূর্গা সোরেনের দেহ। কালো ব্যাজ পড়ে তৃণমূল নেতৃত্ব ফাঁসিতলা থেকে নেতুরা বাজার পর্যন্ত মৌন মিছিল করেন তৃণমূলের নেতারা। মিছিলে ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো,ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের কোঅর্ডিনেটর উজ্বল দত্ত,ঝাড়গ্রাম জেলা তৃণমূলের চেয়ারম্যান বিরবাহা সোরেন টুডু সহ প্রমুখ নেতৃত্ব।

এদিন সকাল থেকে ঝাড়গ্রাম ব্লকের আগুইবনি গ্রামটি ছিল থম থমে।গ্রামের ছেলের অকাল মৃত্যুর ঘটনায় শোকের ছায়া পুরো গ্রাম জুড়ে।এদিকে সকাল থেকেই পুরো গ্রামটি ঘিরে রেখেছে কেন্দ্রীয় বাহিনী।যাতে আবারও কোনভাবে উত্তেজনা না ছাড়ায় তার সকাল থেকেই ছিল বাহিনীর টহল।

এদিকে পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার ঘটনার সূত্রপাত হয় বেলা সাড়ে বারোটা নাগাদ। জানা গিয়েছে তৃণমূল কর্মী দূর্গা সোরেন তার স্ত্রীকে সাগপাড়া এলাকায় এক চিকিৎসকের কাছে দেখিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন।সেই সময় নেতুরার কাছে আগুইবনি বাসস্ট্যান্ডের কাছে আট থেকে দশজন দূর্গার স্ত্রীকে অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করে এবং জাতি তুলে নানা ধরেনের কথা বলে।তারা সেই সময় তাদের গ্রামে ফিরে আসে।পুরো ঘটনা পরিবারের লোক জন এবং গ্রামের লোকজনকে জানায়।এর পর সন্ধ্যা ছটা নাগাদ গ্রামের লোকজন এবং দূর্গা সোরেন ফের জাতীয় সড়ক সংলগ্ন ওই নেপুরা এলাকায় যায় এবং যারা কটুক্তি করেছিল তারা কেন এই ব্যবহার করেছে তার জবাবদিহি চায়।আর এই নিয়েই উভয়পক্ষের মধ্যে কথা কাটি থেকে হাতাহাতির পর্যায়ে যায়।পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌছে দু পক্ষতে সরিয়ে দেয়। এই ঘটনায় বিজেপির যুব মোর্চার তারক সাউ নামে এক স্থানীয় কর্মী গুরুতর আহত হয়।তাকে রাত প্রায় সাতটা নাগাদ ঝাড়গ্রাম জেলা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। এদিকে এই ঘটনার গ্রামবাসীরা গ্রামে ফিরে গেলেও অনেকটা সময় কেটে গেলেও দূর্গা সোরেন তখন গ্রামে ফেরে নি।তার খোঁজ খবর শুরু হয়।গ্রামবাসীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে খোঁজ করতে গিয়ে দেখেন জাতীয় সড়কের কাছে একটি পুকুরের ধারে দূর্গা বাবুরকে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছেন।তাকে উদ্ধার করে ঝাড়গ্রাম হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকৎসকেরা মৃত বলে ঘোষনা করেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশ সুপার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় বলেন " সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ অভিযোগের ভিত্তিতে মোট চারজনকে গ্রেফতার করেছে।তদন্ত চলছে।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে অভিযুক্ত ধৃতেরা হলেন বিজেপির কল্যান রানা ,লক্ষন গিরি।আর তৃণমূলের সন্তু গিরি, তপন পড়িয়া। এদের সকলের পুলিশি হেফাজত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে।

রবিবার রাতেই তৃণমূলের মুখপাত্র দেবাংশু বাবু বলেন " তার স্ত্রী ভাবেন নি প্রতিবাদ করতে গিয়ে তার সিন্দুর নিয়ে টানাটানি হয়ে যাবে।স্ত্রী চোখের সামনে ঘটনা দেখেছেন।তিনি নিশ্চয়ই মিথ্যা কথা বলবেন না।বিজেপির যে আহত হয়েছে।অভিযোগ করছেন। তারই খুনটা করে দিয়ে নিজেরা নিজেদের মাথা ফাটিয়ে নাটকটা করছেন না তো?শুধুমাত্র বিষয়টিকে নিউট্রিলাইজ দৃষ্টিভঙ্গি দেওয়া জন্য? এটাও তদন্তের প্রয়োজন আছে।কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্য পুলিশকে ঢুকতে দিচ্ছে না।তারা সব জান্তা হয়ে গিয়েছে।নির্বচন কমিশন নাকি খুবই স্ট্রিক।দিনে দুপুরে আমাদের এক কর্মী মারা গেল কোথায় ছিল কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল?বিজেপি যদি ভাবে এরকম কান্ড কারখানা করে তৃণমূলকে দমিয়ে রাখবে সেটা সম্ভব নয়।"

ঝাড়গ্রাম জেলা বিজেপির সভাপতি তুফান মাহাতো বলেন " যে কোন মৃত্যুই কষ্ট দায়ক।তবে কি ভাবে এই মৃত্যুর ঘটনা ঘটল তার জন্য উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত দাবি করছি।আমাদের এক কর্মীকে মেরে হাত,পা ভেঙে দিয়েছে।তাকে ঝাড়গ্রাম থেকে কটক নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।"

কোভিড-১৯ : ডিমা হাসাও জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠক

হাফলং (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের দ্বিতীয় ঢেউ নিয়ে জনগণ উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। দেশের কিছু অংশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউ তীব্র আকার ধারণ করেছে। ইতিমধ্যে বহু লোক এই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। এমন-কি অসমেও কিছু কিছু লোক নতুন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এমন খবরও রয়েছে।

আগামী ২৭ মার্চ, ১ এপ্রিল এবং ৬ এপ্রিল অসমে তিনটি পর্যায়ে রাজ্যের ১২৬টি বিধানসভা আসনের জন্য ভোট নেওয়া হবে। তবে কোভিড-১৯ রোগ হঠাৎ করে বৃদ্ধি পাওয়ার খবরে ডিমা হাসাও জেলার জেলাশাসক তথা জেলা রিটার্নিং অফিসার পল বরুয়া এক জরুরি বৈঠক আহ্বান করেন। এতে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ পর্যবেক্ষক ভি আর বিনোদ, ব্যয় পর্যবেক্ষক মহম্মদ মানজারুল হাসান সহ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা ডা. দিপালী বর্মণ, পুলিশের বরিষ্ঠ আধিকারিক সহ নির্বাচনের দ্বায়িত্বে থাকা বিভিন্ন সেলের আধিকারিক ও কর্মীরা।

বৈঠকে আলোচনা হয়, কীভাবে সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া কোভিড প্রটোকল মেনে সম্পন্ন করা যায়। নির্বাচনের জন্য তৈরি প্রতিটি সেলের আধিকারিক ভোট কর্মীরা যাতে কোভিড প্রটোকল মেনে কাজ করেন এ নির্দেশ দেন জেলাশাসক। এমন-কি করোনা ভাইরাস যাতে পাহাড়ি জেলায় ছড়িয়ে না পড়ে এর জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে বলেন জেলাশাসক। তাছাড়া ভিড় কমাতে এবার দুদিন আগে থেকেই ভোট কর্মীদের নিজ নিজ ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে পাঠানো হবে। জেলাশাসক বলেন, হাফলং আসনে ১ এপ্রিল দ্বিতীয় পর্যায়ে ভোট নেওয়া হবে। তাই প্রথম পর্যায়ে আগামী ৩০ মার্চ ১০১টি ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভোট কর্মীকে নিজ নিজ ভোট গ্রহন কেন্দ্রে পাঠানো হবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ৩১ এপ্রিল ১৪৫ টি ভোট গ্রহন কেন্দ্রে ভোট কর্মীদের পাঠানো হবে। তাছাড়া ইভিএম ও অনান্য সামগ্রী সংগ্রহ করার জন্য ১৮টি ডিস্ট্রিবিউশন কাউন্টার থাকবে এবং প্রত্যেকটি ভোট কর্মীর দল থেকে শুধু দুজন কর্মীকেই ইভিএম এবং ভোটের অনান্য সামগ্রী ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টার থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বৈঠকে জেলাশাসক পল বরুয়া কোভিড-১৯-এর দ্বিতীয় ঢেউ আটকাতে কোভিড পরীক্ষা সেন্টার স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। এছাড়া বৈঠকে অধিক ভ্যাকসিন প্রদান করার উপর গুরুত্ব আরোপ করার পাশাপাশি করোনার টিকা যাতে নষ্ট না হয় সে দিকে খেয়াল রাখার আহ্বান জানান জেলাশাসক পল বরুয়া।

বর্ধমানে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন, প্রতিক্রিয়া বাবুল সুপ্রিয়র

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.):ভোটের মুখে বর্ধমানে বোমা ফেটে শিশুমৃত্যু। বিস্ফোরণে রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। বিস্ফোরণ নিয়ে বাবুল সুপ্রিয় বলেন, "এখন বোঝা যাচ্ছে খেলা হবে একটা স্লোগান নয় একটা হুমকি""।

সোমবার বিস্ফেরণে জখম হয় আরও এক শিশু। বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে মৃত্যু। বিস্ফোরণে শিশু মৃত্যু নিয়ে দাবি পুলিশের।

বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের বহু অফিস বোম বাঁধার কারখানা হয়ে গেছে। "খেলা হবে" একটা ভাল রকম হুমকি। একটা দল এই স্লোগানকে ব্যবহার করে যে এই ধরনের কাজ করতে পারে সেটা তৃণমূলকে না দেখলে বোঝা যায় না।' সমালোচনা করেছেন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীও। যদিও তৃণমূলের বরিষ্ঠ সাংসদ সৌগত রায় জানিয়েছেন, "বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।"

বর্ধমানের শিশু মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিক্রিয়া সৌগত রায়ের

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.): একুশের ভোটের টিক মুখে ভোটের মুখে বোমা বিস্ফোরণ বর্ধমানে। বোমা ফেটে এক শিশুর মৃত্যু ও অন্য আরও একটি শিশুর গুরুতর জখম হওয়ার ঘটনা ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের রসিকপুর এলাকায়। ভোটের মুখে রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ফের বড়সড় প্রশ্ন। আর প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বরিষ্ঠ তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, "বিষয়টি নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়""। সোমবার বেলা ১১.১৫ নাগাদ বিকল শব্দে কেঁপে ওঠে গোটা এলাকা। বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছে একটি শিশুর। গুরুতর জখম আরও এক শিশু ভর্তি বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। অভিযোগ, দুষ্কৃতিদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। ভোটের সময় এই ধরণের বিস্ফোরণের পিছনে নিশ্চই রাজনৈতিক যোগ রয়েছে। রসিকপুর এলাকা বরবারই উত্তেজাপূর্ণ। এর আগেও বেশ কয়েকবার বোমাবাজির ঘটনা এই এলাকায় হয়েছে। এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'খুব দুঃখিত এই ঘটনায়। কিন্তু এটা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বিজেপির মতো মস্তিষ্কহীন দলই অভিযোগ করবে। নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্ত করুক। সবটাই রাজনীতি হয় না। কিছু সময় সমাজবিরোধীরাও এই কাজ করে। তদন্ত করে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

ব্যক্তিগত আক্রমণ, হামলার চেষ্টা তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে রাজীব ব্যানার্জী

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.): লাগাতার ব্যক্তিগত আক্রমণ, সভায় হামলার চেষ্টার অভিযোগে এবার তৃণমূলের বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ করলেন ডোমজুরের বিজেপি প্রার্থী তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। অবিলম্বে কমিশনের তরফে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার হাওড়ার বাঁকড়া ফাঁড়ি, জাপানি গেট, রাজীবপল্লি গ্যাস গোডাউন, জুগনু ক্লাব এলাকায় দলীয় কর্মীদের নিয়ে ভোটপ্রচারে বেরিয়েছিলেন ডোমজুড়ের বিজেপি প্রার্থী। সেখানে রাজীবকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা। ওঠে 'গো ব্যাক' স্লোগানও।

অভিযোগ, সেই সময়ই তাঁদের উপর লাঠি চালান রাজীববাবুর নিরাপত্তারক্ষীরা। এমনকী মহিলাদের উপরও গায়ে হাত তোলা হয় বলে অভিযোগ। যদিও রাজীব দাবি করেছিলেন, তৃণমূল কর্মীরাই ইট ছুঁড়েছিল। তার পালটা হিসেবেই বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দেন নিরাপত্তারক্ষীরা।

সোমবার বিকেলে নির্বাচন কমিশনের দফতরে যান বিজেপি প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপ্যায়। দীর্ঘক্ষণ আধিকারিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। নিজের যাবতীয় অভিযোগ জানিয়ে বেরনোর সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন প্রাক্তন বনমন্ত্রী। বলেন, "দিনের পর দিন ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে। নিয়মিত সভায় অশান্তি করছে তৃণমূলের লোকেরা। প্রচারে বাধা দেওয়া হচ্ছে। এভাবে চলতে পারে। কমিশনে অভিযোগ জানালাম। শীঘ্রই বিবেক দুবের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করব।" রাজীববাবু হুঁশিয়ারি দেন, এভাবে পরিবেশ অশান্ত করার চেষ্টা করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনের। এদিন ডোমজুড়ের বিজেপি প্রার্থী আরও অভিযোগ করেন, 'খেলা হবে' স্লোগান তুলে মানুষের মনে আতঙ্কের সৃষ্টি করা হচ্ছে। যাতে মানুষ ভোট দিতে যেতে না পারে। প্রয়োজনে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রাজীববাবু।

লেবেল ক্রসিং বন্ধের প্রতিবাদে বৃহত্তর সিঙ্গারিয়া সহ শনবিল পশ্চিমাঞ্চলে নাগরিক সভা

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : লেবেল ক্রসিং পারাপার করতে গিয়ে প্রায়ই দুর্ঘটনার কবলে পড়ে বেঘোরে প্রাণ হারাতে হয় সাধারণ মানুষকে। তাই ইদানীং বিভিন্ন অঞ্চলে সংস্থাপিত মানব রহিত লেবেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রেল কর্তৃপক্ষ। রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের এই সিদ্ধান্তে বিভিন্ন গ্রামের বাসিন্দাদের চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এমনই এক লেবেল ক্রসিং বন্ধ করার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে দক্ষিণ করিমগঞ্জের সিঙ্গারিয়া এলাকা।

শনবিল পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় কুড়ি / পঁচিশ হাজার জনগণের যোগাযোগের একমাত্র সাধন সিঙ্গারিয়া এলাকার লেবেল ক্রসিং। মানব রহিত লেবেল ক্রসিং দিয়েই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে পারাপার করতে হয় শনবিল পশ্চিমাঞ্চলীয় বিভিন্ন গ্রামের প্রায় কুড়ি/পঁচিশ হাজার জনতাকে। এনিয়ে গ্রামবাসীদের পক্ষ থেকে গুয়াহাটি উচ্চ আদালতে দায়ের করা মামলার রায় রয়েছে গ্রামবাসীদের পক্ষে। আদালতের রায়ে পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, বিকল্প সড়ক নির্মাণ না হওয়া পর্যন্ত লেবেল ক্রসিং বন্ধ না করতে। কিন্তু আদালতের সিদ্ধান্তকে অবজ্ঞা করে আকস্মিক ভাবে লেবেল ক্রসিং বন্ধ করে দেওয়ায় রীতিমতো গৃহবন্দি হয়ে পড়েছেন বৃহত্তর সিঙ্গারিয়া সহ শনবিল পশ্চিমাঞ্চলীয় বেশ কয়েকটি গ্রামের জনতা।

বিকল্প রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকারি ভাবে অর্থ মঞ্জুর হলেও বিধায়ক আজিজ খান ঘনিষ্ঠ ঠিকাদারের উদাসীনতায় বৃহত্তর এলাকাবাসী চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বলে অভিযোগ তুলে পূর্ত বিভাগ ও ঠিকাদারের বিরুদ্ধে সোমবার তুমুল বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন ভুক্তভোগী জনতা। এনিয়ে একটি প্রতিবাদী নাগরিক সভাও অনুষ্ঠিত হয়। প্রতিবাদী নাগরিক সভায় সার্কল অফিসারকে স্মারকপত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

দক্ষিণ করিমগঞ্জে প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু ভোটাররা এবারও নির্ণায়ক ভূমিকা নেবেন, লড়াই হবে মহাজোট বনাম মিত্রজোটের মধ্যে

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : দক্ষিণ করিমগঞ্জে এবার বাস্তবিকই "খেলা হবে"। প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু ভোটারের আবেগ নিয়ে প্রদেশ বিজেপি ছিনিমিনি খেলেছে। এই অভিযোগ দক্ষিণ করিমগঞ্জের আনাচে-কানাচে শোনা যাচ্ছে। অপর দিকে অন্য কোনও রাজনৈতিক দলও এই বিশাল সংখ্যক হিন্দু ভোটারদের কোনও গুরুত্ব দেয়নি। তাই এবার দক্ষিণের ছন্নছাড়া হিন্দু ভোটাররা খেলা দেখাবেন বলে ১ এপ্রিলের অপেক্ষায় রয়েছেন।

ময়দানে দলীয় ও নির্দলীয় মিলে ১৫ জন প্রার্থী রয়েছেন। তবে মূল লড়াই হবে মিত্রজোট বনাম মহাজোটের মধ্যে। "খেলা হবে" মিত্রজোট তথা অগপ দলের প্রার্থী আজিজ আহমদ খান এবং মহাজোট তথা কংগ্রেস দলের প্রার্থী সিদ্দেক আহমেদের মধ্যে। আর এই দুই প্রার্থীর মধ্যে যে "খেলা হবে" সেই খেলার মূল কাণ্ডারি হবেন দক্ষিণের হিন্দু ভোটাররা। প্রায় ৭০ হাজার হিন্দু ভোটার এবারের নির্বাচনে নির্ণায়ক ভূমিকা পালন করবেন। মূল লড়াইয়ে অবতীর্ণ উভয় প্রার্থী প্রথমবারের মতো বিধানসভায় পা রাখতে পেরেছিলেন হিন্দু ভোটারদের বদৌলতে। ২০০১ সালে সমতা দলের টিকিট নিয়ে সিদ্দেক আহমেদ বিধানসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছিলেন হিন্দু ভোটারদের সহানুভূতি নিয়ে। প্রায় ১৫ হাজার হিন্দু ভোটার সিদ্দেক আহমেদের পক্ষে তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছিলেন। আর ২০১৬ সালে এআইইউডিএফের টিকিট নিয়ে বিধানসভায় প্রবেশের ছাড়পত্র পেতে আজিজ আহমদ খানকেও হিন্দু ভোটের প্রয়োজন হয়েছিল। আজিজ আহমদের পক্ষে প্রায় ২৫ হাজার হিন্দু ভোটার ইভিএমের মাধ্যমে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

২০০১ সালের নির্বাচনে বিজেপি-অগপ জোটপ্রার্থী হিসেবে ময়দানে অগপ দলের প্রার্থী আজিজুর রহমান তালুকদার থাকার পরও হিন্দু ভোটাররা একমাত্র "মুক্তাদির হটাও" (তদানীন্তন কংগ্রেস প্রার্থী মুক্তাদির চৌধুরী) স্লোগান ওঠায় সমতা দলের সিদ্দেক আহমেদকে সমর্থন করেছিলেন। ২০১৬ সালেও ঠিক তদরূপ একমাত্র "সিদ্দেক হটাও"-এর জন্য বিজেপি দলের প্রার্থী শিপ্রা গুন ময়দানে থাকা সত্ত্বেও, হিন্দু ভোটাররা এআইইউডিএফ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানকে ভোট দান করে বিধানসভায় পাঠিয়েছিলেন। এই সমীকরণ থেকে একটা বিষয় পরিষ্কার, হিন্দু ভোটাররাই দক্ষিণে 'ডিসাইডিং ফ্যাক্টর'।

হিন্দু সম্প্রদায়ের সিংহভাগ ভোট যে প্রার্থীর দিকে ঝুঁকবে তিনিই বিধায়ক নির্বাচিত হবেন। বিজেপির চিরাচরিত পুঞ্জি হিন্দু ভোট। সংখ্যার নিরিখে হিন্দু ভোটাররা বিজেপি প্রার্থীকে জয়ী করতে না পারলেও, বিধায়ক গড়ার মূল চাবিকাঠি কিন্তু হিন্দু ভোটারদের হাতেই রয়েছে। এখানে আরেকটা কথাও বলা প্রয়োজন, দুই সম্প্রদায়ের ভোট একত্রিত না হলে দক্ষিণ থেকে কারোর বিধায়ক নির্বাচিত হওয়া সম্ভব নয়। এখন কথা হল, ২০০১ সালে হিন্দু ভোটের বদৌলতে সিদ্দেক আহমেদ বিধায়ক নির্বাচিত হয়েও পরবর্তীতে তিনি রাজ্যের ক্যাবিনেট মন্ত্রী পর্যন্ত হয়েছিলেন। কিন্তু একমাত্র ভোট রাজনীতির কারণে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে হিন্দু ভোটাররা তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ার ফলে তিনি রাজনীতিতে আনকোরা আজিজ আহমেদ খানের কাছে পরাজয় বরণ করেছিলেন।

"সিদ্দেক হটাও" স্লোগানের ওপর ভর করে এবং বিশাল সংখ্যক হিন্দু ভোটারদের সহানুভূতি নিয়ে আজিজ আহমেদ খান দিশপুর পৌঁছেছিলেন। সেই নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী হিসাবে শিপ্রা গুণ প্রবল প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও ১১ হাজার ৮০০ ভোট নিজের দখলে রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এবারের নির্বাচনে বিজেপি দক্ষিণে দলীয় কোনও প্রার্থী দাঁড় না করানোর দরুন হিন্দু ভোটারদের দায়বদ্ধতা নেই। গত পাঁচ বছরে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী হাওয়ার একটা চোরাস্রোত হিন্দু-মুলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বইছে। তাই গত নির্বাচনের তুলনায় এবার হিন্দু ভোট আজিজ আহমেদ খান কতটুকু ধরে রাখতে পারবেন, এর উপরই নির্ভর করছে তাঁর বিধায়ক হওয়ার স্বপ্ন।

এবারের নির্বাচন যে ধর্মীয় মেরুকরণের মাধ্যমেই হবে এটা অন্তত পরিষ্কার। কারণ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সিংহভাগ মানুষের মধ্যে প্রবল মোদী-বিরোধী হাওয়া বইছে। আর এই হাওয়ার বিপরীতে গিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্রজোট তথা অগপ দলের প্রার্থী হয়ে আজিজ আহমেদ খান মুসলিম ভোট কতটুকু নিজের অনুকূলে টানতে পারবেন, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এটাও এক বিরাট প্রশ্ন চিহ্ন।

দক্ষিণ করিমগঞ্জে মুসলিম ভোটে বরাবরই সিদ্দেক আহমদের পাল্লা ভাড়ি রয়েছে। সংখ্যালঘু নেতা হিসেবেও রাজ্য রাজনীতিতে সিদ্দেকের একটা আলাদা পরিচিতি রয়েছে। সেই তুলনায় গত পাঁচ বছরে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খান রাজ্য রাজনীতিতে নিজের তেমন কোনও ইমেজ গড়ে তুলতে পারেননি। গত পাঁচ বছর শুধু শাসক দলের লেজুড়বৃত্তি করেই কাটিয়ে দিয়েছেন বলে তাঁর বিরুদ্ধে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। শাসক দলের লেজুড়বৃত্তি করার দরুনই মিত্রোজটের টিকিট লাভ করতে পেরেছেন বলেও কংগ্রেসিরা জোর প্রচার চালিয়ে যাচ্ছেন। বিধায়ক তহবিলের পাঁচ কোটি টাকা, সুহৃদ প্রকল্পের আড়াই কোটি টাকা, আনটাইড ফান্ডের আড়াই কোটি টাকা সহ বিভিন্ন সরকারি তহবিল তছরূপের অভিযোগ এনে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের বিরুদ্ধে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন।

অন্যদিকে বিধায়ক আজিজ আহমেদ খানের সমর্থকরা নির্বাচনি প্রচারে সিদ্দেক আহমদের বিভিন্ন দুর্নীতির কথা জনসমক্ষে তুলে ধরছেন। সামান্য একটি দ্বিচক্র যান থেকে আজ হাজার কোটি টাকার মালিক সহ শতাধিক গাড়ির মালিক হলেন কীভাবে? বহুচর্চিত গার্লস হস্টেল কেলেঙ্কারি নিয়েও সিদ্দেকের বিরুদ্ধে সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন মিত্রজোটের প্রার্থী আজিজ আহমেদ খান।

উল্লেখ্য, প্রদেশ বিজেপির কড়া নির্দেশ পেয়ে দক্ষিণে বিজেপির টিকিট বঞ্চিত প্রায় আধা ডজন নেতা নিজেদের ক্ষোভ বুকে পাথর চাপা দিয়ে মিত্রজোটের প্রার্থীর পক্ষে প্রচার অভিযানে শামিল হয়েছেন। কিন্তু টিকিট বঞ্চিত বিজেপি নেতারা কতটুকু আন্তরিকতার সঙ্গে আজিজ আহমেদ খানের পক্ষে প্রচার অভিযান চালাচ্ছেন, এই বিষয়টাও প্রশ্ন চিহ্নের আবর্তে রয়েছে। কারণ গত পাঁচ বছর ধরে যে ব্যক্তি রাজনৈতিক কারণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সহ বিজেপি দলের বিরুদ্ধে শুধু নানা কটূক্তি করে গিয়েছে, আজ সেই ব্যক্তির নির্বাচনি প্রচারে অংশ নিতে হচ্ছে। এমন-কি দলীয় ভোটারদেরকেও এই প্রবল বিজেপি-বিরোধী ব্যক্তির পক্ষে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার কথা বলতে হচ্ছে। রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে অবস্থানকারী এক ব্যক্তির হয়ে প্রচার অভিযানে বিজেপি নেতারা কতটুকু আন্তরিক হতে পারবেন, এটাও বিচার্য বিষয়।

দক্ষিণের শেষ খেলাটা যে হিন্দু ভোটাররাই খেলবেন সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। তাই বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ময়দানে 'খেলা হবে', এই বহুল প্রচলিত শব্দবন্ধ দক্ষিণের হিন্দু ভোটারদের জন্য যে খুবই প্রাসঙ্গিক, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আলুর ভালো মন্দ

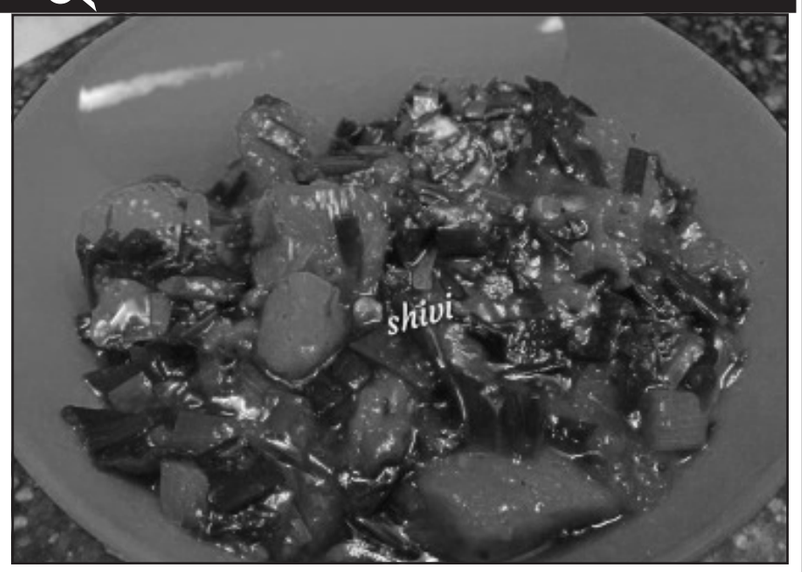

আলু খেয়ে ভাতের ওপর চাপ কমাতে চাইলে বরং জেনে নিন ভালো আলু চেনার উপায়।

আগে যা করতে হয়নি এখন এই গৃহবন্দি জীবনে হয়ত অনেক কিছুই করতে হচ্ছে।

বাজার করা, সবজি সংরক্ষণ বা রান্না করার মতো বিষয়গুলো যাদের ক্ষেত্রে নতুন তারা-সহ সবাকেই জানানোর জন্য আলু-বিষয়ক সাধারণ কিছু বিষয় এখানে তুলে ধরা হল।

আর তথ্যগুলো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন কৃষি ও পুষ্টিবিষয়ক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে।

হয়ত অনেকেই ভাববেন এত সবজি থাকতে আলু কেন?

কারণ আলু এমনই এক সবজি যা যেকোনভাবেই খাওয়া যায়। সহজে রান্না করা যায়। আর সঠিকভাবে সংরক্ষণ করতে পারলে টেকেও অনেকদিন।

আলু খারাপ কিনা তা বোঝার উপায়

আলুতে কোনো রকম ছত্রাক দেখা দিলে তা কোনোভাবেই খাওয়া ঠিক নয়। কারণ ছত্রাকের অংশ কেটে ফেললেও এর ভেতরে ছত্রাক ছড়িয়ে পড়ে।

যদি আলু কিছুটা নরম হয় বা অঙ্কুরিত থাকে তাহলে কী করবেন? মনে রাখতে হবে যতক্ষণ আলু দেখতে টানটান লাগবে ততক্ষণ পর্যন্ত তা রান্না করা যাবে। আলুর ৮০ শতাংশ পানি। তাই নরম হওয়ার মানে হল আলুর ভেতর পানি শুকাচ্ছে। তবে খুব বেশি নরম বা সংকুচিত হলে তা না খাওয়াই ভালো।

সবুজাভ রং হলে

আলুর রং সবুজ হয়ে আসলে তা খাওয়া ঠিক নয়।

'ইউনাইটেড স্টেটস ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার (ইউএসডিএ)'র তথ্যানুসারে অনুসারে, আলুর ওপরে সবুজভাব দেখা দেওয়া মানে হল এতে বিষাক্ত যৌগ সোলেনিন রয়েছে। যা মাথা ব্যথা, বমি-বমিভাব এবং স্নায়ুবিক নানান সমস্যার কারণ হতে পারে।

ইউএসডি আরও জানায়, সবুজভাব যদি কেবল আলুর ত্বকে দেখা দেয় তবে তা ফেলে দিয়ে আলু খাওয়া যাবে। কিন্তু আলুর ভেতরের অংশে যদি সবুজভাব প্রবেশ করে তবে তা না খাওয়া উচিত। কারণ এই অংশ তিতা স্বাদযুক্ত।

সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে আলু কয়েক সপ্তাহ এমনকি এক মাসও ভালো থাকে।

- কেনার সময় দাগ মুক্ত, কাটা বা ছোপ নেই এমন আলু বেছে নিন।
- কেনার পরে আলু প্লাস্টিকের ব্যাগে না রেখে বাতাস চলাচল করে এমন প্যাকেটে রাখুন।
- রান্নার প্রয়োজন ছাড়া আলু ধোয়া যাবে না। আলুর খোসার ওপর জমে থাকা ময়লা একে অকালে পচে যাওয়া থেকে রক্ষা করে এবং আর্দ অবস্থায় আলু সংরক্ষণ করা হলে তা ছত্রাকের সৃষ্টি করতে পারে।
- আলু ঠাণ্ডা স্থানে সংরক্ষণ করুন, ঠাণ্ডা তাপমাত্রায় নয়। ৪৫-৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইট তাপমাত্রা আলু সংরক্ষণের জন্য উপযোগী। খুব বেশি শীতল স্থানে (রেফ্রিজারেটরে) রাখালে তা আলুর স্বাদ ও গঠনে পরিবর্তন আনে। ৫৫ ডিগ্রি ফারেন্টহাইটের ওপরে আলু সংরক্ষণ করা হলে তা আলুর পানিশূণ্যতার সৃষ্টি করে।
- অতিরিক্ত সূর্যালোকের কারণে আলু সবুজ হয়ে যেতে পারে। তাই একে সূর্যালোক থেকে খনিকটা দূরে অন্ধকার স্থানে রাখা উচিত।
- আলু ও পেঁয়াজ কখনই এক সঙ্গে রাখবেন না। কারণ পেঁয়াজ এক ধরনের গ্যাস নিঃসরণ করে যা আলুর দ্রুত পচনের জন্য দায়ী।

পেঁয়াজ সংরক্ষণ

দাম দিয়ে কেনা পেঁয়াজ যেন বহুদিন টেকে সেজন্য রাখতে হবে শুষ্ক পরিবেশে।

আস্ত পেঁয়াজ আর খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ সংরক্ষণ পদ্ধতি আলাদা।

খাদ্য ও পুষ্টি-বিষয়ক একটি ওয়েবসাইটে প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখার উপায় সম্পর্কে জানানো হল।

শুষ্ক রাখতে হবে: পেঁয়াজ সংরক্ষণের প্রথম শর্ত হল এটা শুষ্ক ও পরিষ্কার জায়গায় রাখতে হবে। পেঁয়াজ দীর্ঘদিন ভালো রাখতে চাইলে আলো বাতাস চলাচল করে এমন জায়গায় রাখা উচিত। এতে পেঁয়াজ অনেকদিন সজীব এবং ভালো থাকবে।

ঝুড়িতে রাখা: প্লাস্টিকের ব্যাগ বা রেফ্রিজারেইটরে রাখার চেয়ে ঝুড়িতে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করা ভালো। না হলে পেঁয়াজের সতেজ ভাব কমে যায় এবং অন্যান্য সবজির সঙ্গে রাখা হলে তার মানও খারাপ হয়ে যায়। ঝুড়িতে পেঁয়াজ রাখতে না পারলে জালের ব্যাগ বা বাঁশের তৈরি পাত্রে সংরক্ষণ করতে হবে।

পেঁয়াজের আচার: পেঁয়াজ অনেকদিন ভালো রাখার আরেকটি উপায় হল তা আচার করে রেখে দেওয়া। একটা কাচের পাত্রে ভিনিগার, লবণ ও মসলা দিয়ে পেঁয়াজ সংরক্ষণ করুন। এটা খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি অনেকদিন ভালোও থাকবে।

রেফ্রিজারেটরে নয়: আস্ত, খোসা সহ পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে তা ভুলেও রেফ্রিজারেইটরে রাখা যাবে না। কারণ এটা আর্দতা, গ্যাস, ময়েশচারাইজার ইত্যাদি শুষে নিয়ে দ্রুত পচন ধরে। তাই পেঁয়াজ অনেকদিন সতেজ রাখতে শুষ্ক আবহাওয়ায় সংরক্ষণ করুন।

খোসা ছাড়ানো পেঁয়াজ: এই ক্ষেত্রে উপরের পদ্ধতি কার্যকর নয়। বরং পেঁয়াজ কুচি করে কেটে বায়ুরোধী পাত্রে রেফ্রিজারেইটরে সংরক্ষণ করলে অনেকদিন ভালো থাকবে।

রান্না করা পেঁয়াজ সংরক্ষণ: খাবারের স্বাদ বাড়াতে পেঁয়াজের জুড়ি নেই। খাবার মজাদার করতে পেঁয়াজ কুচি করে কেটে, ভেজে তা উপর দিয়ে ছড়িয়ে দিন। তবে ভাজা পেঁয়াজ সংরক্ষণ করতে চাইলে খেয়াল রাখবেন তাতে যেন কোনো রকম পানি জমাট বেঁধে না থাকে। আর্দতা পেঁয়াজের সতেজভাব ও উপকারিতা নষ্ট করে ফেলে।

করোনাভাইরাস: এখনও যা জানার বাকি

ঘরবন্দি মানুষের মনে হতেই পারে, এই দুঃসময় চলছে বহু যুগ ধরে; কিন্তু এই বিশ্ব আসলে নতুন করোনাভাইরাসের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে মাত্র তিন মাস আগে।

এই তিন মাসে নভেল করোনাভাইরাস বিজ্ঞানীদের কাছে রীতিমত সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তারপরও এ ভাইরাসের অনেক দিক এখনও তাদের বোঝার বাকি।

আতঙ্ক আর সচেতনার অভাবে মানুষ কান দিচ্ছে নানা গুজবে। বিজ্ঞানীদের মত সাধারণ মানুষের মধ্যেও রয়েছে নানা প্রশ্ন, যার উত্তর খুঁজছে পুরো বিশ্ব।

এক প্রতিবেদনে এমন কিছু প্রশ্ন এক জায়গায় নিয়ে এসেছে বিবিসি।

আসলে আক্রান্ত কত?

এটা খুবই মৌলিক প্রশ্ন, কিন্তু উত্তরটা সহজ নয়।

ইতোমধ্যে পরীক্ষা করে লাখ লাখ মানুষের শরীরে নভেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়েছে। তবে গবেষকদের অনেকেরই ধারণা, ওই সংখ্যাটি মোট আক্রান্তের একটি অংশ মাত্র।

বিষয়টিকে আরও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে সেই সব রোগীদের সংখ্যা, যাদের মধ্যে সংক্রমণ ঘটেছে, কিন্তু উপসর্গ সেভাবে প্রকাশ পায়নি। কারও শরীরে ভাইরাসের সংক্রমণ ঘটলে সাধারণভাবে তার শরীরে ওই ভাইরাসের বিরুদ্ধে এন্টিবডি তৈরি হয়। যদি সেই এন্টিবডি তৈরি করার একটি ভালো পদ্ধতি পাওয়া যায়, তাহলে ভবিষ্যতে হয়ত আক্রান্তের সংখ্যা সম্পর্কে আরও ভালো ধারণা পাওয়া যাবে।

কতটা প্রাণঘাতী এ ভাইরাস?

কত মানুষের দেহে সংক্রমণ ঘটেছে তা নিশ্চিত করে জানা না গেলে মৃত্যুহারও সঠিকভাবে বলা সম্ভব না। বিভিন্ন দেশে আক্রান্ত ও মৃত্যুর পরিসংখ্যান হিসাব ক রে বলা যায়, এখন পর্যন্ত মৃত্যুহার ৫ শতাংশের কম। তবে আক্রান্ত হলেও উপসর্গ দেখা যায়নি এমন রোগীর সংখ্যা বেশি হলে মৃত্যুহার কমে আসবে।

উপসর্গ আসলে কী কী

জ্বর ও শুকনো কাশিই নভেল করোনাভাইরাসজনিত রোগ কোভিড-১৯ এর প্রাথমিক উপসর্গ, যেগুলো থাকলে সংক্রমণ হয়ে থাকতে পারে বলে ধারণা করা হয়।

এছাড়া গলাব্যথা, মাথাব্যথা এবং কারো কারো ক্ষেত্রে ডায়রিয়ার মত উপসর্গের কথাও এসেছে। কিছু ঘটনায় রোগীর গন্ধ নেওয়ার ক্ষমতা লোপ পাওয়ার কথাও এসেছে।

আবার সর্দি কিংবা হাঁচির মত উপসর্গ, যেগুলো সাধারণ ফ্লুতে দেখা যায়, সেরকমও অনেকের মধ্যে দেখা যেতে পারে।

গবেষণা বলছে, উপসর্গ প্রকাশ না পাওয়ায় অনেকেই হয়ত নিজেদের অজ্ঞাতে ভাইরাসটি বহন করছেন এবং অন্যদের মধ্যে ছড়িয়ে দিচ্ছেন।

শিশুদের থেকে এই ভাইরাস ছড়ানোর ঝুঁকি কতটুকু?

শিশুদের শরীরে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঘটবে না এমন নয়। তবে পরিসংখ্যান বলছে, এই ভাইরাসে শিশুদের আক্রান্ত হওয়া বা মৃত্যুর হার অন্য বয়সশ্রেণির তুলনায় অনেক কম।

ঝুঁকির বিষয় হচ্ছে, শিশুদের থেকে বড়দের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। কারণ তারা বড়দের কাছে যায়, মাঠে খেলতে যায়।

আক্রান্ত ও মৃত্যুর মিছিল বাড়িয়ে চলা কভিড-১৯ শিশুদের মাধ্যমে কতটা ছড়াচ্ছে, সেই চিত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে।

নভেল করোনাভাইরাস কোথা থেকে এল

গত ডিসেম্বরের শেষে চীনের হুবেই প্রদেশের উহানে এক বাজার থেকে এই ভাইরাসের সংক্রমণ শুরু হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়, যেখানে বন্যপ্রাণীও কেনাবেচা হত।

সার্সের করোনাভাইরাসের জ্ঞাতি ভাই এ নতুন ভাইরাসকে সার্স-সিওভি-২ নামেও ডাকা হচ্ছে। বাদুরে এই ভাইরাস দেখা গেলেও একটি মধ্যবর্তী কোনো প্রাণীর মাধ্যমে মানুষের শরীরে এসেছে বলে মনে করা হয়।

কিন্তু সেই যোগসূত্রটি এখনও স্পষ্ট নয় গবেষকদের কাছে। আর যতদিন তা অজানা থাকবে, নতুন প্রাদুর্ভাবের ঝুঁকি থেকেই যাবে।

গরমে ভাইরাসের প্রকোপ কমে আসবে?

শীতকালে জ্বর-সর্দি সহজেই কাবু করে মানুষকে। গরমে এই সমস্যা কম হয়। তবে গরমকালে নভেল ভাইরাসের সংক্রমণ কমবে কি না- নিশ্চিত করে তার উত্তর দেওয়ার মত প্রমাণ গবেষকরা এখনও পাননি।

যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা বলছেন, ঋতু বদল এই ভাইরাসের ওপর কতটা প্রভাব ফেলবে, সে বিষয়টি এখনও স্পষ্ট নয়। তবে প্রভাব যদি থেকেও থাকে, তা সাধারণ জ্বর-সর্দি বা ফ্লুর ভাইরাসের ক্ষেত্রে যে প্রভাব, তারচেয়ে কম হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

গরমে যদি সংক্রমণের হার সত্যি সত্যি অনেক কমে যায়, তাহলে এই আশঙ্কাও থাকবে যে শীতে হয়ত সংক্রমণের হার আবার বেড়ে যাবে। আর ওই সময়টায় এমনিতেই হাসপাতালে সাধারণ ফ্লুর রোগীর ভিড় লেগে থাকে।

কারো কারো অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হয় কেন?

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত অধিকাংশ রোগীই মৃদু অসুস্থতা অনুভব করেন। তবে ২০ শতাংশের অসুস্থতা গুরুতর রূপ পায়।

এর একটি কারণ হতে পাারে ব্যক্তির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা। ওই ক্ষমতা যার যত সক্রিয়, তার মধ্যে অসুস্থতার মাত্রা হয়ত তত কম। এক্ষেত্রে জেনেটিক গঠনও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এ বিষয়গুলো বোঝা গেলে রোগীকে আইসিইউতে না রেখেও চিকিৎসা দেওয়ার পথ পাওয়া যেতে পারে।

একবার সেরে উঠলে আবার হতে পারে?

এ বিষয়ে যত জল্পনা কল্পনা আছে, প্রমাণ তেমন কিছুই বিজ্ঞানীদের হাতে নেই। এ ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কারও রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা একবার জয়ী হলে, সেই এন্টিবডি যে স্থায়ী হবে, সেই নিশ্চিয়তাও তাই পাওয়া যাচ্ছে না।

এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরাদের মধ্যে কারও কারও পুনরায় আক্রান্ত হওয়ার খবর কিছু জায়গায় এসেছে। সেক্ষেত্রে পরীক্ষায় ভুল থাকার সম্ভাবনা থেকেই যায়। অর্থাৎ এমন হতে পারে যে, পরীক্ষায় করোনাভাইরাস নেগেটিভ আসায় রোগীকে যখন ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে, তখনও হয়ত তার মধ্যে সংক্রমণ ছিল।

আর এই ভাইরাসের সঙ্গে গবেষকদের পরিচয় যেহেতু মাত্র তিন মাসের, সেহেতু নিশ্চিত করে কিছু বলার মত পর্যাপ্ত তথ্য-উপাত্তও গবেষকদের হাতে নেই।

তবে ভবিষ্যতে এ ভাইরাসকে মোকাবেলা করার জন্যই এন্টিবডির বিষয়ে ফয়সালা হওয়াটা জরুরি।

এ ভাইরাস কি নিজেকে বদলাচ্ছে?

ভাইরাসের ক্ষেত্রে জিনগত পরিবর্তন খুব সাধারণ ঘটনা। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিনকাঠামোতে ওই পরিবর্তন খুব বড় কোনো পার্থক্য তৈরি করে না।

সাধারণভাবে মনে হতে পারে যে যত দিন যাবে, এ ভাইরাস মানুষের জন্য তত কম ঝুঁকিপূর্ণ হবে। তবে সেটা যে হবেই, সেই নিশ্চয়তাও দেওয়া সম্ভব না।

সমস্যাটা হচ্ছে, এ ভাইরাস যদি নিজেকে বদলে ফেলতে পারে, তাহলে শরীরে আগে তৈরি হওয়া এন্টিবডি হয়ত আর তাকে চিনতে পারবে না। তখন পুনরায় সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে।

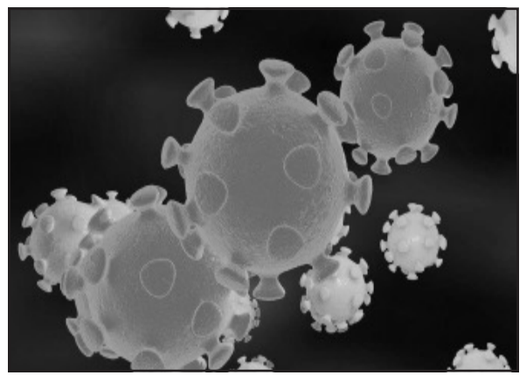

করোনাভাইরাস: বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয় গবেষণার ফল

বাড়ির পোষা বিড়ালটিও করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে এই ভাইরাস সংক্রমিত হতে পারে বলে একটি গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন।

গবেষণার এই তথ্য বিড়ালপ্রেমীদের জন্য সুখকর নয়, তবে এখনই এটা নিয়ে বিচলিত না হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

ওই গবেষণার বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার সিএনএনের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বেজিতেও নভেল করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে, যদিও তা এই প্রাণীর কোনো ক্ষতি করে না বলেই ধারণা করা হচ্ছে। অপরদিকে কুকুরে এই ভাইরাস সংক্রমণ ঘটে না বলেই মনে হচ্ছে। পাঁচটি কুকুরের মলে ভাইরাস দেখা গেলেও সেগুলোর দেহে সংক্রমণ ঘটার মতো কোনো ভাইরাস পাওয়া যায়নি। এছাড়া শুকর, মুরগি ও হাঁসও এই ভাইরাসের জন্য ভালো জায়গা নয়।

এখনই বিড়ালপ্রেমীদের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু দেখছেন না বিশেষজ্ঞরা। নভেল করোনাভাইরাসে পোষা প্রাণী খুব অসুস্থ বা মারা যায় এমন কোনো প্রমাণ এখনও নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গ মেডিকেল সেন্টার চিলড্রেনস হসপিটাল অব পিটসবার্গের পেডিয়াট্রিক ইনফেকশাস ডিজিজেস বিভাগের প্রধান ডা. জন উইলিয়ামস সিএনএনকে বলেন, "মানুষ

যেন তার পোষা প্রাণীটিকে জড়িয়ে ধরা ছেড়ে না দেয়। এই গবেষকরা বিড়ালে নাসারন্ধ্র দিয়ে 'হাই কনসেনট্রেশনের' ভাইরাস প্রবেশ করিয়েছিল, যা ছিল একেবারেই কৃত্রিম।"

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিড়ালের করোনাভাইরাস সংক্রমণ ঘটতে পারে কি না তা বোঝার জন্য এই পরীক্ষায় আট মাসের পাঁচটি পোষা বিড়ালের নারারন্ধ্রে ভাইরাস প্রয়োগ করাহয়।

এর ঠিক ছয় দিন পর দুটি বিড়াল মারা যায়। তাদের শ্বাসতন্ত্রে ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া গিয়েছিল।

ভাইরাস প্রয়োগ করা বাকি তিনটি বিড়ালকে একটি খাঁচায় পুরে রাখা হয়। এর পাশে আরেকটি খাঁচায় রাখা হয় তিনটি সুস্থ বিড়ালকে।

কিছু দিন পর পরীক্ষা করে ওই তিনটি সুস্থ বিড়ালের একটিকে করোনাভাইরাস পজিটিভ পাওয়া যায়। অন্য দুটি বিড়ালের শরীরে কোনো ভাইরাসের উপস্থিতি ধরা পড়েনি। লালার মধ্য দিয়ে ভাইরাস এক বিড়াল থেকে আরেক বিড়ালে সংক্রমিত হয়েছে বলে ধারণা করছেন বিজ্ঞানীরা।

কোনো বিড়ালের মধ্যেই অসুস্থতার লক্ষণ দেখা যায়নি। এমনকি সেগুলোর একটি থেকে আরেকটিতে ভাইরাস সংক্রমিত হলেও বিড়াল মানবদেহে সংক্রমণ ঘটাতে পারে তা বোঝায় না।

সিএনএনের প্রতিবেদনে বলা হয়, গত মার্চে বেলজিয়ামে এক ব্যক্তি ইতালি ভ্রমণ শেষে ফিরে কোভিড-১৯ আক্রান্ত হওয়ার পর তার বিড়ালও অসুস্থ হয়।

বিড়ালটির শ্বাসকষ্ট এবং বমি ও মলে উচ্চ মাত্রায় ভাইরাস পাওয়া গেলেও সেটি কোভিড-১৯ না অন্য কোনো রোগে আক্রান্ত হয়েছিল, তা নিশ্চিত করতে পারেননি গবেষকরা।

প্রায় দুই দশক আগে সার্সের সময়ও দেখা গিয়েছিল বিড়াল এই ভাইরাসে আক্রান্ত হতে পারে এবং একটি থেকে আরেকেটি সংক্রমিত হতে পারে। কিন্তু ২০০২-২০০৪ সালের ওই মহামারীর সময় পোষা বিড়ালের মধ্যে ব্যাপকভাবে ভাইরাস সংক্রমণ ঘটেনি বা বিড়াল থেকে মানুষে এই ভাইরাস সংক্রমণের কোনো ঘটনা জানা যায়নি।

আমেরিকান ভেটেরিনারি মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন বলেছে, "দুটো কুকুর (হংকং) এবং একটি বিড়ালের (বেলজিয়াম) সার্স-সিওভি-২ সংক্রমণ হয়েছে বলে খবর হলেও সংক্রামক ব্যধি বিশেষজ্ঞ এবং একাধিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ মানুষ ও পশুর স্বাস্থ্য সংস্থা একমত যে, গৃহপালিত প্রাণী মানুষ বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে কোভিড-১৯ সংক্রমণ ঘটাচ্ছে বলে ইঙ্গিত দেওয়ার মতো কোনো প্রমাণ নেই।"

তাদের পরামর্শ, এই ভাইরাস সম্পর্কে আরও তথ্য স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত কারও কোভিড-১৯ এর লক্ষণ দেখা গেলে তিনি যেন এই সময়ে পোষা প্রাণীর কাছে যাওয়া কমিয়ে দেন।

"যদি আপনার পোষা প্রাণীর দেখভাল করা ছাড়া উপায় না তাকে তাহলে মাস্ক পরে নেবেন। নিজের খাওয়া কিছু তাদের দেবেন না, চুমু বা আলিঙ্গন করবেন এবং সেগুলোর সংস্পর্শে যাওয়ার আগে বা পরে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নেবেন।"

বেজির শরীরে থাকতে পারে করোনাভাইরাস

পরীক্ষায় আরো দেখা গেছে, অসুস্থতার কোনো রকম লক্ষণ ছাড়াই বেজির শরীরে এই ভাইরাস দিব্যি বাস করতে পারে।

গবেষণার বরাতে সিএনএন বলছে, এই প্রাণীর শরীরে ভাইরাসটি সহজেই বংশবিস্তার করতে পারে।

"সার্স-সিওভি-২ বেজির শ্বাসতন্ত্রের উপরের অংশে আট দিন পর্যন্ত বংশবিস্তার করতে পারে। তবে এরপরও বেজির মধ্যে কোনো শারীরিক অসুস্থতা দেখা যায়নি বা মৃত্যু ঝুঁকিও তৈরি হয়নি," বলা হয়েছে গবেষণা প্রতিবেদনে।

বিজ্ঞানীরা বলছেন, বেজির শ্বাসতন্ত্রের গঠন অনেকটাই মানুষের মতো। এমনকি ইঁদুরের চেয়েও মানুষের সঙ্গে বেজিরই মিল পাওয়া যায় বেশি।

কভিড-১৯ রোগের ভ্যাকসিন গবেষণায় এই মিল কাজে দেবে বলে মনে করছেন ভানডারবিল্ট ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের প্রতিষেধক ওষুধ ও সংক্রামক রোগ বিভাগের অধ্যাপক ডা. উইলিয়াম শাফনের।

তিনি সিএনএনকে বলেন, "মানুষের শরীরের মত কাজ করে এমন একটি নমুনা প্রাণী ভ্যাকসিন পরীক্ষার জন্য জরুরি; এতে বোঝা যাবে ভাইরাসটি কীভাবে শরীরকে কাবু করছে।

"আর এক্ষেত্রে বেজি হতে পারে আদর্শ প্রাণি। কয়েক দশক ধরেই ইনফ্লুয়েঞ্জার গবেষণায় বেজির উপর পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।"

শিলচর নিবেদিতা নারী সংস্থার দোলনায় উদ্ধার নবজাতক, মা-বাবার খোঁজে পদক্ষেপ শিশু কল্যাণের

শিলচর (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : শিলচরের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন নিবেদিতা নারী সংস্থার দোলনায় পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে এক নবজাতককে। কে বা কারা দোলনার মধ্যে শিশুটিকে রেখে যায়। সমাজ কল্যাণ বিভাগের কাছাড় ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন ইউনিটের (ডিসিপিইউ) অনুমতিক্রমে বর্তমানে শিশুটি নিবেদিতা নারী সংস্থার তত্ত্বাবধানে রয়েছে।

২০০৬ সালের জুবেনাইল জাস্টিস কেয়ার অ্যান্ড প্রটেকশন অব চিলড্রেন অ্যাক্ট-এর অধীন ২৯ ধারা অনুসারে গঠিত কাছাড় জেলার চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার কমিটির (সিডব্লিউসি) চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য এক চিঠিতে ডিস্ট্রিক্ট চাইল্ড প্রটেকশন অফিসারকে (ডিসিপিও) পরিত্যক্ত অবস্থায় উদ্ধারকৃত শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ তথা ভবিষ্যত সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে শিশুটির মা-বাবার সন্ধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে বলা হয়েছে। নিবেদিতা নারী সংস্থার দোলনা থেকে ১৫ থেকে ২০ দিনের উদ্ধারকৃত শিশুটির যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণে সরকারিভাবে বিহিত পদক্ষেপের পাশাপাশি শিশুর মা-বাবাকে খোঁজে বের করতে গুরুত্ব আরোপ করেছে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি। বতর্মানে জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতির অনুমতিক্রমে নিবেদিতা নারী সংস্থার কর্মীরা শিশুটির সেবাযত্নের কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। নিবেদিতা নারী সংস্থা ও জেলা শিশু সুরক্ষা কর্মীরা এই খবর লেখা পর্যন্ত নবজাতকের মা-বাবা বা অভিভাবকের কোনও সন্ধান পাননি। তাই কেউ শিশুটিকে শনাক্ত করতে পারলে বা শিশুটির পারিবারিক সম্পর্কের কোনও তথ্য জানতে পারলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক তথা ডিসিপিও নতুবা সিডব্লিউসি বা নিবেদিতা নারী সংস্থার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন সিডব্লিউসি-র চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ভট্টাচার্য। শিশুটির মা-বাবা বা অভিভাবক উপযুক্ত তথ্য প্রমাণের মাধ্যমে শিলচর ইটখলা মেডিল্যান্ড হাসপাতালের বিপরীতে অবিস্থিত জেলা শিশু সুরক্ষা সমিতি অথবা কাবিলউরা নিবেদিতা নারী সংস্থার সঙ্গে আগামী ৬০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে শিশু সুরক্ষা সমিতির কর্মী অঞ্জনা দে-র মোবাইল নম্বর ৮৬৩৮৭৮১৭৭৪-এ যোগাযোগ করা যাবে বলে জানানো হয়েছে।

মোদীর সাম্প্রতিক নির্বাচনি সমাবেশে পাথারকান্দিতে কোনও প্রভাব ফেলবে না, দাবি কংগ্রেস প্রার্থী শচিনের

পাথারকান্দি (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর করিমগঞ্জে নির্বচনি সমাবেশে কোনও প্রভাব পড়বেন না ২ নম্বর পাথারকান্দি আসনে। তাঁকে নিয়ে মোটেও বিচলিত নন পাথারকান্দি আসনে কংগ্রেস মহাজোট প্রার্থী শচিন সাহু। একান্ত সাক্ষাৎকারে শচিন বলেন, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর করিমগঞ্জ সফর নিয়ে তিনি ও তার দল মোটেও চিন্তিত নয়। তাঁর কথায়, এই আসনে এবার কংগ্রেস মহাজোট বনাম বিজেপি মিত্রজোটের মধ্যে ক্রমশ তীব্র লড়াইয়ের ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে। বিগত ২০১৬ সালের নির্বাচনে এই আসনে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অবশেষে এআইইউডিএফ প্রার্থী ডা. দেবেন্দ্রকুমার সিনহা বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু পালের কাছে ধরাশায়ী হয়েছিলেন। এই লড়াইয়ে তৃতীয় স্থানে থাকতে হয় কংগ্রেস প্রার্থী মণিলাল গোয়ালাকে। তবে এবার কংগ্রেস-এআইইউডিএফ মহাজোট বাঁধায় এই আসনে সরাসরি লড়াই হবে মহাজোট বনাম বিজেপি মিত্রজোটের মধ্যে।

শচিনের মতে, পাথারকান্দিতে প্রায় ৮৫ হাজারের মতো রয়েছে মুসলিম ভোট। এই ভোটের মধ্যে এক তৃতীয়াংশ ভোট কংগ্রেসের অনুকূলে যাবে বলে দৃঢ় আশাবাদী কংগ্রেস প্রার্থী। অনুরূপভাবে এই কেন্দ্রে হিন্দু বাঙালি ভোট রয়েছে প্রায় ৪২ হাজারের মতো। প্রায় ৩৬ হাজারের মতো রয়েছে চা বাগান ভোট। প্রায় ১৮ হাজার রয়েছে মণিপুরি এবং উপজাতি ভোট রয়েছে প্রায় আট হাজার। এবার এই আসনে প্রতিটি জনগোষ্ঠী থেকে ভোট টানতে সক্ষম হবেন কংগ্রেস প্রার্থী, ফলে কংগ্রেসের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

তবে এই আসনে কংগ্রেস মহাজোট এবং বিজেপি মিত্রজোট উভয় দলই জয়ের স্বপ্ন দেখলেও সেই স্বপ্ন কার কাছে কতটুকু বাস্তবায়িত হবে সেটা নিয়ে চলছে চুলচেরা বিশ্লেষণ। দিকে প্রায় প্রতিদিন কংগ্রেস ছেড়ে অসংখ্য দলীয় কর্মী-সমর্থক গেরুয়া দলে ভিড়ছেন। এতে পাথারকান্দি কংগ্রেসের অস্তিত্ব প্রায় তলানিতে ঠেকেছে। এই প্রশ্নের উত্তরে কংগ্রেস প্রার্থী শচিন সাহু তাঁর দলীয় কর্মী-সমর্থকদের হাতেগোনা আরও কয়েকদিন ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। অন্য এক প্রশ্নের উত্তরে শচিন বলেন, সম্প্রতি বিরোধী দল সোশাল মিডিয়ায় তাঁর বিরুদ্ধে একের পর এক যে মিথ্যা অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, এতে তিনি মোটেই বিচলিত নন। বলেন, আজকের দিনে জনসমর্থন আদায়ে দিশাহারা হয়ে উঠেছে বিজেপি। ফলে তারা আবোল-তাবোল বকছে।

ভোটের মুখে এবার নিরাপত্তা বাড়ল অনুব্রতর

বোলপুর, ২২ মার্চ (হি.স.): ভোটের মুখে এবার নিরাপত্তা বাড়ল বীরভূমের তৃণমূল সভাপতি অনুব্রত মণ্ডলের।এমনিতেই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান তিনি। ইতিমধ্যেই এখন তিনি দলের স্ট্যার ক্যাম্পেনার।তাই শুধু জেলার মধ্যেই আর তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত নেই। এবার অনুব্রত মণ্ডলের সঙ্গে দেখা করতে গেলেই আপনাকে পেরোতো হবে মেটাল ডিটেক্টর গেট। তা সভা হোক বা দলীয় পার্টি অফিস।

কিন্তু হঠাৎ ভোটের মুখে কেন নিরাপত্তা বাড়ানো হল তা নিয়ে জল্পনা। বাংলায় তৃণমূল জমানায় খুব কম নেতাই জেড ক্যাটাগরির নিরাপত্তা পান। অনুব্রত তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পুলিশ ও তৃণমূলের একটি সূত্রের মতে, ২১ ভোটে রাজনৈতিক হিংসার আশঙ্কা থেকেই হতে পারে কেষ্টবাবুর নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে। ইতিমধ্যেই তিনি এখন দলের স্ট্যার ক্যাম্পেনার হিসাবে জঙ্গল মহলের একাধিক জায়গায় একের পর এক সভা করছেন। আগামী দিনে অন্য জেলাতেও তাকে যেতে হবে। শেষ পর্বে বীরভূমের ১৯টি ব্লকে সভা করবেন বলে আগেই ঘোষণা করেছিলেন তিনি। সেই প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে কিছু ব্লক রয়েছে ঝাড়খণ্ড সীমান্ত লাগোয়া। এ জন্য বীরভূম জেলা পুলিশ বেশ চিন্তিতজ্জ তাই নিরাপত্তা আরও পোক্ত করা হল অনুব্রতর।

ইতিমধ্যেই অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তা স্তর জেড থেকে বাড়িয়ে ‘জেড উইথ লিড সিকিয়োরিটি মোবাইল’ স্তরে উন্নীত করা হয়েছে। যার অর্থ, অনুব্রত যেখানেই যাবেন, তার আগে পুলিশের গাড়ি ‘পরিস্থিতি’যাচাই করতে করতে যাবে। চার জন সশস্ত্র নিরাপত্তা রক্ষী সব সময় থাকবে। এছাড়াও থাকছে একজন অফিসার ও দুজন পুলিশ। এখানেই শেষ নয়, এছাড়াও ৪ জন মহিলা রক্ষীকে আগেই নিয়োগ করা হয়েছেন। ভোটের মুখে তার সঙ্গে সংযোজিত হল মেটাল ডিটেক্টর গেট। সোমবার সকাল থেকেই তৃণমূল নেতার কার্যালয়ের গেটে বসানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর। এছাড়া সভাতেও বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে বলেই খবর।

জেলা পুলিশ সুপার মিরাজ খালিদ বলেন, ‘উনার উপর তো থেরট আছেই। তাই দেওয়া হয়েছে।’

প্রসঙ্গত ১৭ ফেব্রুয়ারি নিমতিতা স্টেশনে ট্রেন ধরতে যাবার সময় বোমা বিস্ফোরণে আহত হন রাজ্যের মন্ত্রী জাকির হোসেন। ঘটনায় গুরুতর জখম হন শ্রমমন্ত্রী-সহ কমপক্ষে ২৩ জন। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে বীরভূমের দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। কার্যালয়ের গেটে বসানো হয়েছে মেটাল ডিটেক্টর। যে বা যাঁরা অনুব্রতর কার্যালয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের ব্যাগ চেক করে তারপরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে।

উল্লেখ্য, ভোট যতই এগিয়ে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অশান্তির খবর প্রকাশ্যে আসছে। আক্রান্ত হচ্ছে বিভিন্ন দলের নেতা, কর্মীরা। মনে করা হচ্ছে সেই কারণেই অনুব্রত মণ্ডেলর নিরাপত্তায় জোর দেওয়া হল। যদিও এই নিয়ে কোন হেলদোল নেই অনুব্রতর। তিনি বলেন, ‘ওটা প্রশাসন জানবে। ওনারা যা ভালো মনে করেছে দিয়েছে।’

যদিও জেলা বিজেপি নেতৃত্ব খোঁচা মারতে ছাড়েননি অনুব্রতকে। জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা বলেন, ‘অনুব্রতের নিজের দুর্গের দেওয়াল নড়বড় করছে তাই ভয় পেয়েছে। জেলায় তৃণমূলই তৃণমূলকে মারতে শুরু করেছে। দাদা ভয় তো পাবেনই।’

দিদির জেদের জন্যই আজ বাংলার কৃষকরা কেন্দ্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত : স্মৃতি ইরানি

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : “দিদির জেদের জন্যই আজ বাংলার কৃষকরা কেন্দ্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জেদ করে কৃষকদের কেন্দ্রের সাহায্য নিতে দেননি দিদি। সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় বিজেপি-র সভা থেকে এ কথা বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি।

সোমবার পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় দলের প্রচারে গিয়ে স্মৃতি ইরানি আগাগোড়াই ছিলেন আক্রমণাত্মক। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের সুবিধা থেকে রাজ্যের কৃষকদের বঞ্চিত করে রেখেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, এদিন এমনই অভিযোগ তোলেন স্মৃতি। তিনি বলেন, “১ লাখ কোটি টাকা দেশের দশ কোটি কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়েছে কেন্দ্র। মোদীজি বলেছিলেন, দিদি বাংলার কৃষককে আমি টাকা দিতে চাই। কৃষকরা ১৮ হাজার টাকা করে পেতে পারতেন। দিদির জন্যই হলো না। সরকার বদলে দিন। তিন বছর ধরে কেন্দ্রের টাকা দিদি দিতে দেয়নি। বাংলার কৃষকদের বঞ্চনা করেছে।” ‘বাংলাতে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করব, সেই সংকল্প আজ নিতে এসেছি’ এই মন্তব্য করে তিনি কৃষকদের উদ্দেশে বলেন, মোদীজি বাংলার কৃষকদের জন্য টাকা দিয়ে চেয়েছিলেন কিন্তু দিদি মানা করেছেন। আপনারা ১৮ হাজার টাকা পেতে পারতেন কিন্তু দিদি তা করতে দেননি। বিজেপি ক্ষমতায় আসলে একদিনের মধ্যে আপনাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ১৮ হাজার টাকা পাবেন’, আশ্বাস দেন স্মৃতি ইরানিরশ। তিনি বলেন, “দিদির জেদের জন্যই আজ বাংলার কৃষকরা কেন্দ্রের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। জেদ করে কৃষকদের কেন্দ্রের সাহায্য নিতে দেননি দিদি।” সোমবার পিংলায় দলের নির্বাচনী সভায় গিয়ে এভাবেই রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল তথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া সমালোচনা করলেন বিজেপি নেত্রী তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই কেন্দ্রীয় একাধিক সুবিধা থেকে রাজ্যবাসী বঞ্চিত হয়েছেন বলে এদিন কার্যত রাজ্যের শাসকদলকে তোপ দেগেছেন এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।হিন্দুস্থান সমাচার/

কাছাড় জেলায় শুরু বাড়ি বাড়ি গিয়ে পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ

শিলচর (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : কাছাড় জেলায় আশি ও এর বেশি বয়সের ব্যক্তি, বিশেষ ভাবে সক্ষম ব্যক্তি যাঁদের পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের আবেদন গৃহীত হয়েছে তাদের পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের প্রক্রিয়া সোমবার থেকে শুরু হয়েছে।

এ উপলক্ষে আজ শিলচরের বঙ্গভবনের পাশে অবস্থিত মিনি সচিবালয় ভবনে সকাল ৬-টায় জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ভোটকর্মীদের হাতে একটি করে গোলাপ ফুল দিয়ে তাদের ভোটদানের উদ্দেশ্যে যাত্রার আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি ভোটকর্মীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ‘আপনারা যাতে ভোটদানের প্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণ, সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারেন সেজন্য আমি সকলের সফলতা কামনা করছি এবং এই ভোটদান প্রক্রিয়ায় আমি আপনাদের সকলের সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।’ জেলাশাসক ভোটদানের প্রক্রিয়ায় কোভিড-১৯ নীতি অনুসরণ করতে সকল ভোটকর্মীকে পরামর্শ প্রদান করেন।

সোমবার মোট ৭৭টি দল কাছাড় জেলার সাতটি বিধানসভা কেন্দ্রে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেছে। প্রতিটি দলে একজন করে মাইক্রো অবজারবার, একজন প্রিসাইডিং অফিসার, একজন ফার্স্ট পোলিং অফিসার এবং একজন ভিডিওগ্রাফার ছিলেন। এদিন সকাল ৯-টা থেকে বিকাল ৫-টা পর্যন্ত পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেওয়া হয়। পরে বিকেলে ভোটকর্মীরা ভোটদান প্রক্রিয়া শেষ করার পর মিনি সচিবালয়ে প্রত্যাবর্তন করেন। পোস্টাল ব্যালট পেপার সেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, উদারবন্দ বিধানসভা কেন্দ্রের দায়িত্বপ্রাপ্ত দল মোট ১৯টি ভোট সংগ্রহ করেছেন।

জেলাশাসক কীর্তি জল্লি উত্তরীয়, ফুলের তোড়া ও চকলেট দিয়ে দলটিকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদান প্রক্রিয়া আগামী ২৭ মার্চ পর্যন্ত চলবে বলে জেলা নির্বাচন আধিকারিকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী

দেহরাদুন, ২২ মার্চ (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরাথ সিং রাওয়াত। সোমবার তিনি স্বয়ং এই খবর জানিয়েছেন।

উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তিরাথ সিং রাওয়াত করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন বলে সোমবার তিনি স্বয়ং এই খবর জানিয়েছেন। তিনি বলেন, যদিও তিনি শারীরিকভাবে সুস্থ রয়েছেন। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে আইসোলেশন থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। এরমধ্যে সরকারিভাবে একটি চিকিৎসক দল গঠন করে তাঁর শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা করা হচ্ছে। যারা কয়েকদিন আগে তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা অবিলম্বে শারীরিক পরীক্ষা করে নিজেদের সুরক্ষিত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন।

বাংলাদেশ থেকে চোরাই পাখি এনে এপারে ব্যবসার হদিশ পেলেন গোয়েন্দারা

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি. স.) : বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কলকাতায় পাখি পাচারচক্রের হদিশ পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

বিএসএফের গোয়েন্দাদের সূত্র জানিয়েছে, গত বছরের জানুয়ারি থেকে এখনও পর্যন্ত উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে প্রায় ৮৮০টি বিরল ও বিদেশি পাখি উদ্ধার করা হয়েছে। রবিবার ৬টি কাকাতুয়া পাচার করতে গিয়ে বিএসএফের গোয়েন্দাদের হাতে ধরা পড়ে এক পাচারকারী। তাকে জেরা করে চাঞ্চল্যকর তথ্য পেয়েছেন গোয়েন্দারা। তাঁদের মতে, এই তথ্য অনুযায়ী কলকাতার পাখি পাচারকারীদের সন্ধান মিলতে পারে। সেই সূত্র ধরেই পৌঁছনো যেতে পারে চিড়িয়াখানা থেকে চুরি যাওয়া টাউকানের কাছে।

তদন্ত শুরু করার পর লালবাজারের গোয়েন্দারা জেনেছেন, বাংলাদেশ থেকেই উত্তর ২৪ পরগনায় পাচার হচ্ছে বিদেশি ও বিভিন্ন ধরনের বিরল পাখি। পাচারকারীদের কাছে থাকে বাংলাদেশি সিমকার্ড। তার মাধ্যমেই প্রতিনিয়ত বাংলাদেশের পাখি পাচার চক্রের পাণ্ডাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে উত্তর ২৪ পরগনার পাচারকারীরা। ওই জেলা থেকে পাচার হওয়া পাখি চলে আসে কলকাতায়।

গত বছরের আগস্ট মাসে উত্তর ২৪ পরগনার আংরাইল ও অক্টোবর মাসে তেঁতুলবেড়িয়া সীমান্ত থেকে বিএসএফের হাত থেকে উদ্ধার হয়েছিল ‘কিল বিলড টাউকান’। গোয়েন্দারা জেনেছেন, এগুলি কলকাতায় নিয়ে আসার কথা ছিল। কারণ, বাংলাদেশ থেকে পাখি পাচার হয়ে শেষ পর্যন্ত যে কলকাতায় আসে, সেই বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দারা। টাউকান-সহ উদ্ধার হওয়া চোরাই পাখি উত্তর কলকাতার গ্যালিফ স্ট্রিটে পাচার করা হত, এমন সম্ভাবনা পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না। যদিও তদন্তে কলকাতার ‘চোরবাজারে’রও হদিশ মিলেছে। সেই ক্ষেত্রে চাঁদনি অথবা শিয়ালদহের মার্কেটে পাখি পাচার চক্রের পান্ডারা রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করছেন গোয়েন্দারা।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি আলিপুর চিড়িয়াখানায় পাখির খাঁচা থেকে চুরি যায় তিনটি ‘কিল বিলড টাউকান’। সম্প্রতি একটি পাখির চঞ্চু বা ঠেঁটজোড়া উদ্ধার হয়েছে খাঁচার কাছেই একটি গাছের তলা থেকে। ফলে সেই পাখিটির বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। বাকি দু’টি পাখি চোরাপথে পাচার করা হয়েছে, এমন সম্ভাবনা গোয়েন্দারা উড়িয়ে দিচ্ছেন না। বাংলাদেশ থেকে আসা পাখি পাচারকারীরা কাদের হাতে চোরাই পাখি তুলে দেয়, তাদের পরিচয় ও বিবরণ জানতে পারলে টাউকানের হদিশ মিলতেও পারে বলে ধারণা গোয়েন্দাদের। তবে কলকাতা থেকে ভিনরাজ্যের কোনও জায়গায় এই পাখিগুলিকে ইতিমধ্যেই পাচার করে দেওয়া হয়েছে, এমন সম্ভাবনা গোয়েন্দা পুলিশ উড়িয়ে দিচ্ছে না।

বাংলাদেশের চুয়াডাঙার আজমত মুসারিফ। অথবা, উত্তর ২৪ পরগনার ঘোজাডাঙার ইলিয়াস হোসেন গাজি বা হারুন রশিদ। বাংলাদেশ সীমান্তে পাখি পাচারে গ্রেফতার হওয়া এই দাগিরাই এখন চিড়িয়াখানা থেকে ‘কিল বিলড টাউকান’ চুরির রহস্য সমাধানের পাখির চোখ। আবার বসিরহাটের পানিতারের বাসিন্দা রেহান মণ্ডলই এই চক্রের পান্ডা, এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। যদিও এখনও অধরা সে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

কংগ্রেসের টিকিটের বিপুল চাহিদার জন্য কর্মীক্ষোভ, দাবি অধীর চৌধুরীর

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি স)। বিধানসভা নির্বাচনে সব আসনের জন্য প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করেনি কংগ্রেস। তাতেই দলের কর্মী-সমর্থকদের ক্ষোভ-বিক্ষোভে চারদিক উত্তাল। সোমবার প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরী দাবি করেন, কংগ্রেসের টিকিটের বিপুল চাহিদার জন্য এই অবস্থা।

বিধাননগর ও কাটোয়া কেন্দ্রে প্রার্থীদের নাম নিয়ে প্রদেশ স্তরে দ্বিমত থাকায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ভার ছাড়া হয়েছে কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর উপরে। তার মধ্যে শনিবার বেশি রাতে এআইসিসি কিছু আসনের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার পরেই দেখা দিয়েছে অসন্তোষ এবং ক্ষোভ। টিকিট দেওয়া বা প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ অবশ্য কংগ্রেসের মতো দলে নতুন ঘটনা নয়। সাংগঠনিক রীতি মেনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটিতে (সিইসি) রাজ্যের তরফে দলের প্রতিনিধিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ও পরিষদীয় নেতা। সেই কারণেই এ বারের অসন্তোষে দলের কোনও অংশের ক্ষোভ প্রদেশ সভাপতি অধীর চৌধুরীর বিরুদ্ধে, আবার অন্য অংশের আঙুল বিরোধী দলনেতা তথা পরিষদীয় নেতা আব্দুল মান্নানের দিকে।

অন্যদিকে অনেক জায়গাতেই বিজেপির মতোই প্রার্থী নিয়ে ক্ষোভ-বিক্ষোভ দেখা দিয়েছে কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকদের মধ্যে। সেবিষয়ে অধীর চৌধুরী বলেন, ”“ক্ষোভ-বিক্ষোভ থাকবেই, ইচ্ছা থাকলেও অনেককে জায়গা দিতে পারিনি। ২০২১-এ কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার চাহিদা তুঙ্গে। কংগ্রেসের প্রতি আশা-ভরসা বাড়ছে। ২০২১-এ যা প্রতিযোগিতা, তা ২০১৬-য় দেখিনি। টিকিটের এমন চাহিদা অকল্পনীয়। বোঝা যাচ্ছে কংগ্রেসের ভবিষ্যত উজ্জ্বল।””

কার অনুমতি নিয়ে তাঁর নামে মুখরোচক খবর হচ্ছে, রাজনীতি থেকে আপাতত দূরে থাকবেন, বলেছেন প্রাক্তন বিধায়ক ডা. রুমি

শিলচর (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : কার অনুমতি নিয়ে কিংবা কার অঙ্গুলি হেলনে তাঁকে নিয়ো মুখরোচক গল্প রচিত হচ্ছে? আপাতত তিনি কোনও দলে নেই, রাজনীতি থেকে সরে সংসার নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চান। বলেছেন বড়খলার প্রাক্তন বিধায়ক ডা. রুমি নাথ। সাম্প্রতিককালে রুমিকে নিয়ে ব্যাপক খবর চাউর হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে তাঁর সঙ্গে কথা বলেছিল হিন্দুস্থান সমাচার।

প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে গিয়ে হিন্দুস্থান সমাচারকে প্রাক্তন বিধায়ক ডা. রুমি বলেন, যাঁরা তাঁকে নিয়ে গল্প লিখে খবর করছেন তাঁরা এ ধরনের তথ্য কোথায় পেলেন? কেননা, বিজেপিতে যোগদানের কোনও ভাবনাই নেই তাঁর। বড়খলার প্রাক্তন বিধায়ক রুমি নাথ ভিত্তিহীন উড়ো খবরের নিন্দা জানিয়ে রাজনীতি থেকে নিজেকে আপাতত সরিয়ে রেখে বাড়িতে থাকার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমি একজন সাধারণ নাগরিক। আমি আমার মর্জিমতো নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করব। টিকিট চেয়েছি, পাইনি। তবুও শান্তিতে নেই কোনও দল। আমাকে নিয়ে দিশেহারা কংগ্রেস বিজেপির কতিপয় নেতা। যেমন কংগ্রেস, তেমন বিজেপিও। উভয় দলের নেতৃবৃন্দ যেন আমাকে নিয়ে ভীষণ চিন্তিত। কিন্তু কেন?’ রুমির কথায়, ‘এ-তো মহা সমস্যায় পড়েছি। কোনও দলই আমাকে টিকিট দেয়নি। অথচ আমাকে নিয়ে মাথাব্যথা। গত পাঁচ বছর এবং এবার আরও পাঁচ বছর, মোট দশ বছরের জন্য বাড়িতেই বসে রয়েছি এবং থাকব। তাতেও আমাকে শান্তিতে থাকতে দেওয়া হচ্ছে না। দুদিন পর পর আমাকে নিয়ে সংবাদ মাধ্যমে মনগড়া মুখরোচক গল্প কেন করা হচ্ছে বুঝতে পারছি না।’ প্রাক্তন বিধায়ক আরও বলেন, ‘কখনও এআইইউডিফ-এ যোগদান করছি বলে উড়ো খবর, আবার কখনও কংগ্রেস, নইলে বিজেপিতে যোগ দিচ্ছি বলে মিথ্যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে খবর সম্প্রচার করা হচ্ছে আমাকে নিয়ে। যে-সে দুঃসাহসিকভাবে আমাকে জড়িয়ে আমার উদ্ধৃতি দিয়ে স্টেটমেন্ট দিচ্ছে, এ-তো ভয়ংকর ঘটনা! আমি তো বর্তমানে কোনও রাজনৈতিক দলের প্রাথমিক সদস্যও নই। তা-হলে আমাকে নিয়ে মনগড়া খবর তৈরির কী উদ্দেশ্য?’ এ ধরনের মনগড়া খবরের তীব্র প্রতিবাদ করে এমন ঘৃণ্য ও রহস্যজনক চক্রান্তের নিন্দা জানিয়ে রুমি বলেন, ‘আমারও-তো ব্যক্তিগত জীবন, সংসার পরিবার রয়েছে। দশ বছরের জন্য পরিবারের লোকজনদের নিয়ে সাধারণভাবে বাঁচতে চাই।’

প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে বড়খলার তদানীন্তন বিজেপি বিধায়ক রুমি নাথ রাজ্যসভা নির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থীকে ভোট দিয়েছেন অভিযোগে দল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এর পর ২০১১ সালে কংগ্রেসের টিকিটে ফের বড়খলা থেকে ভোটে জিতে বিধায়ক নির্বাচিত হন। তবে ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিজেপির কিশোর নাথের কাছে পরাজিত হন ডা. রুমি নাথ। এর পর থেকে কংগ্রেসে কিছুটা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যান তিনি। এদিকে, ২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে শিলচরের কংগ্রেস প্রার্থী তথা দলের সর্বভারতীয় মহিলা সভানেত্রী সুস্মিতা দেবের বিরুদ্ধে অন্তর্ঘাতের অভিযোগ ওঠে তাঁর বিরুদ্ধে। ওই অভিযোগের ভিত্তিতে কংগ্রেসে কোণঠাসা হতে হয়েছে তাঁকে। এমন-কি কংগ্রেস দল থেকে রুমিকে বহিষ্কার করে। কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হয়ে নাকি বিজেপিতে প্রত্যাবর্তনের জন্য অনেক চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু সেই চেষ্টাও বিফল হয়।

বিজেপিতে সুবিধে হচ্ছে না দেখে নাকি এবার প্রার্থী বাছাইয়ের আগে ফের কংগ্রেসের দরবারে গিয়ে টিকিটের জন্য চেষ্টা করেন। লাভ হয়নি। ঘটনাচক্রের প্রেক্ষাপটে আসন্ন রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে গুয়াহাটি ভিত্তিক এবং বরাকের একাংশ পোর্টালে রুমি নাথ বিজেপিতে যোগদান করছেন বলে খবর সম্প্রচারিত হতেই বরাক উপত্যকার রাজনৈতিক মহলে তীব্র কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছে।

তবে ডা. রুমি নাথ প্রসঙ্গে মুখরোচক উড়ো খবর সম্প্রচারের বিষয় স্পষ্ট করে দিয়েছে, বড়খলার রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনও দলে না থাকলেও কংগ্রেস ও বিজেপির প্রার্থীকে বিজয়ী হতে হলে রুমি নাথের অবদান যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক তা অনস্বীকার্য, দাবি স্থানীয় রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। কারণ তিনি একটা কথা জোর দিয়েই বলেছেন, যেহেতু তিনি নির্বাচনি ময়দানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন না, তার পরও তাঁকে নিয়ে কেন এত হই-হট্টগোল! রুমি পাল্টা চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলেন, যাঁরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন তাঁরা না-হয় নিজেরাই লড়ুন, জয়ী হয়ে আসুন। তবে আপাতত তিনি রাজনীতি করবেন না। ভবিষ্যত নিয়ে এখনও কোনও সিদ্ধান্ত নেননি।

লড়াই কঠিন হলেও জিতব : শ্রাবন্তী

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি স): আর বেশি দেরি নেই নির্বাচনের। ইতিমধ্যেই নির্বাচন নিয়ে তুঙ্গে প্রস্তুতি রাজ্য জুড়ে। তারই মাঝে একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি হয়ে লড়ছেন শ্রাবন্তী। সোমবার ”লড়াই কঠিন হলেও জিতব” ভোট নিয়ে আশাবাদী শ্রাবন্তী।

ভোটের মুখে গেরুয়া শিবিরে যোগ দিতেই তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি। পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের কেন্দ্র বেহালা পশ্চিমে বিজেপির প্রার্থী অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়। বেহালা পশ্চিমে বিজেপি প্রার্থী শ্রাবন্তীর সঙ্গে লড়াই তৃণমূলের পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও সিপিএমের নীহার ভক্তের। লড়াই কঠিন মেনে নিয়েও, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপির তারকা প্রার্থী। ভোট-প্রচারে বিজেপি প্রার্থী সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন জন সংযোগে। কখনও বাজারে গিয়ে ক্রেতাদের সঙ্গে কথা বলছেন। শুনছেন বিক্রেতাদের অভাব-অভিযোগের কথা! কেউ করছেন আশীর্বাদ! কেউ আবার প্রিয় অভিনেত্রীকে কাছে পেয়ে তুলছেন সেলফি! হাসিমুখে গুনমুগ্ধদের সব আবদার মেটাচ্ছেন বিজেপির তারকা প্রার্থী! পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে কথাও বলেছেন শ্রাবন্তী। কখনও পায়ে হেঁটে...কখনও আবার হুড খেলা গাড়িতে এলাকায় প্রচার সারছেন বিজেপি প্রার্থী।

বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায় জানান, ”গোটা এলাকায় ঘুরছি ভালো সাড়া পাচ্ছি। বেহালার অভাব অভিযোগ শুনছি।লড়াই কঠিন হলেও জিতব ”। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে বেহালা পশ্চিমের বিজেপি প্রার্থী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়।

করিমগঞ্জে বিজেপি ও মিত্রজোট প্রার্থীদের বিজয়ী করতে প্রচার অভিযান মিশনের

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : বিজেপি ক্ষমতায় আসলে বিকাশের গতি আরও তীব্র হবে, বিজেপি সরকার গঠন করলে যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত থাকবে, বিজেপি সরকার রাজ্যে দ্বিতীয়বারের মতো প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতির ক্ষেত্রে 'জিরো টলারেন্স' নীতিতে কোনও পরিবর্তন আসবে না। বিজেপি সরকার আসলে সু-শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। জেলার পাঁচটি আসনে দলীয় ও মিত্রজোটের প্রার্থীদের পক্ষে পালে হাওয়া তুলতে, জনগণের সামনে এমন আশার বাণী শুনিয়ে ধারা প্রচার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস।

উত্তর করিমগঞ্জ আসনে দলীয় প্রার্থী ডা. মানস দাসের হয়ে গ্রামাঞ্চলের আনাচে-কানাচে দিবানিশি কাজ করে চলছেন মিশনবাবু। দ্বিতীয়বারের মতো রাজ্যে শাসনক্ষমতায় ফিরবে বিজেপি। আর উত্তর করিমগঞ্জ আসনেও দলীয় প্রার্থী ডা. মানস দাসের জয় সময়ের অপেক্ষা মাত্র। গত দশ বছরে উত্তর করিমগঞ্জের অপরিপক্ক বিধায়কের কারণে এই কেন্দ্রের সার্বিক উন্নয়ন অনেক পিছিয়ে গিয়েছে। দলীয় প্রার্থীর হয়ে নির্বাচনি প্রচারে গিয়ে বর্তমান কংগ্রেসি বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুরকায়স্থের ব্যর্থতার নানা তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরছেন মিশন দাস। তিনি শহর সহ গ্রামাঞ্চলের সাধারণ ভোটারদের আশ্বস্ত করে বলছেন, বর্তমান রাজনীতিতে সমগ্র দেশের সঙ্গে এই রাজ্যেও কংগ্রেস অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। তাই শতাব্দি-প্রাচীন কংগ্রেস দলকে নিজের রাজনৈতিক স্বত্তা বাঁচিয়ে রাখতে বদরউদ্দিন আজমলের সঙ্গে হাত মেলাতে হচ্ছে। কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে এ-থেকে চরম লজ্জাজনক বিষয় আর কী হতে পারে? কিন্তু ক্ষমতালোভী কংগ্রেস দলকে নীতি আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে কট্টরপন্থী বলে পরিচিত আজমলের সাহায্য নিতেও বিবেকে বাঁধছে না। গত কয়েকদিন থেকে উত্তর ও দক্ষিণ করিমগঞ্জের গ্রামাঞ্চলে দলীয় কার্যকর্তা ও সমর্থকদের নিয়ে ম্যারাথন সভা সমিতি করে এভাবেই ভোটারদের আকর্ষিত করে চলছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস। দক্ষিণ করিমগঞ্জ আসনেও মিত্রোজোট তথা অগপ প্রার্থী আজিজ আহমেদ খানের পালে হাওয়া তুলতে গ্রাম থেকে গ্রামন্তরে জনসম্পর্ক অভিযান অব্যাহত রেখেছেন মিশন। দক্ষিণের বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে বৈঠক করে মিত্রজোটের প্রার্থীকে জয়ের রণকৌশল ঠিক করছেন মিশনরঞ্জন দাস। দক্ষিণ করিমগঞ্জের ঘোগড়াকোণা, কেউটকোণা, বাহাদুরপুর, বরবাড়ি, ঈশ্বরশ্রী সহ বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ জনগণের সঙ্গে মতবিনিময় করে চলছেন মিশনরঞ্জন দাস। রাজ্যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত করতে মিত্রজোটের প্রার্থীর জয়ও যে বিরাট ভূমিকা পালন করবে, সেই বিষয়টাই জনতাকে ভালো করে বুঝিয়ে দিতে বিভিন্ন অঞ্চলে একের পর এক সভা সমিতি করে চলছেন এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস।

অভিযুক্ত ধর্ষকের আত্মসমর্পণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মার্চ।। তেপানিয়ায় চৌদ্দ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষনের অভিযোগে অভিযুক্ত সামিম আহমেদ আজ সন্ধ্যায় আর কে পুর মহিলা থানার পুলিশের নিকট আত্মসমর্থন করে। রাতে তাকে মেডিকেল চেক আপ করা হ।আগামী কাল আদালতে হাজির করা হবে। গত শুক্রবার রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত তেপানিয়ায় এই ধর্ষণের ঘটনা ঘটলে ধর্ষিতার অভিভাবক আর কে পুর মহিলা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন এবং ধর্ষকের উপযুক্ত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন। ধর্ষক গ্রেপ্তার হওয়ায় স্বস্তির হাওয়া দেখা যায়।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের ৮টি জেলায় জেলা স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে তোলা হচ্ছেঃ ক্রীড়ামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। রাজ্য সরকার খেলাধূলার উন্নয়নের পাশাপাশি রাজ্যে ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর জোর দিয়েছে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যের ৮টি জেলায় জেলা স্পোর্টস কমপ্লে' গড়ে তোলার জন্য দপ্তর থেকে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আজ রাজ্য বিধানসভায় বিধায়ক ভগবান চন্দ্র দাসের এক প্রশ্নের লিখিত উত্তরে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেব এই তথ্য জানিয়েছেন। তিনি জানান, রাজ্যে খেলাধূলার মান উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আগে রাজ্য দপ্তর পরিচালিত ও ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের উদ্যোগে সীমিত কয়েকটি কোচিং সেন্টার ছিল, যেখানে রাজ্যের সীমিত সংখ্যক ছেলে মেয়েদের কোচিং করার সুযোগ ছিল। ২০২০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ১০৬টি কোচিং সেন্টার চালু করা হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী জানান, প্রাথমিকভাবে রাজ্যের যে ৮ জেলায় জেলা স্পোর্টস কমপ্লে' গড়ে তোলার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে, পশ্চিম জেলার এডিসি'র সদর দপ্তর খুমুলুঙ-এ এবং দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লে'রে নির্মাণ কাজ সম্পর্ণ হয়েছে। এছাড়া ধলাই জেলার আমবাসায় এবং গোমতী জেলার উদয়পুরে জেলা স্পোর্টস কমপ্লে' নির্মাণের কাজ শেষের পথে। উদয়পুরের চন্দ্রপুর মাঠে সিনথেটিক ফুটবল টার্ফ গড়ে তোলার কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এছাড়া খেলো ইণ্ডিয়া প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে আরও কিছু ক্রীড়া পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী জানান, এই প্রস্তাবগুলির মধ্যে ইতিমধ্যেই ৩টি প্রকল্পের অনুমোদন পাওয়া গেছে। এরমধ্যে পানিসাগরের আ'লিক শারীর শিক্ষক মহাবিদ্যালয়ে একটি উন্নতমানের সুইমিং পুল নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাঁচ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। দশরথ স্টেট স্পোর্টস কমপ্লে' সিনথেটিক এ্যাথলেটিক ট্র্যাক নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ৭ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে। এছাড়া খোয়াই দ্বাদশ শ্রেণী (বালক) বিদ্যালয় মাঠে সিনথেটিক ফুটবল মাঠ নির্মাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার থেকে পাঁচ কোটি টাকার অনুমোদন পাওয়া গেছে।

অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছেঃ পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মার্চ।। রাজ্যের অর্থনৈতিক বিকাশে পর্যটন শিল্পের উন্নয়নে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর বেশীরভাগ দেশ আজ পর্যটন শিল্পকে কেন্দ্র করে অর্থনৈতিক ভাবে সমৃদ্ধ। গতকাল দুদিন ব্যাপী রাজ্যভিত্তিক নীরমহল উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় একথা বলেন। তথ্য ও সংস্ক'তি বিষয়ক দপ্তরের উদ্যোগে এবং ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের সহযোগিতায় এই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। মেলাঘরের রাজঘাট মুক্তমে' আয়োজিত নীরমহল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস।

রাজ্যভিত্তিক নীরমহল উৎসবের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী শ্রী সিংহ রায় বলেন, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। নীরমহল সহ রাজ্যে বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রকে সাজিয়ে তোলা হচ্ছে। পর্যটকদের কাছে নীরমহলকে আরও আকর্ষনীয় করে তুলতে শীঘই লাইট ও সাউণ্ডের ব্যাবস্থা চালু করা হবে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, রাজ্যের পর্যটন শিল্পের বিকাশের ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগম বিভিন্ন প্রয়াস নিয়েছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক বলেন, রাজন্য আমলের ত্রিপুরার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্র নীরমহলকে রক্ষনাবেক্ষণের মাধ্যমে আকর্ষনীয় করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। এতে পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাবে। রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সবাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত ও ত্রিপুরা ওয়ার্ক বোর্ডের চেয়ারম্যান বাহারুল ইসলাম মজমদার। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের সহঅধিকর্তা পা'লী দেববর্মা। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা পর্যটন উন্নয়ন নিগমের ডেপুটি ডাইরেক্টর অভিজিৎ চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলা পুলিশ সুপার ক'ষ্ণেন্দ চক্রবর্তী, সিপাহীজলা জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসক শুভাশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়, রুদ্রসাগর উদ্বাস্তু মৎস্যজীবি সমবায় সমিতির প্রেসিডেন্ট পবিত্র দাস প্রমুখ। নীরমহল উৎসবকে কেন্দ্র করে রাজঘাট চত্বরে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের পক্ষ থেকে ৩০টি স্টল খোলা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান শেষে সাংস্ক'তিক মে' পরিবেশিত হয় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সাংস্ক'তিক সংস্থার শিল্পীদের মনো' সাংস্ক'তিক অনুষ্ঠান।

২৪,২৫ ও ২৬ মার্চ তিনদিন বিশেষ টিকাকরণ কর্মসূচী

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মার্চ।। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের ভাবনায় রাজ্যের ৪৫-৫৯ বৎসর ও তার উর্ধ বয়সী নাগরিকদের ভারত সরকারের ' কোভিড শিল্ড ' টিকা করন কর্ম সূচীকে সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য আগামী২৪,২৫ ও ২৬ তারিখ পরপর তিনদিন বিশেষ টিকাকরণ কর্ম সূচী হাতে নেওয়া হয়েছে। এই বিশেষ টিকাকরণ কর্ম সূচী সার্থক করার জন্য গোমতি জেলার জেলা শাসক টি কে দেবনাথ জেলা শাসক অফিসের কনফারেন্স হলে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নকে সার্থক করার রূপরেখা সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন। গোমতি জেলার ১৪৭টি উপ স্বাস্থ্য কেন্দ্র সহ জলার সতেরো টি হাসপাতাল ও তেপানিয়াস্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে মোট ১৬৫টি সেন্টারে এই তিনদিন সকাল নয়টা থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত ৪৫ ও তার উর্ধ জনগনের মধ্যে প্রায় ৪৫০০০ পঁয়তাল্লিশ হাজার নাগরিকে টিকা করন কর্ম সূচীর আনার লক্ষ্য মাত্রা নির্ধারণ করা হয়। যদিও আজ পর্যন্ত প্রায় ২১০০০ নাগরিক স্বেচ্ছায় কোভিড শিল্ডের টিকা করন কর্ম সূচীতে অংশগ্রহণ করেন- যা অন্যান্য জেলা থেকে অনেক এগিয়ে। জেলা শাসক টি কে দেবনাথ বিশেষভাবে জনজাতি এলাকায় এই কোভিড টিকা করন অনুষ্ঠানের প্রতি অনীহার কথা তুলে ধরে বলেন - জনজাতিরা প্রথম দিকে টিকা নিতে অনীহা প্রকাশ করলেও এখন অনেকেই স্বেচ্ছায় টিকা গ্রহণ করতে সহযোগিতা করছেন বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।জনজাতি এলাকায় টিকা করন কর্মসূচী সার্থক রূপ দেওয়ার জন্য গত কয়েক দিন আগে ও এন এস এস, ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম, রেডক্রস সোসাইটি, আই সি এ দপ্তরের কর্মী,আশাকর্মী ও নেহেরু যুব কেন্দ্রের সদস্য সহ বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় এক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত করেন। প্রথম দফায় টিকা করনের পর কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের নতুন নির্দেশ অনুসারে ৬ থেকে ৮ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় দফার টিকা দেওয়ারও অনুরোধ করেন। আজকের এই সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তারা এই টিকা করন কর্ম সূচীর ফলে টিকা গ্রহীতাদের কোন ধরনের পার্শ প্রতিক্রিয়া নেই বলেও অভিমত ব্যক্ত করেন। আজকের এই ।সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা শাসক টি কে দেবনাথ , সি এম ও নীরুমোহন ত্রিপুরা, এস ডি এম ও- ডা:নূপুর দেববর্মা সহ তথ্য অফিসার বিশ্বজিৎ বনিক ও জেলা টিকা করন আধিকারিক ডা: জয়দীপ দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

বরাক উপত্যকার দলীয় ও মিত্রজোটের প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে মঙ্গলবার আসছেন মনোজ তিওয়ারি

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ মার্চ (হি.স.) : বরাক উপত্যকার দলীয় ও মিত্রজোটের প্রার্থীদের পালে হাওয়া তুলতে একদিনের নির্বাচনি সফরে আগামীকাল আসছেন বিজেপির দিল্লির সাংসদ তথা তারকা প্রচারক মনোজ তিওয়ারি। এদিন তিনি হাইলাকান্দি ও করিমগঞ্জ জেলায় পাঁচটি জনসভায় অংশগ্রহণ করবেন।

মঙ্গলবার সকাল নয়টায় কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরে অবতরণ করবেন দিল্লির বিজেপি সাংসদ তথা ভোজপুরি গায়ক মনোজ তিওয়ারি। বিমানবন্দর থেকে সড়ক পথে সোজা চলে যাবেন হাইলাকান্দির কাটলিছড়ায়। সেখানে সকাল এগারোটায় লালাছড়ায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দলীয় প্রার্থী সুব্রত নাথের হয়ে ভাষণ দেবেন তিনি। এর পর করিমগঞ্জ জেলার রাতাবাড়ি কেন্দ্রে দুটি জনসভায় তাঁর অংশ নেওয়ার কথা। সাড়ে বারোটায় চরগোলা বাগানে এবং দেড়টার সময় দুল্লভছড়ার পাতিফিল্ডে অন্য আরেকটি জনসভায় দলীয় প্রার্থী বিজয় মালাকারের হয়ে প্রচার অভিযানে শামিল হবেন মনোজ তিওয়ারি। বিকাল চারটায় উত্তর করিমগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের প্রমোদনগর বাজারে অনুষ্ঠেয় এক জনসভায় দলীয় প্রার্থী ডা. মানস দাসের পালে হাওয়া তুলতে ভাষণ দেবেন তিনি।

বিকাল সাড়ে পাঁচটায় শহরের স্টেশন রোডে গঙ্গা ভাণ্ডারের সমানে অনুষ্ঠেয় দিনের শেষ জনসভায় অংশ নিয়ে ডা. মানস দাসের পালে হাওয়া তুলবেন বিজেপির তারকা প্রচারক মনোজ তিওয়ারি। পরিশেষে রাত সাতটায় কুম্ভিরগ্রাম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবেন তিনি। এক প্রেস বিবৃতিতে এ খবর জানিয়েছেন জেলা বিজেপির মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক নিশিকান্ত ভট্টাচার্য।

পানীয় জলের দাবীতে পাম্প অপারেটরকে তালা বন্দী করে রাখলেন জনতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মার্চ।। পানীয় জলের দাবিতে পাম্প অপারেটরকে তালা বন্দি করে রাখলো উদয়পুর খিলপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নং ওয়ার্ডের আম পুকুর পাড় এলাকার জনগণ। বলা যায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহি:প্রকাশ। সংবাদ সূত্রে জানা যায় গত অর্থ বছরে অটল জল ধারা প্রকল্পে প্রায় পাঁচ শতাধিক বাড়িতে এই পাম্পের জলের পাইপ লাইন থেকে জল সংযোগ দেওয়া হয় - যা ছিলো সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক। কারন পাম্পের যে হর্স পাওয়ার প্রয়োজন ছিলো- তার চার ভাগের এক ভাগ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটর দিয়ে এতবড় বিশাল এলাকায় জল সরবরাহ করতে গিয়ে কয়েক দিন পরে পরেই মোটর বিকল হয়ে পরার ফলে পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গ্রামের প্রধান মানিক চক্রবর্তীকে জানিয়েও কোন লাভই হয়না বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেন। প্রধানকে জানালে দুয়েক দিন পর গাড়ি করে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করেন, কিন্তু সমস্যার স্থায়ী সমাধানের লক্ষ্যে কোন পরিকল্পনা করা হয়না বলে কয়েক দিন পর পর এই এলাকার মানুষকে পানীয় জলের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। গত শনিবার থেকে এলাকায় পানীয় জল না আসায়, দপ্তরের কর্মীদের খবর দেওয়ার পরও কোন ব্যাবস্থা না নেওয়ায় আজ গাড়ি দিয়ে জল দেওয়ার ব্যবস্থা করার দাবি জানালে , কয়েক গাড়ি জল দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হলেও, সমস্যার স্থায়ী সমাধানের জন্য পাম্প অপারেটর নন্দন দাসকে পাম্পের ঘরে তালা বন্দি করে দপ্তরের আধিকারিকদের খবর দিলে দপ্তরের দায়িত্ব প্রাপ্ত এস ডি ও রাজেন্দ্র দেববর্মা এসে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের মৌখিক প্রতিশ্রুতি দিলে ,পাম্প অপারেটরকে তালা মুক্তি করে। পাম্প অপারেটর নন্দন দাস কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেও প্রথম অবস্থায় তালা বন্দি থেকে মুক্তি দেওয়া হয়নি- পাম্প অপারেটর নন্দন দাস এই ঘটনায় ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। নতুন আরেকটি পাম্প বসানোর দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

ছুরিকাঘাতে নিহত এক ব্যক্তি বাগমায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মার্চ।। ছুরিকাঘাতে বিজয় কিশোর জমাতিয়া নিহত। ঘটনা উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার অন্তর্গত বাগমা আউট পোষ্টের খামার বাড়ি এলাকায়। গতকাল রাতে কাকা পরশমণি জমাতিয়া ও ভাতিজা বিজয় কিশোর জমাতিয়ার মধ্যে বাকবিতন্ড্রা থেকে ঝগড়ার সূত্রপাত। এক সময় উভয়ের বচসা এমন পর্যায়ে পৌছায়- যা শেষ পর্যন্ত ভাতিজা বিজয় কিশোর জমাতিয়াকে প্রাণ হারাতে হয়েছে। কাকা পরশমণি এক সময় ভাতিজা বিজয় কিশোর জমাতিয়ার পেটে ছুড়ি ঢুকিয়ে দেয়। পরিনিতিতে প্রাণ গেলো ভাতিজা বিজয় কিশোর জমাতিয়ার। রাতেই বিজয়ের নিকট আত্মীয়রা বিজয়ীকে উদয়পুর তেপানিয়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত ডাক্তার বিজয়ের অবস্থা বেগতিক খারাপ দেখে আগরতলা জি বি হাসপাতালে রেফার করেন।জিবিতে ডাক্তারের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে আজ সকালে বিজয় মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। বাগমা ফাঁড়ি থানার দায়িত্ব প্রাপ্ত পুলিশ আধিকারিক খোকন সাহা, উদয়পুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধ্রুব নাথ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সুদীপ পাল সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী আজ দুপুরের পর বিজয় কিশোর জমাতিয়ার অভিযুক্ত খুনি পরশমণি জমাতিয়াকে গ্রেপ্তার করে এবং আর কে পুর থানায় নিয়ে আসে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

উদ্ধৃতি দিয়ে শিক্ষামন্ত্রী তার বক্তব্যে দারিদ্র দূরীকরণ, শিল্পের প্রসার, জনজাতি অংশের মানুষের উন্নয়ন, ব্রু সমস্যার সমাধানের কথাও তুলে ধরেন। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ বলেন, বর্তমানে রাজ্যের সবাই মনে করেন এটা আমাদের রাজ্য। আমাদের সরকার। মডেল ত্রিপুরা গড়ার কাজে তিনি সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

উর্ধমুখী

● প্রথম পাতার পর

কোভিশিল্ডের প্রথম ডোজটি নেওয়ার পর ২৮ দিনের পরিবর্তে অন্তত ৬ সপ্তাহ পর ও সর্বোচ্চ ৮ সপ্তাহের মধ্যে দ্বিতীয় ডোজটি নিতে হবে।

এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে বলা হয়, গবেষণার পর ভারতে তৈরি অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা কোভিশিল্ডের দুটি ডোজের মধ্যে ব্যবধান বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি খতিয়ে দেখে ন্যাশনাল টেকনিক্যাল অ্যাডভাইসরি গ্রুপ এবং ভ্যাকসিন প্রশাসনের দায়িত্বে থাকা জাতীয় বিশেষজ্ঞদের গ্রুপ। নয়া নির্দেশিকায় এও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়, এই নিয়ম এখনও পর্যন্ত শুধুমাত্র কোভিশিল্ড ভ্যাকসিনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। কোভ্যাক্সিনের জন্য নয়।

কেন্দ্র জানিয়েছে, এই ডোজ নেওয়ার পর পার্শপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা থাকার রিপোর্ট পাওয়া গিয়েছে। তাছাড়া একাধিক ইউরোপীয় দেশে এই ভ্যাকসিনটির প্রয়োগ আপাতত বন্ধও রাখা হয়েছে। সেই জন্যই ডোজের ব্যবধান বাড়ানো হল। তবে এই টিকা নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছে কেন্দ্র।

প্রশাসন

● প্রথম পাতার পর

বাংলাদেশের জুরি থানার অন্তর্গত পূর্ব বটুলি গ্রামের বাপ্পা মিয়া (৩২) পিতা আব্দুল রুফ।দীর্ঘদিন ধরে সে অবৈধ পাচার বাণিজ্যের বাদশা বলে পরিচিত ছিল। তারপর কদমতলা থানার পুলিশ মৃতদেহটিকে সীমান্ত থেকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য কদমতলা গ্রামীণ হাসপাতালের মর্গে নিয়ে আসে।কিন্তু দীর্ঘ সময় কেটে গেলেও বাংলাদেশ প্রশাসন মৃতদেহটি নেওয়ার জন্য কোন তৎপরতা দেখায়নি।

তা নিয়ে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী বাংলাদেশের জুড়ি থানার পুলিশ ও বিজিবিকে দফায় দফায় চিঠি পাঠায়। অবশেষে ৭২ ঘন্টা অতিক্রান্ত হওয়ার পর বাংলাদেশ প্রশাসন কুখ্যাত পাচারকারী বাপ্পা মিয়ার মৃতদেহ সমঝে নেওয়ার সম্মতি জানায়। তারপর আজ বিকেল বেলা কদমতলা থানাধীন ১৬৬ নং বিএসএফ ব্যাটালিয়ানের ইয়াকুব নগরসীত ইন্দো-বাংলা সীমান্ত দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী ও পুলিশ মৃতদেহটি মৃত বাপ্পা মিয়ার পিতা অব্দুল রুফের হাতে সমঝে দেয় বাংলাদেশ প্রশাসন।

তবে দীর্ঘদিন যাবৎ কদমতলা থানাধীন ইন্দো-বাংলা সীমান্তে ত্রাস সৃষ্টিকারী কুখ্যাত বাপ্পা মিয়ার মৃত্যুর পর সীমান্তের স্থানীয়দের মধ্যে কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরে এসেছে।

চাপানউতোর

● আটের পাতার পর

একটা ভাল রকম হুমকি। একটা দল এই স্লোগানকে ব্যবহার করে যে এই ধরনের কাজ করতে পারে সেটা তৃণমূলকে না দেখলে বোঝা যায় না।' সমালোচনা করেছেন সিপিএমের পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তীও। যদিও তৃণমূলের বরিষ্ঠ সাংসদ সৌগত রায় জানিয়েছেন, "বিষয়টিকে নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়।"

এই নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ সৌগত রায় বলেন, 'খুব দুঃখিত এই ঘটনায়। কিন্তু এটা নিয়ে রাজনীতি করা উচিত নয়। বিজেপির মতো মস্তিষ্কহীন দলই অভিযোগ করবে। নির্বাচন কমিশন এই ঘটনার তদন্ত করুক। সবটাই রাজনীতি হয় না। কিছু সময় সমাজবিরোধীরাও এই কাজ করে। তদন্ত করে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

এই প্রসঙ্গে বাম পরিষদীয় দলনেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, "খুব দুঃখজনক ঘটনা এবং নিন্দনীয়। খুবই লজ্জার। মানুষ এখন বিপন্নতার মধ্যে ভুগছে। ক্ষমতা জাহির করা হচ্ছে। বাংলার বিবেক কোথায়। এই বাংলা কেউ চায়নি"।

এদিকে, বর্ধমানের স্থানীয় নেতারাও একে অপরকে আক্রমণ করতে কোনও কসুর করেননি। স্থানীয় তৃণমূলের দাবি, যে এলাকায় বিস্ফোরণ হয়েছে সেটি তাঁদের দীর্ঘ দিনের শক্ত ঘাঁটি। এলাকাটি সংখ্যালঘু অধ্যুষিতও বটে। তাই বোমা রেখে ওই এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছে বিরোধীরা। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের অভিযোগ, দীর্ঘ দিন ধরেই ওই এলাকাটি অশান্ত। ভোটের আগে তৃণমূল কংগ্রেস আতঙ্ক তৈরি করতে বোমা মজুত করেছে। পুলিশের উচিত ওই এলাকায় আরও বেশি করে তল্লাশি চালানো। কংগ্রেসের অভিযোগ, প্রশাসনের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা। শাসকদলই এলাকায় সন্ত্রাস তৈরির চেষ্টা করছে এই ঘটনা তারই ফল। পুলিশ তরফে জানানো হয়েছে, তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে এতে আতঙ্ক কমেনি স্থানীয়দেরয উল্লেখ্য, বিস্ফোরণে জখম শিশুর অবস্থা আশঙ্কাজনক।

বিনা যুদ্ধে

● আটের পাতার পর

জন্য এতো ভাবেনি। বিজেপি ভোটের আগে প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। ভোট চলে গেলেই সব প্রতিশ্রুতি ভুলে যায়। এর আগে বলেছিল দেশের মানুষের ব্যাংক একাউন্টে ১৫ লাখ টাকা করে দেওয়া হবে। কেউ পেয়েছে সেই টাকা? ওরা মিথ্যার জগতে বাস করে। কিন্তু আমি আমার দেওয় সব প্রতিশ্রুতি পূরণ করি"। এদিনের সভায় রাজ্যের শিল্প প্রসঙ্গ টেনে এবং বিজেপিকে বহিরাগত তকমা দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন "ডানকুনি থেকে বাঁকুড়া হয়ে পুরুলিয়া পর্যন্ত শিল্প হবে। এখানে ৭২ হাজার কোটি টাকার শিল্প গড়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সেই শিল্পকে ধ্বংস হতে দেবেন না। বহিরাগত বিজেপির হাতে রাজ্যটাকে তুলে দেবেন না। ওরা আমাকে অনেক মেরেছে। আমার পায়ে আঘাত। মাথায় আঘাত। পেটে অপারেশন হয়েছে। চোখে অপারেশন হয়েছে। কিন্তু তাও আমাকে দমাতে পারেনি। আমি ভাঙব তবু মচকাব না। রাজ্যের মানুষের পাশে আমি ছিলাম আছি এবং থাকব। রাজ্যের মানুষই আমার সংসার। তাই লকডাউনের সময় আমি গাড়ি বাস এবং ট্রেন ভাড়া করে অন্য রাজ্যে যাওয়া শ্রমিকদের ফিরিয়ে এনেছি। যাঁরা আসতে পারেন নি তাঁদের ১ হাজার টাকা করে পাঠিয়েছি। রাজ্যে প্রচুর ছেলেমেয়েদের চাকরি দিয়েছি বলেও তিনি দাবী করেন। আরও চাকরি হবে" বলেও তিনি প্রতিশ্রুতি দেন।কোতুলপুরের সভা সেরে এদিন তিনি ইন্দাস ও বড়জোড়ায় নির্বাচনী জনসভায় বক্তব্য রাখেন।

প্রণয়ের

● প্রথম পাতার পর

এবং বাড়ি মধ্যপ্রদেশের ভোজপুরে। নিখোঁজ নাবালিকার সন্ধান মধ্যপ্রদেশে পাওয়া গেছে।

এই সূত্র ধরে তেলিয়ামুড়া থানা থেকে তিন জনের একটি দল মধ্যপ্রদেশের ছুটে যায়। সেখানে স্থানীয় পুলিশের সহযোগিতায় নিখোঁজ নাবালিকা এবং এক নাবালককে উদ্ধার করা হয়। জানা যায়, নাবালক নাবালিকা ২ জনে একটি বাড়ি ভাড়া করে থাকতো। তেলিয়ামুড়া থানা পুলিশ নিখোঁজ নাবালিকাকে মধ্য প্রদেশ থেকে ত্রিপরা রাজ্যে অর্থাৎ তেলিয়ামুড়া নিয়ে আসে। সোমবার প্রয়োজনীয় ডাক্তারি পরীক্ষা শেষ করে পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশ পুলিশ ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করে। পুলিশ জানিয়েছে দুই নাবালক নাবালিকা প্রথমে মোবাইলে টিক-টক নামক একটি অ্যাপসের মাধ্যমে পরিচিতি হয়। পরবর্তী সময়ে যোগাযোগ গভীর হয়। শেষ পর্যন্ত জানুয়ারি মাসের ২৯ তারিখ নাবালিকা মেয়েটি মধ্যপ্রদেশ পালিয়ে যায়। প্রায় তিন মাস পর নিখোঁজ নাবালিকাকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

গৃহীত

● প্রথম পাতার পর

বিল নং ২ অব ২০২১)বিল নিয়ে বিধায়ক বাদল চৌধুরী বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই বিলের ফলে রাজ্যে বিরোধী দলগুলির কন্ঠ রোধ করার চেষ্টা হচ্ছে। কারণ, বিলে বলা হয়েছে যদি কোন ধরনের আন্দোলন কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে হিংসাত্মক ঘটনা ঘটে এবং তাতে সরকারী কিংবা বেসরকারী সম্পত্তি নষ্ট হয় বা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এই ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে আন্দোলনকারী সংস্থা, সংগঠন, দল কিংবা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে। এজন্য সংশ্লিষ্ট থানার ওসি তদন্ত করবে এবং নির্দিষ্ট একটি ট্রাইব্যুনালে রিপোর্ট জমা দেবে। তার পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত বিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেয়া হবে। বিলে আরও উল্লেখ করা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কিংবা সংস্থাকে ঘটনার তিন মাসের মধ্যে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। এদিন, বিরোধী বেঞ্চের সদস্যরা এই বিলের তীব্র বিরোধীতা করেছে। তারপরও বিলটি বিধানসভায় ধনি ভোটে গৃহীত হয়েছে।

প্রস্তাব

● প্রথম পাতার পর

সুদীপ কুমার করের নিকট অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়। এব্যাপারে ঊনকোটি জেলার পঞ্চায়েত দপ্তরের সহকারী অধিকর্তা সুদীপ কুমার করকে জিজ্ঞেস করলে উনি ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন যে, লক্ষীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মনি রানি মালাকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলে বিজেপি দলেরই ছয়জন পঞ্চায়েত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাব জমা দেয়। দপ্তর এবিষয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নিচ্ছে বলেও জানান সুদীপ বাবু।

গৃহবধূ

● প্রথম পাতার পর

ও দেবর মিলে আগুন লাগায়। মেয়েটা জানায় গত ৩ দিন ধরে তার কোন খাওয়া দাওয়া নেই। ঝগরা ৩ দিন ধরে চলে শশুর বাড়িতে। কিন্তু সোনালি শশুর বাড়ির কোন কিছু তার মা বাবার কাছে আজ পর্যন্ত বলেনি।

ক্রীড়াঙ্গন

সাবেকদের টুর্নামেন্টের শিরোপা ভারতের

এক বছর ক্রিকেটের বাইরে থেকে এক মাস আগে নিয়েছেন অবসর। সাবেকদের টুর্নামেন্ট দিয়ে আবার খেলার সুযোগ পেয়ে ইউসুফ পাঠান মেলে ধরলেন নিজেকে। ফাইনালের মহাগুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে ব্যাট হাতে ঝড় তোলার পর বল হাতেও রাখলেন অবদান। রোমাঞ্চকর ম্যাচে শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে রোড সেফটি ওয়ার্ল সিরিজের প্রথম আসরের শিরোপা ঘরে তুলল ভারত। ভারতের রায়পুরে সাবেকদের এই টুর্নামেন্টের ফাইনালে রোববার শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডসের বিপক্ষে ১৪ রানে জিতেছে ভারত লেজেন্ডস। ইউসুফ ও যুবরাজ সিংয়ের ৮৫ রানের জুটিই মূলত ভারতকে এনে দেয় ২০ ওভারে ৪ উইকেটে ১৮১ রানের বড় পুঁজি। ইউসুফ খেলেন ৩৬ বলে ৬২ রানের বিস্ফোরক ইনিংস। যুবরাজের ব্যাট থেকে আসে ৪১ বলে ৬০ রান। পরে বল হাতে টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক তিলকরত্নে দিলশানকে দ্রুত ফেরানোর পর সানাৎ জয়াসুরিয়ার ৪৩ রানের লড়াই থামান ইউসুফ। অলরাউন্ড পারফরম্যান্সে ম্যাচ সেরা তিনিই। ম্যাচে খানিক রোমাঞ্চ ছড়ায় পঞ্চম উইকেটে চিন্থাকা জায়াসিংহে ও কৌশল্য বিরারত্নের ৬৪ রানের জুটি। তবে শেষ পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৭ উইকেট হারিয়ে তুলতে পারে ১৬৭ রান। টস হেরে ব্যাটিংয়ে নামা ভারত তৃতীয় ওভারেই হারায় বিরেন্দর শেবাগকে। এস বদ্রিনাথকে এলবিডব্লিউর ফাঁদে ফেলে দ্রুত বিদায় করেন জয়াসুরিয়া। অন্য প্রান্তে শচিন টেন্ডুলকার ছিলেন অবিচল। পাওয়ার প্লেতে ২ উইকেট হারিয়ে ৪৬ রান তোলে ভারত। অধিনায়ককে সঙ্গ দেন যুবরাজ। তাদের জুটিতে ভালোই রান বাড়াচ্ছিল ভারত। ফারভিজ মাহারুফের বলে টেন্ডুলকার কট বিহাইন্ড হলে ভাঙে ৪৩ রানের জুটি। ২৩ বলে ৪ চারে ৩০ রান করেন এই ব্যাটিং কিংবদন্তি। ইউসুফ ব্যাটিংয়ে নামার পর ভারতের রান আসতে থাকে বানের পানির মতো। বিরারত্নেকে ছক্কায় ওড়ান যুবরাজ, পরে ওই ওভারে আরেকটি ছক্কা মারেন ইউসুফ।

প্রসাদের ওভারে চার মেরে ৩৫ বলে ফিফটি স্পর্শ করেন যুবরাজ। পরে স্ট্রাইকে গিয়ে লক্কান এই পেসারকে টানা তিন বলে দুই ছক্কা ও এক চার হাঁকান ইউসুফ। দুই জনে মিলে নুয়ান কুলাসেকারাকে ওড়ান তিন ছক্কায়। ইউসুফ ২৪ বলে তুলে নেন ফিফটি। ৪১ বলে চারটি করে চার-ছক্কায় ৬০ রান করা যুবরাজকে ফিরিয়ে ৮৫ রানের জুটি ভাঙেন বিরারত্নে। শেষ ওভারে ইরফান পাঠানের ছক্কায় ভারতের সংগ্রহ পেরিয়ে যায় ১৮০।

৩৬ বলে ৫ ছক্কা ও ৪ চারে ৬২ রানে অপরাজিত থেকে মাঠ ছাড়েন ইউসুফ। রান তাড়ায় শ্রীলঙ্কাকে উড়ন্ত শুরু এনে দেন জয়াসুরিয়া ও দিলশান। মুনাফ প্যাটেলের দুই ওভারে ২৯ রান, বিনয় কুমারের ওভারে ১০ রানের সৌজন্যে পাওয়ার প্লেতে বিনা উইকেটে ৫৮ রান তোলেন তারা। ভারতকে প্রথম সাফল্য এনে দেন ইউসুফ।

এই অফ স্পিনারের লাফিয়ে ওঠা বলে কিপারের হাতে ক্যাচ দেন ২১ রান করা দিলশান। আক্রমণে এসে প্রথম বলেই চামারা সিলভাকে ফিরিয়ে দেন ইরফান। ৩৫ বলে ৪৩ রান করা জয়াসুরিয়াকে থামান ইউসুফ। উপুল থারাঙ্গাকে দ্রুত ফিরিয়ে দেন ইরফান। ম্যাচ তখন অনেকটাই হেলে পড়ে ভারতের দিকে। জয়াসিংহে ও বিরারত্নে আক্রমণ শুরু করলে মেলে কিছুটা নাটকের আভাস। বিনয়ের করা ১৮তম ওভারে বিরারত্নের দুই ছক্কা ও এক চারে ১৯ রান এলে কিছুটা চাপে পড়ে স্বাগতিকরা। ১৫ বলে তিনটি করে চার-ছক্কায় ৩৮ রান করা বিরারত্নে পরের ওভারে বিদায় নিলে আর পেরে উঠেনি শ্রীলঙ্কা। সংক্ষিপ্ত স্কোর: ভারত লেজেন্ডস: ২০ ওভারে ১৮১/৪ (শেবাগ ১০, টেন্ডুলকার ৩০, বদ্রিনাথ ৭, যুবরাজ ৬০, ইউসুফ ৬২*, ইরফান ৮*; হেরাথ ২-০-১১-১, কুলাসেকারা ৪-০-৪৪-০, দিলশান ২-০-২৫-০, জয়াসুরিয়া ২-০-১৭-১, প্রসাদ ৪-০-৪২-০, মাহারুফ ৪-০-১৬-১, বিরারত্নে ২-০-২৩-১)।

শ্রীলঙ্কা লেজেন্ডস: (লক্ষ্য ১৮২) ২০ ওভারে ১৬৭/৭ (দিলশান ২১, জয়াসুরিয়া ৪৩, সিলভা ২, থারাঙ্গা ১৩, জায়াসিংহে ৪০, বিরারত্নে ৩৮, কুলাসেকারা ১*, মাহারুফ ০; গনি ৪-০-২৪-১, মুনাফ ৪-০-৪৬-১, প্রজ্ঞান ওঝা ২-০-১২-০, বিনয় ২-০-২৯-০, ইউসুফ ৪-০-২৬-২, ইরফান ৪-০-২৯-২)।

ফল: ভারত লেজেন্ডস ১৪ রানে জয়ী।

ম্যান অব দা ম্যাচ: ইউসুফ পাঠান।

ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট: তিলকারত্নে দিলশান

এখন সবকিছু জয়ের আত্মবিশ্বাস পাচ্ছেন কুমান

অনেক সুযোগ তৈরি করেও যথেষ্ট গোল না পাওয়ায় ছিল হতাশা। মৌসুমের শুরুর দিকের ব্যর্থতায় আত্মবিশ্বাসও তলানিতে ঠেকেছিল বার্সেলোনা কোচ রোনাল্ড কুমানের। সময় বদলেছে। দল ফিরেছে ছন্দে। অজেয় পথচলায় সবশেষ রিয়াল সোসিয়েদাদের জালে লিওনেল মেসির পাশাপাশি তার সতীর্থরাও গোল উৎসবে মেতে ওঠায় নতুন করে স্বপ্ন দেখছেন কুমান। সম্ভব্য সবকিছু জয়ের জন্য ডাচ কোচ আগের চেয়ে এখন আরও বেশি আত্মবিশ্বাসী। মেসি ছাড়া আক্রমণভাগের অন্যদের গোল খরা নিয়ে ভাবনায় ছিলেন কুমান। সোসিয়েদাদ ম্যাচে তার সব চাওয়াই যেন পুরণ করলেন দেম্বেলে-গ্রিজমানরা। প্রতিপক্ষের মাঠে রোববার লা লিগায় বার্সেলোনার ৬-১ ব্যবধানের জয়ে দলটির চার জন পান গোলের দেখা। কাতালান দলটির হয়ে সর্বোচ্চ ৭৬৮ ম্যাচ খেলার নতুন রেকর্ড গড়ার দিনে জোড়া গোল করেন মেসি। জালের দেখা পান অন্য দুই ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে ও অঁতোয়ান গ্রিজমানও। এছাড়া দুই গোল করেন তরুণ ডিফেন্ডার সের্জিনো দেস্ত। ম্যাচ শেষে কুমানের কণ্ঠে তাই একইসঙ্গে স্বস্তি ও ভালোলাগা। মূলত মেসি বাদে দলের অন্যরা গোল পাওয়ায় আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠছেন মৌসুমের শুরুতে দলটির দায়িত্ব নেওয়া এই কোচ।

"মেসি বাদে অন্যদের গোল করাটা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। এতে আমাদের বিপক্ষে ডিফেন্ড করা কঠিন।" "সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, আজ (রোববার) যে চিত্র আমরা ফুটিয়ে তুলেছি তাতে প্রমাণ হয়, সম্ভাব্য সবকিছু জয়ের জন্য আমরা সর্বোচ্চ চেষ্টা করতে যাচ্ছি।" কিছু দিন আগেও শুধু কোপা দেল রের শিরোপা জয়ের সম্ভাবনা দেখছিলেন কুমান। তবে সময়ের পরিক্রমায় দল যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে, তাতে স্বপ্নের পরিধি বেড়ে গেছে তার। পয়েন্ট তালিকার পাঁচে থাকা দলটির বিপক্ষে গোল বরাবর ১০টি শট নেন মেসি-দেম্বেলেরা, যার ছয়টিই ছিল সফল। আক্রমণভাগ এমন নিখুঁত হলে প্রতিপক্ষের জন্য কাজ কঠিন হয়ে যায় বলে মনে করেন এদিন ৫৮তম জন্মদিন পালন করা কুমান। রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে বার্সেলোনার হয়ে লিওনেল মেসি ছাড়াও জালের দেখা পান ডিফেন্ডার সের্জিনো দেস্ত এবং দুই ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে ও অঁতোয়ান গ্রিজমান।রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে বার্সেলোনার হয়ে লিওনেল মেসি ছাড়াও জালের দেখা পান ডিফেন্ডার সের্জিনো দেস্ত এবং দুই ফরোয়ার্ড উসমান দেম্বেলে ও অঁতোয়ান গ্রিজমান।"এমন কঠিন ম্যাচে ডি-বক্সে কার্যকর হওয়াটা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিপক্ষ যেন আরও জায়গা ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তা নিশ্চিত করতে সামনে এগিয়ে যাওয়াটাও গুরুত্বপূর্ণ।" শীর্ষে থাকা আতলেতিকো মাদ্রিদের চেয়ে ৪ পয়েন্টে পিছিয়ে দুই সপ্তাহের আন্তর্জাতিক বিরতিতে গেল বার্সেলোনা। রিয়াল মাদ্রিদের চেয়ে ২ পয়েন্টে এগিয়ে দ্বিতীয় স্থানে কুমানের দল। আসরে আর ১০ রাউন্ডের খেলা বাকি। এই ফর্ম ধরে রেখে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে চান কুমান। "এখন থেকে প্রতিটা ম্যাচই হবে কঠিন, সেটা আমাদের জন্য, আতলেতিকো ও রিয়ালের জন্যও। মৌসুমের শেষ পর্যন্ত লড়াইটা হবে জমজমাট। আমাদের এভাবেই চালিয়ে যেতে হবে।"

৫০০ ছুঁয়ে ফিরে তাকালেন সুয়ারেস

লা লিগায় দেপোর্তিভো আলাভেসের বিপক্ষে ম্যাচটি হয়ত কখনই ভুলবেন না আতলেতিকো মাদ্রিদ ফরোয়ার্ড লুইস সুয়ারেস। তার একমাত্র গোলে জিতেছে দল, সঙ্গে উরুগুয়ের এই তারকা পৌঁছেছেন ৫০০ ক্যারিয়ার গোলের মাইলফলকে। দারুণ এই কীর্তির পর ফেলে আসা দিনগুলো স্মরণ করলেন সাবেক বার্সেলোনা স্ট্রাইকার। মাদ্রিদের ওয়ান্দা মেত্রোপলিতানোয় রোববার ম্যাচের ৫৪তম মিনিটে কিরান ট্রিপিয়ারের ক্রসে বল জালে পাঠিয়ে এই মাইলফলক স্পর্শ করেন সুয়ারেস। পরে গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক আলাভেসের পেনাল্টি রুখে দিলে সুয়ারেসের গোলেই শেষ পর্যন্ত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারিত হয়। জন্মভূমির ক্লাব নাসিওনালের হয়ে সুয়ারেসের পেশাদার ক্যারিয়ারের পথচলা শুরু। দলটির হয়ে ১২ গোল করেছিলেন তিনি। এরপর ইউরোপে খেলেছেন পাঁচটি ক্লাবের হয়ে। প্রতিটা ক্লাবেই নিজেকে প্রমান করেছেন সুয়ারেস। ১৫ গোল করেন নেদারল্যান্ডসের দল খ্রোনিয়ানের হয়ে। এরপর আরেক ডাচ ক্লাব আয়াক্সের হয়ে ১১১ গোল করে যোগ দেন লিভারপুলে। ইংলিশ ক্লাবটির হয়ে করেন ৮২ গোল। এরপর বার্সেলোনায় শুরু হয় তার সবচেয়ে বর্ণাঢ্য অধ্যায়। লিওনেল মেসির সঙ্গে দারুণ জুটি গড়ে কাতালান দলটির হয়ে করেন ১৯৮ গোল। চলতি মৌসুমের শুরুতে আতলেতিকোয় যোগ দেওয়ার পরও নিজের জাত চিনিয়ে চলেছেন ৩৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে দলটির হয়ে এ পর্যন্ত করেছেন ১৯ গোল। তার বাকি ৬৩ গোল জাতীয় দলের হয়ে। সব মিলিয়ে ৭৯৪ ম্যাচে এই মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। গড়ে প্রতি ১ দশমিক ৫ ম্যাচে একটি করে গোল করেছেন তিনি। উরুগুয়ে, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনে পেয়েছেন লিগ জয়ের স্বাদ। বার্সেলোনার হয়ে জিতেছেন চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। উরুগুয়ের হয়ে জিতেছেন কোপা আমেরিকা। আরও একটি পালক যোগ হতে পারে তার অর্জনের মুকুটে। এবারের লা লিগায় আর বাকি আছে ১০ রাউন্ডের খেলা। দ্বিতীয় স্থানে থাকা বার্সেলোনার চেয়ে ৪ পয়েন্টে এগিয়ে সুয়ারেসের দল আতলেতিকো। গতবারের চ্যাম্পিয়ন রিয়াল মাদ্রিদ তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে তিনে। মাইলফলকের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন সুয়ারেস। এক পোস্টে লিখেছেন মাইলফলকে পৌঁছে গর্ব বোধ হওয়ার কথা। আরেক পোস্টে ফিরে তাকিয়েছেন ফেলে আসা দিনে। "৫০০ গোল এবং আরও অনেক স্মৃতি। মন্তেভিদেইয়ো থেকে মাদ্রিদ, ধন্যবাদ ।"

মেয়েদের কোপা লিবের্তাদোরেসে চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের ফেররোভিয়ারিয়া

মেয়েদের কোপা লিবের্তাদোরেসে ব্রাজিলের ক্লাবগুলোর দাপট অব্যাহত রইলো। এবার কলম্বিয়ান ক্লাব আমেরিকাকে হারিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো শিরোপা ঘরে তুলেছে ফেররোভিয়ারিয়া। দক্ষিণ আমেরিকার ক্লাব ফুটবলে নারীদের শীর্ষ প্রতিযোগিতার ১২ আসরে ৯ বারই শিরোপা জিতল ব্রাজিলের ক্লাব। ২০২০ আসরের ফাইনালে রোববার আমেরিকাকে ২-১ গোলে হারিয়েছে ফেররোভিয়ারিয়া। তিনটি গোলই হয় ম্যাচের প্রথমার্ধে। প্রতিপক্ষ গোলরক্ষকের ভুলে ষষ্ঠ মিনিটে ফেররোভিয়ারিয়াকে এগিয়ে নেন সোচোর। স্পট কিকে ৩৯তম মিনিটে সমতা আনেন কাতালিনা উসমে। এর খানিক পরেই ফেররোভিয়ারিয়াকে আবারও এগিয়ে নেন আলিনে মিলেনে। ৪২তম মিনিটে পেনাল্টি থেকে জয়সূচক গোলটি করেন তিনি। দ্বিতীয়ার্ধে আমেরিকার তিনটি প্রচেষ্টা পোস্টে লেগে ফিরলে খুব কাছ থেকে শিরোপা হারানোর হতাশায় মাঠ ছাড়ে তারা। ২০১৫ সালে এই টুর্নামেন্টে প্রথম শিরোপা জিতেছিল ফেররোভিয়ারিয়া। গত বছরের সেপ্টেম্বরে চিলিতে হওয়ার কথা ছিল এই আসর। কিন্তু করোনাভাইরাসের প্রকোপে পিছিয়ে দেওয়া হয়। পরিবর্তিত সূচিতে গত ৫ মার্চ আর্জেন্টিনায় শুরু হয় টুর্নামেন্টটি।

ইব্রার আরেক ইতিহাস

বর্ণাঢ্য ক্যারিয়ারে নতুন আরেক রেকর্ডের জন্ম দিলেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। সেরি আয় এক আসরে সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় হিসেবে ১৫ গোল করলেন এসি মিলানের এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড। ফিওরেন্তিনার বিপক্ষে রোববার রোমাঞ্চকর ৩-২ ব্যবধানের জয়ের পথে ইব্রাহিমোভিচের গোলেই শুরুতে এগিয়ে গিয়েছিল মিলান। এদিন তার বয়স ছিল ৩৯ বছর ১৬৯ দিন। গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রোমার বিপক্ষে ম্যাচে পেশিতে চোট পেয়ে ছিটকে যাওয়ার পর এই ম্যাচ দিয়েই শুরুর একাদশে ফেরেন সুইডিশ তারকা। ম্যাচের নবম মিনিটে অফসাইডের ফাঁদ এড়িয়ে দলকে এগিয়ে নেন তিনি। বিরতির আগে ও পরে যথাক্রমে এরিক পুলগার ও ফ্রাঙ্ক রিবেরির গোলে এগিয়ে গিয়েছিল স্বাগতিক ফিওরেন্তিনা। পরে ব্রাহিম দিয়াস ও হাকান কালহানোগ্লুর গোলে জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে মিলান। মৌসুমের প্রথমভাগে দারুণ ছন্দে অনেক দিন লিগ টেবিলের শীর্ষে ছিল মিলান। তবে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে পারেনি তারা। ২৭ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে নগর প্রতিদ্বন্দ্বী ইন্টার মিলান। দ্বিতীয় স্থানে থাকা এসি মিলানের পয়েন্ট ২৮ ম্যাচে ৫৯।

পদকের লক্ষ্যে ডায়মন্ড লিগে চোখ শ্রীশঙ্করের

বাবা-মা দু'জনেই ভারতের হয়ে অ্যাথলেটিক্সে আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করেছেন। কেরলের পালাক্কড় জেলার সেই ২১ বছরের সম্ভাবনাময় অ্যাথলিট এম শ্রীশঙ্কর টোকিয়ো অলিম্পিক্সে নামবেন এ বার লং জাম্পে।ফেডারেশন কাপে লং জাম্পে ৮.২৬ মিটার লাফিয়ে জাতীয় রেকর্ড গড়েছেন। একই সঙ্গে পেয়ে গিয়েছেন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের ছাড়পত্রও। আত্মবিশ্বাসী মেজাজে কেরলের এই প্রতিভা বলছেন, "অ্যাথলেটিক্সে বাবা-মা ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তাই তাঁদের মূল্যবান পরামর্শ এবং আমার মরিয়া চেষ্টা এগিয়ে নিয়ে এসেছে এতটা। সুস্থ থাকলে মরসুম শেষে ৮.৪০ মিটারও লাফ দিয়ে অতিক্রম করতে পারব।"মা কে এস বিজিমল এবং বাবার উৎসাহেই ছোট থেকেই অ্যাথলেটিক্সের ট্র্যাকে রয়েছেন শ্রীশঙ্কর। তুতো ভাই-বোনেরাও রাজ্য স্তরের অ্যাথলিট। শ্রীশঙ্কর বলছেন, "ছোটবেলা থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ রয়েছে আমার। বাবা-মাকে দেখেই অ্যাথলেটিক্সকে বেছেছি। পরিবারের প্রায় সকলেই খেলার সঙ্গে যুক্ত। তুতো ভাই-বোনেরা কেউ টেনিস বা বাস্কেটবলে কেরলের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে। তাই ছোট থেকেই দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক মঞ্চে খেলার স্বপ্ন দেখি। ছোট বয়সে স্প্রিন্টার ছিলেন। তাই তার পরে লং জাম্পে চলে আসেন। যে সম্পর্কে শ্রীশঙ্কর বলছেন, "ছোটবেলায় বাবার সঙ্গে মাঠে গিয়ে দৌড়তাম। সে সময়ে স্প্রিন্টার হিসেবে সাফল্যও পেয়েছি। রাজ্য স্তরে স্প্রিন্টার হিসেবে সোনাও জিতেছি।" যোগ করেন, "একটু বড় হতেই চলে আসি লং জাম্পে। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময়ে বাবা বুঝতে পারেন আমার মধ্যে লাফ দেওয়ার প্রতিভা রয়েছে। স্প্রিন্টার হিসেবে খুব বেশি এগোতে পারব না। তাই চলে আসি লং জাম্পে।" শ্রীশঙ্কর আরও বলেন, "বাবাও লং জাম্পার ছিলেন। ভারতের হয়ে খেলেছেন। ফলে বিদেশি কোচেদের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে। তার সাহায্যেই উনি আমাকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়েছেন।" বাবা-মা দু'জনেই অ্যাথলিট থাকার সুফল হিসেবে শ্রীশঙ্কর বলছেন, "ওঁরা জানেন আমার কী করতে হবে। মা আমার খাদ্য তালিকা তৈরি করেন। একজন পুষ্টিবিদ থাকলেও তিনি মায়ের সঙ্গে কথা বলেই সেই তালিকা বানান। বাবা জানেন কখন কী অসুবিধা হতে পারে। এই সুবিধা অন্য অ্যাথলিটেরা পায় না।

কোহলী-বাটলারের মধ্যে কী নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল জানেন না মর্গ্যান

শনিবার ইংল্যান্ডকে ৩৬ রানে হারিয়ে টি-টোয়েন্টি সিরিজ জিতেছে ভারত। ওই ম্যাচের মাঝেই তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন বিরাট কোহলী এবং জস বাটলার। উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় দুই ক্রিকেটারের মধ্যে। তবে সেদিন কী নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল তা জানেন না ইংরেজ অধিনায়ক অইন মর্গ্যান। মর্গ্যান বলেছেন, "আমি সঠিক জানি না যে কী হয়েছিল। তবে এটা ঠিক, বিরাট খেলার সময় খুবই আগ্রাসী। ও আসলে যে রকম সেটাই দেখানোর চেষ্টা করে। কখনও কখনও খুব উত্তেজক ম্যাচে বাদানুবাদ হতেই পারে। খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। আমার মনে হয় সেটাই হয়েছিল।"টি-টোয়েন্টি সিরিজে ছন্দে ছিলেন না বেন স্টোকস। তাঁর পাশে দাঁড়িয়েছেন মর্গ্যান। বলেছেন, "মিডল অর্ডারে নিজের ভূমিকা পালন করেছে বেন। দারুণ খেলেছে। ওই জায়গায় ভাল খেলা সহজ নয়। কিন্তু বেন সুযোগটা কাজে লাগিয়েছে।

-ঃ দাবিদারহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহের সনাক্তকরণ চাই ঃ-

Ref : G. B. TOP G. D. Entry No. 15 dated 22/02/2021

পাশের ছবিটি একজন দাবিদারহীন পুরুষ ব্যক্তির মৃতদেহ, নাম - কুঞ্জ ত্রিপুরা, পিতা - অজ্ঞাত, গ্রাম - সাব্রুম, থানা - সাব্রুম, জেলা - দক্ষিণ ত্রিপুরা, বয়স - ৬০ বছর, উচ্চতা প্রায় ৫ ফুট ৫ ইঞ্চি, গায়ের রঙ - শ্যামলা, মুখমণ্ডল - গোলাকার, চুল - কালো। গত ১৯/০২/২০২১ ইংরেজি তারিখ দুপুর ১২টা ৪১ মিনিট সময়ে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে ভর্তি হন এবং গত ২২/০২/২০২১ ইংরেজি তারিখ জিবিপি হাসপাতালের ক্যাসুলিটি ব্লকে মারা যান। আজ পর্যন্ত কোন ব্যক্তি বা আত্মীয়স্বজন মৃতব্যক্তির দাবি করেননি।

উপরে উল্লেখিত মৃতদেহ সম্বন্ধে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে বা আত্মীয়স্বজন থাকিলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় ও ফোন নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হল।

১) পুলিশ সুপার (পশ্চিম ত্রিপুরা) - ০৩৮১-২৩২-৩৫৮৬

(২) সিটি কন্ট্রোল - ০৩৮১-২৩২-৫৭৮৪/১০০

(৩) জিবি (টিওপি) - ০৩৮১-২৩৫-৫০৯৫

পুলিশ সুপার
পশ্চিম ত্রিপুরা

ICA-D-1702/21

সোমবার রাজ্য বিধানসভার অধিবেশন চলাকালীন একটি দৃশ্য। ছবি নিজস্ব।

বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়বো না বিজেপিকে হুঙ্কার মমতার

বাঁকুড়া, ২২ মার্চ (হি. স.) : ওরা বাংলায় বহিরাগত গুন্ডা পাঠিয়ে ভোট লুট করতে চাইছে। কিন্তু আমি বিনা যুদ্ধে এক ইঞ্চি জমিও ছাড়ব না বলে বিজেপি উদ্দ্যেশ্যে হুঙ্কা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। সোমবার কোতুলপুরে এক নির্বাচনী জনসভা য় ভাষন দিতে গিয়ে এই হুঙ্কাৰ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী।তিনি বলেন তোমরা কোতুলপুরে এতদিন কোতল করা ছাড়া আর কী করেছ? কোতুলপুরে নির্বাচনি জনসভায় এভাবেই বিজেপিকে আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাঁকুড়া য় কোতুলপুর,ইন্দাস ও বড়জোড়ায় নির্বাচনী সভায় বক্তব্য রাখেন। এদিন কোতুলপুরের বিবেকানন্দ মাঠে তাঁর জনসভায় ছিল উপচে পড়া ভীড়। তীব্র গরমের দাবদাহ উপেক্ষা করেই হাজার হাজার মানুষ মুখ্যমন্ত্রীর জনসভায় উ পস্থিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই উজ্জিবিত ছিলেন মমতা। বক্তব্য রাখতে উঠে প্রথম থেকেই বিজেপির প্রতি আক্রমণাত্মক ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর সুরও ছিল চড়া। তাঁর আক্রমণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও তাঁর বিজেপি দল। গতকাল অর্থাৎ রবিবার বাঁকুড়া শহরের কাছে তেলিবেদ্যা মাঠে নির্বাচনি জনসভায় দিল্লি থেকে উড়ে এসে বক্তব্য রাখেন নরেন্দ্র মোদি। তাঁর আক্রমণের লক্ষে ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীর গলাতে বারে বারেই শোনা যায় ব্যাঙ্গাত্মক দিদি ডাক।

রাজ্যের অনুন্নয়নের কথা তুলে কেন্দ্রের দেওয়া আয়ুস্মান ভারত প্রকল্প রাজ্যে লাগু করতে না দিয়ে রাজ্যের মানুষদের বঞ্চিত করার কথা বলেন। তারই পাল্টা এদিন মমতার নিশানায় ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিমুখ বেসরকারিকরণের প্রশ্ন। তিনি বলেন, "কাদের স্বার্থে রেল থেকে বিএসএনএল বেসরকারি হাতে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে নরেন্দ্র মোদি জবাব দাও। দুর্গাপুর স্টিল প্লান্ট থেকে ব্যাংক বিক্রি করে দেওতা হচ্ছে। দেশটাকে বিক্রি করার জন্য এই সরকার এসেছে। গ্যাসের দাম ৪০০ টাকা থেকে ৯০০ টাকায় পৌঁছে গেছে। ভরতুকিও তুলে দেওয়া হয়েছে। মানুষের কোন কাজে লাগে এই সরকার? তাই কমরেড বন্ধুদেরও বলব আর একটাও ভোট বিজেপিকে দেবেন না। এই দলকে আমরা বাংলার বাইরে বের করে দেব"।

বাঁকুড়ার সভায় নরেন্দ্র মোদীর গলায় বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি থেকে টেরাকোটা, ডোকড়া শিল্পর প্রসংশা শোনা গেছিল। এদিন তারই পালটা মুখ্যমন্ত্রীর গলাতেও শোনা গেল। জেলার উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে তিনি বলেন "বাঁকুড়ায় আমার বিষ্ণুপুর আছে। বিষ্ণুপুরের বালুচরী শাড়ি আছে। টেরাকোটার মন্দির আছে। জয়রামবাটিতে মা সারদা আছেন। বাঁকুড়ায় আমার শুশুনিয়া পাহাড় আছে। আমার খাতড়ায় মুকুটমণিপুর আছে। এই সব জায়গার আগে কী হাল ছিল আগে? আমি সব কিছুর ভোল বদলে দিয়েছি। বাঁকুড়ায় অনেক সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল করেছি। আরও হবে। বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েরা পড়াশোনায় খুব ভালো। যখনই মাধ্যমিক বা উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার রেজাল্ট বেরয় তখনই দেখি বাঁকুড়ার নাম সবার উপরে। প্রথম স্থান বাঁকুড়া, দ্বিতীয় স্থানেই বাঁকুড়া। একেবারে পঞ্চম ষষ্ঠ স্থান পর্যন্ত বাঁকুড়ার ছেলেমেয়েদের নাম। তাই আমি এখানের ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার সুবিধার জন্য এখানে বাঁকুড়া বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিয়েছি"। এদিন ফের কন্যাশ্রী, রূপশ্রী থেকে সবুজসাথী প্রকল্পে ক্লাস নাইন থেকে ছাত্রছাত্রীদের সাইকেল দেওয়া এবং একাদশ দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের ট্যাব দেওয়ার কথা

উল্লেখ করার পাশাপাশি সরকারিভাবে প্রাথমিক পড়ুয়াদের জামাকাপড়, জুতো এবং স্কুল ব্যাগ দেওয়ার কথা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেন। এদিনের সভায় গলায় আত্মতুষ্টি এনে মমতা বলেন "এখন নিচু ক্লাসের স্কুলগুলি বন্ধ রয়েছে। তবুও আমি স্কুলের ছেলেমেয়েদের মিডডে মিলের চাল, সয়াবিন পাঠিয়ে দিচ্ছি। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের নিয়মিতভাবে স্কুল ড্রেস থেকে খাতা বই, ব্যাগ দিচ্ছি। কন্যাশ্রী প্রকল্প দেশ ছাড়িয়ে বিদেশে প্রসংশা কুড়িয়েছে। মেয়েদের বিয়ের জন্য রূপশ্রী প্রকল্পে মাথাপিছু ২৫ হাজার টাকা দিচ্ছি। অন্য কোনো সরকার কোনোদিনও মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সিবিআই তদন্ত চেয়ে সুপ্রিম কোর্টে মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার পরমবীর সিং

মুম্বই, ২২ মার্চ (হি. স.) : এবার সুপ্রিম কোর্টের দারস্থ হলেন মুম্বইয়ের প্রাক্তন পুলিশ অফিসার পরমবীর সিং। মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে সিবিআই তদন্তের দাবি জানিয়ে সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করলেন মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার। আবেদনে বললেন, তাঁর চিঠিতে উল্লেখ করা অভিযোগের তদন্ত করে দেখুন সিবিআই।পাশাপাশি, তাঁর বদলিতে স্থগিতাদেশ দেওয়ার জন্যও আবেদন করেছেন তিনি।

দু'দিন আগেই মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি পাঠিয়ে তিনি অভিযোগ এনেছিলেন, "স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ অম্বানীকাণ্ডে ধৃত সচিন ভাজেকে প্রতি মাসে ১০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন।" এবার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য সিবিআই তদন্তের দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানালেন। এদিন সুপ্রিম কোর্টে পরমবীর সিংয়ের আর্জি, মহারাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে যে বিভিন্ন বেআইনী কার্যকলাপের অভিযোগ উঠেছে, তার নিরপেক্ষ ও সঠিক তদন্ত করতে সিবিআইকে দায়িত্ব দেওয়া হোক। প্রয়োজনে অনিলের বাড়ির সিসিটিভি ফুটেজ পরীক্ষা করে দেখা হোক। তা হলেই সমস্ত অভিযোগ প্রমাণিত হবে। একইসঙ্গে তিনি পুলিশ কমিশনার পদ থেকে হোম গার্ড দফতরে বদলির নির্দেশকেও চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন তিনি।

গত সপ্তাহের বুধবার পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় পরমবীর সিংকে। তাঁর জায়গায় দায়িত্ব দেওয়া হয় হেমন্ত নাগরালেকে। মুকেশ অম্বানীর বাড়ির সামনে বিস্ফোরক বোঝাই গাড়ি উদ্ধারের ঘটনায় নিরপেক্ষ তদন্তের জন্যই এই বদলি করা হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ।

এরপরই শনিবার মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরেকে চিঠি লিখে তিনি বলেন, "অম্বানী কাণ্ডে ধৃত সচিন ভাজেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অনিল দেশমুখ প্রতিমাসে ১০০ কোটি টাকা আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিলেন। এরজন্য তিনি বলেছিলেন যে মুম্বইয়ের ১৭ হাজারেরও বেশি বার, রেস্তরাঁ থেকে যদি ৩-৪ লক্ষ টাকা করে আদায় করা হয়, তবে মাসে ৪০-৫০ কোটি টাকা আদায় করা যাবে। বাকি টাকার ব্যবস্থা অন্যান্য জায়গা থেকে করা হয়েছে।"

অনিল দেশমুখের বিরুদ্ধে বহু তদন্তে হস্তক্ষেপ করার অভিযোগও করেন পরমবীর সিং। এই বিষয়ে গতকাল এনসিপি নেতারা বৈঠক করেন। এরপরই সঞ্জয় পাটিল জানান, অনিল দেশমুখকে পদত্যাগ করতে হবে না। এই বিষয়ে আজ সাংবাদিক বৈঠক করে এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার বলেন, "মুকেশ অম্বানীর বাড়ির সামনে বিস্ফোরক উদ্ধারের তদন্ত থেকে নজর ঘোরাতেই ভুয়ো দাবি করা হচ্ছে।"

জাতীয় পুরস্কার পেলেন অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াত

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি. স.) : সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ৬৭তম জাতীয় পুরস্কার ঘোষিত হল। এদিন ওই অনুষ্ঠানে ২০১৯ সালে জাতীয় পুরস্কার প্রাপকদের সম্মান জ্ঞাপন করা হয়।

২০২০ সালের মে মাসে এই অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, তবে করোনার কারণে এই অনুষ্ঠান পিছিয়ে যায়। এদিন সুশান্ত সিং রাজপুত অভিনীত 'ছিছরে' শীর্ষক হিন্দি সিনেমা। ঐতিহাসিক ঝাঁসি রানী জীবনী আধারিত হিন্দি ছবি 'মণিকর্ণিকা' অভিনয়ের জন্য কঙ্গনা রানাওয়াতকে সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর জাতীয় পুরস্কার দেওয়া হয়। সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দি ছবি হিসেবে 'ছিছরে' নির্বাচিত হয়। এছাড়া মনোজ বাজপেয়ী, তামিল অভিনেতা ধনুশকে তাদের অনবদ্য অভিনয়ের জন্য জাতীয় পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়।

গন্ডাছড়ায় ভোট প্রচারে ঝড় তুলছেন বাম প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ২২ মার্চ।। আট নং গঙ্গানগর-গন্ডাছড়া কেন্দ্রে সিপিআইএম প্রার্থী অলেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে সোমবার বাড়ি বাড়ি প্রচার অভিযান সংগঠিত করা হয়। এদিন লক্ষীপুর এডিসি ভিলেজের ত্রিশ কার্ড এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে দলীয় কর্মী সমর্থকরা প্রার্থী অলেন্দ্র রিয়াং এর সমর্থনে ভোটের আবেদন জানান।

এদিন প্রচারে বেড়িয়ে মানুষের ভাল সাড়া লক্ষ্য করা যায় বলে দলীয় নেতৃত্বরা জানিয়েছেন। এতে করে তারা আশাবাদী এই কেন্দ্র থেকে তাদের দলীয় প্রার্থী অলেন্দ্র রিয়াং বিপুল ভোটে জয়ী হবেন। এদিনের প্রচার অভিযান উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী অলেন্দ্র রিয়াং, পার্টি রাজ্য কমিটির সদস্য সন্তোষ চাকমা, গন্ডাছড়া মহকুমা শ্রমিক নেতৃত্ব সুশান্ত হাজারি প্রমুখ।

তিন ভাই খুনের মামলায় জামিন পেলেন মুকুল রায়

বোলপুর, ২২ মার্চ (হি.স.): এগারো বছর আগে লাভপুরে তিন ভাই খুনের মামলায় জামিন পেলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সহ-সভাপতি মুকুল রায়। সোমবার বোলপুর মহকুমা আদালত তার জামিন মঞ্জুর করেছে। এর জেরে একুশের নির্বাচনী লড়াইয়ের ময়দানে নামতে তাঁর আর কোনও আইনি জটিলতা রইল না। যদিও এই মামলায় আগেই হাই কোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন মুকুল রায়।

আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, ২০১০ সালে বালিরঘাটের দখলদারি নিয়ে সালিশি সভায় নিজের বাড়িতে ডেকে লাভপুরের বুনিয়াডাঙা গ্রামের সিপিএম সমর্থক তিন ভাই — জাকের আলি, কোটন শেখ ও ওসুদ্দিন শেখকে পিটিয়ে মারার অভিযোগ ওঠে মনিরুল, আনারুল-সহ অনেকের বিরুদ্ধে।সেই সময় মনিরুল সবে ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে তৃণমূলে গিয়েছেন। আচমকাই গ্রেপ্তার হন তিনি। প্রায় তিন মাস পরে জামিন পেয়ে লাভপুরের বিধায়ক হন।২০১৪ সালে ওই মামলায় পুলিশ চার্জশিট থেকে বিধায়ক মনিরুল ইসলামের নাম বাদ দেয়। উনিশের লোকসভা ভোটের পরে দিল্লিতে মুকুল রায়ের হাত ধরে বিজেপিতে যোগ দেন মনিরুল। ২০১৯ সালে সেপ্টেম্বরে হাই কোর্ট জেলা পুলিশ সুপারের তদারকিতে তিন ভাই খুনের মামলায় পুনরায় তদন্তের নির্দেশ দেয়। তদন্তে নেমে পুলিশ ডিসেম্বরে সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিটে মনিরুল ইসলামের সঙ্গে খুনে প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে মুকুল রায়ের নামও জুড়েছিল।

সেই ঘটনার সূত্র ধরে একাধিকবার মুকুলকেও জেরা করে বীরভূম পুলিশ। এদিকে এই মামলায় হাই কোর্টে জামিনের আবেদন করে মুকুল। তিনি জামিন ও পান। ঐ মামলায় সোমবার মুকুল রায় বোলপুর আদালতে হাজির হন। আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন পান তিনি।

সরকারি আইনজীবী প্রবাল রায় বলেন, 'লাভপুরের তিন ভাই খুনের মামলায় মুকুল বাবু আগেই উচ্চ আদালতে জামিন। তবুও যে হেতু বোলপুর আদালতে বিচারাধীন তাই আইন মত এদিন তিনি জামিনে জন্য আবেদন করেন। বিচারক তাকে প্রতি সপ্তাহে থানা হাজিরা ও আদালতে পাসপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দেন। এবং জামিন মঞ্জুর করেন।'

খোয়াইয়ে এক রাতে তিন দোকানে চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ২২ মার্চ।। রাতের খোয়াই শহর নিশিকুটুম্বদের দখলে। রবিবার রাতে খোয়াই শহরের প্রাণকেন্দ্র সুভাষপার্ক বাজারে ৩টি দোকানে দুঃসাহসিক চুরি সংগঠিত করলো নিশিকুটুম্বের দল। তাও সুভাষপার্ক পুলিশ ফাঁড়ীর নাকের ডগায়। রাতে পুলিশি টহলদারির প্রচলন থাকলেও সমস্ত ছোট বড়ো ব্যবসায়ী তথা দোকানিরা এবং খোয়াইবাসী পুলিশের ভুমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। একই রাতে ৩টি দোকানে হাত সাফাই করলেও পুলিশ নৈশকালীন প্রহরার নামে কি করছিলো তাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। সবচাইতে ক্ষতির সম্মুখীন স্থানীয় এক মোবাইল ব্যবসায়ী। দামী মোবাইল হ্যান্ডসেট চুরি করে নিয়ে গেছে নিশিকুটুম্বরা। ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখিন ব্যবসায়ী। পুলিশের ভুমিকা নিয়ে জনমনে, বিশেষ করে ব্যবসায়ীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। পুলিশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে খোয়াই শহরের উপর একের পর দুঃসাহসিক চুরি সংগঠিত হলেও পুলিশের সাফল্য শূন্যের কোঠায়।

২০২০ সালের গান্ধী শান্তি সম্মানে ভূষিত করা হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে

নয়াদিল্লি, ২২ মার্চ (হি.স.) : গান্ধী শান্তি সম্মানে ভূষিত করা হল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে । মুজিবুর রহমানকে ২০২০ সালের গান্ধী শান্তি সম্মানে ভূষিত করল ভারত সরকার। সোমবার ভারতের সংস্কৃতি মন্ত্রকের তরফে করা হয়েছে এই ঘোষণা।

ভারতের সংস্কৃতি মঞ্চের বিবৃতিতে বলা হয়, "সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনবদ্য অবদান রেখে গেছেন বঙ্গবন্ধু মুজিবুর রহমান। আর তাঁর এই অবদানকে স্বীকৃতি দিতেই ২০২০ সালের গান্ধী শান্তি পুরস্কারে তাঁকে ভূষিত করছে ভারত সরকার।" পাশাপাশি এই বিবৃতিতে আরও বলা হয়, "শান্তির বার্তা প্রচারের ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের অবদান অপরিসীম।"

এদিকে, এই বছর মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করছে বাংলাদেশ। এই অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ২৬ মার্চ বাংলাদেশে যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তার আগেই এই ঘোষণা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহলের একাংশ। প্রসঙ্গত, ১৯৯৫ সাল থেকে গান্ধী শান্তিসম্মান প্রদান করে আসছে ভারত সরকার।

এবার করোনায় আক্রান্ত অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান

মুম্বই, ২২ মার্চ (হি. স.) : সারা দেশ জুড়ে লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। এদের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রে। রেহাই পাচ্ছেন না সেলেবরাও। এবার আক্রান্ত হলেন অভিনেতা কার্তিক আরিয়ান। ইনস্টাগ্রামে নিজেই সে কথা জানিয়েছেন অভিনেতা। সোমবার ইনস্টা পোস্টে পজেটিভ সাইনসহ একটি ছবি পোস্ট করে কার্তিক লেখেন, "পজেটিভ হয়ে গিয়েছি। আশীর্বাদ করো।"।

প্রসঙ্গত, দু'দিন আগেই ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে অভিনেত্রী কিয়ারা আডবাণির সঙ্গে স্টেজ শেয়ার করেছিলেন অভিনেতা। ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রার পোশাকে দু'জনকেই হাঁটতে দেখা গিয়েছিল সেখানে। কার্তিকের করোনা পজেটিভ হওয়ার খবরে প্রশ্ন উঠছে তবে কি আইসোলেশন যাচ্ছেন কিয়ারাও? প্রায় নয় মাস গৃহবন্দী থাকার পর গত বছর ডিসেম্বর থেকে কজ শুরু করেছিলেন কার্তিক। প্রথমে 'ধামাকা; ছবির শুট শেষ করেই নেমে পড়েছিলেন 'ভুল ভুলাইয়া ২'-র শুটে। সেই ছবির শুট এখনও চলছে। কিন্তু কার্তিকের করোনা পজেটিভ হওয়ার খবরে তা আপাতত স্থগিত রাখা হবে বলেই খবর।

অন্যদিকে এ দিনই বর্ষীয়ান অভিনেতা সতীশ কৌশিককেও করোনার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গত ১৭ মার্চ করোনা পজেটিভ আসে তাঁর।

বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণে শিশু মৃত্যুতে রিপোর্ট তলব কমিশনের, শুরু রাজনৈতিক চাপানউতোর

কলকাতা, ২২ মার্চ (হি.স.) : ভোটের মুখে বল ভেবে বোমা নিয়ে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে মৃত্যু হল ১টি শিশুর। আহত হয়েছে আরও ১ জন। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের রসিকপুরের। মৃতের নাম শেখ আফরোজ। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে পুলিশ ও বম্ব ডিজপোজাল স্কোয়াড। এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশের ভূমিকা কী ছিল? কোথা থেকে বোমা এলো তা জানতে চেয়েই কমিশন রিপোর্ট চেয়েছে বলে সূত্রের খবর। ভোটের আগে, বিস্ফোরণ ও শিশুমৃত্যুর ঘটনায়, চড়ছে রাজনীতির পারদ। তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বড়জোড়ার সভা থেকেই বলেন শুনেছি একটা বাচ্চা মারা গেছে। বিষয়টি দেখতে বলেছি । ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছে রাজনীতিবিদরা। যদিও রাজ্যের এই পরিস্থিতি নিয়ে কটাক্ষ করেন টালিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী বাবুল সুপ্রিয় । বিজেপি নেতা জয়প্রকাশ মজুমদারের মতে, এর দায় নিতে হবে মুখ্যমন্ত্রীকে।

জানা গিয়েছে, সোমবার বেলা ১১টা নাগাদ বাড়ির কাছেই একটি জায়গা খেলার ছলে মাটি খুড়ছিল ইব্রাহিম ও আফরোজ নামে ২টি শিশু। তখনই বলের মতো কিছু দেখতে পায় তারা। মাটির নীচ থেকে সেগুলি বল ভেবে বার করে ছুড়তেই বিকট শব্দে বিস্ফোরণ হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়ে ২ জনই। এর পর হাসপাতালে নিয়ে গেলে মৃত্যু হয় আফরোজের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বর্ধমান তানার পুলিশ। পৌঁছয় বম্ব স্কোয়াড। তারা গোটা এলাকা পরীক্ষা করে দেখেন। তবে আর কোনও বোমা মেলেনি। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সেখানে বোমা কোথা থেকে এল তা জানার চেষ্টা চলছে। তবে এই দুর্ঘটনায় বর্ধমানে বোমার রমরমা নিয়ে ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, খাগড়াগড় কাণ্ডের পর কি এতটুকু সতর্ক হয়নি পুলিশ?

এই ঘটনায় জেলা প্রশাসনের কাছ থেকে গোটা ঘটনার রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। পুলিশের ভূমিকা কী ছিল? কোথা থেকে বোমা এল তা জানতে চেয়েই কমিশন রিপোর্ট চেয়েছে বলে সূত্রের খবর। ২৪ ঘটনার মধ্যে রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন।

এরই মধ্যে সোমবার ঘটনার প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করেছেন বর্ধমানের জেলাশাসক। তাতে তিনি জানিয়েছেন, একটি হাঁড়িতে রাখা ছিল বোমাটি। শিশুদুটি সেই বোমা নিয়ে খেলতে গেলে ফেটে যায়। কিন্তু হাঁড়ির খোঁজ মেলেনি। বোমা হাঁড়ির ভিতরে কে রাখল তারও উল্লেখ নেই রিপোর্টে।

এদিকে, এই ঘটনায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। বর্ধমানে বোমা বিস্ফোরণে শিশুমৃত্যুর ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি। সোমবার বিকেলে কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন বিজেপি নেতা তথা ডোমজুড় কেন্দ্রে দলের প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন কমিশনের আধিকারিকের সঙ্গে সাক্ষাৎ সেরে রাজীববাবু বলেন, সবাই দেখছে, খেলা হবে স্লোগান দিয়ে কোন রক্তের হোলি খেলা শুরু করেছে তৃণমূল। রাজীববাবুর দাবি, প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ওই সব এলাকায় বাড়ি বাড়ি গিয়ে ধমকাচ্ছে তৃণমূল। বিজেপির ভোটাদের ভোট দিতে গেলে ফল ভাল হবে না বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হচ্ছে।

এই বিস্ফোরণ প্রসঙ্গে এদিন বাঁকুড়ায় মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'আজ একটা বোমের ঘটনা ঘটেছে। বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটেছে। ওদের সবার আগে দেখভাল করার নির্দেশ দিয়েছি প্রশাসনকে।' যদিও এই ঘটার পিছনে শাসক দলর উস্কানি ও প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো।

বাবুল সুপ্রিয় বলেন, 'তৃণমূল কংগ্রেসের বহু অফিস বোম বাঁধার কারখানা হয়ে গেছে। "খেলা হবে" ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

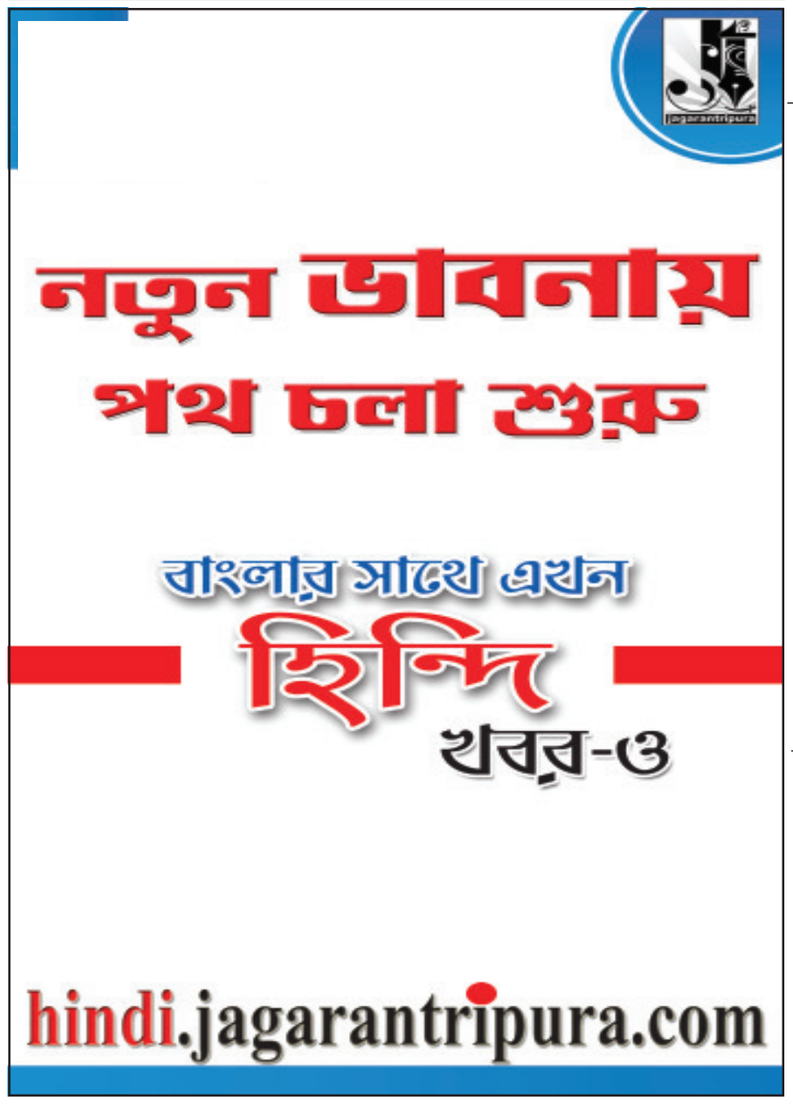

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।